কিরণশশী।

(সামাজিক নাটক)।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত।)

কলিকাতা।

২০১ নং করনওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০৭ সাল।

মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে- বি. কে. চক্রবর্ত্তী
এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

কামদেব মুখোপাধ্যায়—গঙ্গাধরপুরের জমীদার।

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—কামদেবের অগ্রজ।

ভৈরব ঘোষাল—কামদেবের কর্ম্মচারী (দূরসম্পর্কীয় শ্যালক ও এক-গ্রামবাসী)।

নটবর চক্রবর্ত্তী—মকর্দ্দমাব্যবসায়ী জনৈক প্রতিবাসী ও কামদেবের বিশেষ অনুগত।

রামনিধি সার্ব্বভৌম—কামদেবের পুরোহিত ও পারিষদ।

চারুচন্দ্র—মুকুন্দদেবের পুত্র।

অনুকূল সরকার—চারুচন্দ্রের পিতা মুকুন্দদেবের বিশ্বস্ত বন্ধু।

ক্ষুদীরাম হালদার—জনৈক গ্রামবাসী (মাতাল)।

বিজয়গোপাল চৌধুরী—শঙ্করপুরের ভগ্নাবস্থ জমীদার।

সাধুচরণ—বিজয়গোপালের বাটীর পুরাতন ভৃত্য।

যোগানন্দস্বামী, কৃপাচার্য্য, রূপো জেলে, পুলিশ ইন্‌স্পেক্‌টার, কেনারাম, দারোগা, জমাদার, চৌকিদার, ভৃত্য, গ্রামবাসিগণ প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মন্দাকিনী—মুকুন্দদেবের সহধর্ম্মিণী ও চারুচন্দ্রের মাতা।

নীরদা (নূতন বৌ)—কামদেবের পত্নী।

কিরণশশী—কামদেবের পালিতা কন্যা।

যামিনী—অনুকূল সরকারের কন্যা ও কিরণশশীর "মকর"।

অপর্ণা—বিজয়গোপাল চৌধুরীর বনিতা।

মেতরানী, প্রতিবেশিনীগণ প্রভৃতি।

কিরণশশী।

(পারিবারিক নাটক)।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

(নটবর চক্রবর্ত্তী ও ভৈরব ঘোষালের প্রবেশ ও উপবেশন)।

ন। হাঁ—দিইছি দুনম্বর রুজু ক'রে—এক নম্বর ফৌজ্‌দারীতে—এগার দফা চার্জ্—আর এক নম্বর দেওয়ানীতে, মানহানির দুরমুং। দেখি ব্যাটা এবারে কেমন্ ক'রে অব্যাহতি পায়, ব্যাটার ভারি তেজ হয়েছে—এবার আপনার ফাঁদে আপনি প'ড়েছে।

ভৈ। না হে নটবর! তুমি অনুকূল সরকারকে চেন'না, ওর কথার উপর হাকিমদের অটল বিশ্বাস, ওকি যাদু জানে—

ন। (মুখবিকৃতির সহিত) আরে রেখে দাও তোমার যাদু জানে—সবই এই (জামার পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া) চাকী, বুঝ্‌লে মামা? আসল যাদুই এই রূপচাঁদ। বাবু ব'লেছেন যত টাকা লাগে—আর আমিও তেমনি যোগাড় করিছি। জানই ত

তিনটে জেলার মধ্যে উকীল মোক্তার এমন্ কেউ নাই যে নটবর চক্রবর্ত্তীর কাছে হাত পাতেন নাই; এবার আদালতের টিক্‌টিকিটী পর্য্যন্ত মুটোর ভিতর এনিছি, দেখি কি হয়। (ব্যগ্রতার সহিত) বড় গিন্নীর কি হ'ল বল দেখি? তিনি ত অনুকূল সরকারের কথায় বাঁচেন আর মরেন—"সরকার ঠাকুরপো" ব'ল্‌তে মুখে নাল পড়ে!

ভৈ। তাতেই শেষটা এক রকম সুবিধা হ'ল। প্রথম প্রথম কিন্তু ভাব গতিক্ দেখে আমার বড়ই ভয় হ'য়েছিল; একে ত বড় কর্ত্তার এই রকম হওয়াতেই লোকে একটু কানাকানি ক'চ্চে, তাতে আবার বড় গিন্নী একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌লেই বিষম ব্যাপার হ'তো; তিন দিন তিন রাত্রি ত স্তম্ভিতের ভাব, চোখ্ চেয়ে আছে, কিন্তু সংজ্ঞাহীন, মধ্যে মধ্যে যেমন চোখের পাতা ফেলে আর মূর্চ্ছা; অষ্টাহ এই ভাবে কাট্‌লে তবে ভাবনা গেল।

ন। (চিন্তিত ভাবে) সে ভাবনা গেল বটে মামা! কিন্তু ভাবনার জড় র'য়ে গেল।

ভৈ। হাঁ—তা যা ব'লেছো, তবে কি জান, আপাততঃ সবদিক্ বজায় হ'লো, লোকের মুখও বন্ধ হ'লো।

ন। শেষটা দাঁড়াল কি?

ভৈ। বাবু উত্তম প্রস্তাব ক'রেছিলেন; বাসের জন্য পূর্ব্ব দিকের চকের উপর নীচে তিন কুঠারী মায় বারাণ্ডা, নিত্য ভোজনের জন্য আতপ চাউল, ঘৃত, প্রভৃতি যা কিছু আবশ্যক, আর তা ছাড়া ব্রতনিয়মের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা নগদ্।

ন। আবার কি? একটা বিধবার পক্ষে যথেষ্ট! তা এতে কি মন উঠ্‌লো না?

ভৈ। মাগী বেজায় এক্‌গুঁয়ে, সকল কথাতেই "না"—শেষ অনুকূল সরকার আর সার্ব্বভৌম ঠাকুরদাদা প'ড়ে অনেক বলা কওয়ার

শর স্থির হ'লো যে দিনান্তে আধ সের মাত্র কাঁচা দুধ খাবেন, আর ঠাকুর মহলে সিংহবাহিনীর ঘরের পাশের ঘরে থাক্‌বেন।

ন। যাক্—ভালই হয়েছে, আহারের যেরূপ বন্দবস্ত হ'য়েছে, তাতে আর বেশীদিন ভুগ্‌তে হবে না। এখন্ বাবু ত দোষে খালাশ্ তা হ'লেই হ'লো—আর বাবুকে দোষেই বা কে ? সকলেই জানে বাবু সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার; নামেও যেমন্ কর্ত্তব্যেও তেমনি, যেমন্ মৃদুস্বভাব তেমনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ! যেন দেবরাজ ইন্দ্রি! রূপে আলোকরা—কথায় মধুঢালা—

(কামদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ ও উপবেশন)।

কা। (মৃদু হাস্যের সহিত) কি হে নটবর? সুখ্যাতি যে এক মুখে ধ'র্‌ছে না? কার কথা হ'চ্চে ?

ন। আজ্ঞে—সেটা কি আবার প্রকাশ ক'রে বল্‌তে হবে? গঙ্গাধর-পুরে—আর গঙ্গাধরপুরেই বা বলি কেন ?—এই সমস্ত জেলাটার ভিতর আপনার মত ন্যায়বান্-বিদ্বান্-রূপবান্-গুণবান্-ক্ষমাবান্—

কা। তাই ত নটবর! একেবারে যে পঞ্চবাণ জুড়ে দিলে ?

ন। আজ্ঞে, আমরা সামান্য ব্যক্তি, একটা বাণই কায় ক্লেশে জুড়্‌তে পারিনা তাতে আবার পঞ্চবাণ! সে ভার আপনার উপর আছে, আর তাতে অধিকারও আপনার—স্বর্গীয় কর্ত্তা আপনার নামকরণেই যথেষ্ট বিচক্ষণতা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন।

কা। যাক্ যাক্, বৈঠকখানায় বসে ওগুলো বৃথা খরচ কল্লে আর কি হবে? যখন কাছারীবাড়ীতে গিয়ে বস্‌বো, তখন বরং সময় বুঝে সুখ্যাতি কর্ত্তে পাল্লে অনেক কাযে লাগ্‌বে। আমি তোমাদের কতদিন বলিছি, স্বার্থ ই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—মনুষ্যত্ব বজায় রাখ্‌তে গেলে, স্বার্থ ব্যতীত নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত ফেল্‌বে না। বাড়ী

বল, বিষয় বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, আমি আপনাকে যেমন্ ভালবাসি তেমন্ আর কাকেও নয়, কি বল ঘোষাল ?

ভৈ। আজ্ঞে হাঁ, তার আর সন্দেহ কি ? এই বড়গিন্নীর বন্দবস্তেই তার পরিচয়।

কা। আবার ঐ বন্দবস্তের কথা ? তোমাদের না ঐ বিষয়ের উল্লেখ কর্ত্তে একেবারে মানা করিছি ? তোমরা অতি বেহায়া !

ন। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞে, তা না হলে কি আর হুজুরের প্রিয়পাত্র হতে পাৰ্ত্তেম ? যাই হোক্, বড়গিন্নীর লেখা-পড়ার সময় অধীনকে একবার ডাক্‌লে ভাল হত।

কা। পাকা বন্দবস্ত এখনও কিছুই হয় নাই। (ব্যস্তভাবে) এখন্ কাযের কথা কও দেখি, গোপালপুরের ভট্টাচার্য্যদের সেই বাটোয়ারার শালিসীটার কি হলো ? আজ না শেষ জবাব দিবার কথা ? এখনই গিয়ে তার তদ্বির কর, যেন হাতছাড়া না হয়, আর আস্‌বার সময় ঘোষেদের সেই নাবালক ছেলেটার সন্ধান নিয়ে এসো।

ন। যে আজ্ঞে, কাযের কথা একটাও ভুল্‌ব না। ছেলেটার মা বড়ই জ্বালাতন হয়েছে, আমি তাকে বলিছি "তুমি বাবুর শরণাপন্ন হওগে—সকল দিকে তোমার মঙ্গল হবে"।

ভৈ। হ্যাঁ, যা বলেছো—সর্ব্ববিধায়ে ! এখন্ বাবুর অদৃষ্ট আর নটবরের হাতযশ !

কা। (মৃদুহাস্যে) তার পর ?

ন। মাগী একরকম রাজী হয়েছে, তবে ভারী ফিচেল্—আর তার সঙ্গে দেখা করাও দুর্ঘট। দেখি, দিদিকে ত লাগিয়েছি, সোজা-পথে আসে ভালই, না হয় চার পাঁচ নম্বর একেবারে রুজু করে দোবো, জ্বালার চোটে লুটিয়ে এসে পড়্‌বে। যেখানে আদালতের গন্ধ আছে আর নটবর শর্ম্মা আছেন, সেখানে বিজয়লক্ষ্মী—

কা। ভাল কথা মনে পড়লো, চৌধুরীদের যে পত্তনি-মহলটী অবশিষ্ট ছিল, এইবারে নিলামে উঠ্‌বে—সেটা বেনামীতে ডেকে নিতে হবে, তা হ'লেই শেষ! বাকী রৈল ভদ্রাসনটুকু, তারও ডিক্রী হয়ে রয়েছে, ওটা যেমন্ চুক্‌বে, তৎক্ষণাৎ ডিক্রীজারী করে দেও—বড় তেজ!

ন। সব ঠিক্ ক'রে দেওয়া যাবে, এইবার যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর হ'য়েছে! হুজুরের সঙ্গে মকর্দ্দমা? বিশেষ শম্মা যেখানে তদ্বির-কারক? সস্ত্রীক হ'য়ে এসে কেঁদে পড়ে এই দেখুন্ না—একেই বলে—"ভীটস্থ ঘুঘুস্থ"! তবে আমি এখন চল্লেম, বড়গিন্নীর লেথাপড়ার সময় অধীনকে মনে রাখ্‌বেন।

কা। হাঁ, হাঁ, তা হবে। (নটবরের প্রস্থান) আঃ নড়্‌তে চায় না, অভিপ্রায়টা আমি সব কথা খুলে বলি, আমিও তেম্‌নি, ওকথা আমলেই আন্‌লেম না, তাই বেগতিক্ দেখে উঠ্‌লো।

ভৈ। ঠিক্ বলেছেন, ব্যাটা যেন ছিনে জোঁক্, রুধিরের গন্ধ পেলে আর ছাড়্‌তে চায় না। আপনি ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু ব'লবেন না? আজ কাল দেখ্‌ছি—যে দিন কাছারী যায় না, চব্বিশ্ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ্ ঘণ্টা এইখানে কাটায়; সর্ব্বঘটেই আছে; আপনি যাই বলুন, অতটা ভাল নয়। আচ্ছা, গ্রামস্থবাদে ও আপনার ভাই হয়, তবে কি সম্পর্কে আমাকে "মামা" বলে বলুন দেখি? ব্যাটা পাজীর পাঝাড়া!

কা। আচ্ছা, এখন্ থেকে তোমাকে "শালা" ব'ল্‌তে শিখিয়ে দিব, তোমার একটী বোনাই ছিল, দুটী হবে। (গম্ভীরভাবে) না হে ঘোষাল! তুমি জান না, লোকটার দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায়, বিষয় কর্ম্মে যেমন চতুরতা—সাহসও তেম্‌নি অসাধারণ—

ভৈ। আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটা কেবল ঐ কাগজ কলমে, মকর্দ্দমার আর্জি লিখ্‌তে; আসল কাযের বেলা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"; বড়কর্ত্তার বেলা সেদিন দেখা গিয়েছে—

কা। আবার ঐ কথা? ছি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) তোমাকে যে কাযের ভার দিইছি তার কি করেছ? যেমন্ ক'রে পার, চারুর সরকারদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ ক'ত্তে চাও; ঘোড়ায় চ'ড়তে চায় ঘোড়া কিনে দাও; বাইসেকল কিনে দাও; ক্রিকেট্ খেলার বন্দবস্ত ক'রে দাও; ফুট্‌বল ক্লাবে নাম লিখিয়ে দাও। ঐটী ছাড়া সব করুক্; অনুকূল সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যত কম হয় ততই মঙ্গল, ঐ ব্যাটা আর ক্ষুদে মাতাল আমার কণ্টক।

ভৈ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অনুকূল সরকারের ছেলেটা ছুটী হ'লে মধ্যে মধ্যে চারুর সঙ্গে দেখা ক'ত্তে আসে বটে, তা আমি প্রায় দুজনকে একত্রে থাকৃতে দিই না, দেখ্‌তে পেলেই সঙ্গ নিই। চারুরও ঐ এক বড় দোষ—কোন্‌টাই বা গুণ?—কারুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় না; যত কথা ঐ সরকারদের ছেলেটা এলে দেখ্‌তে পাই আর কিরণকে পড়াবার সময়—তা না হ'লে সদাসর্ব্বদাই যেন বিমর্ষ! ছোঁড়ার সব বাড়াবাড়ী, বাপ্ যেন আর কারু মরে না! ঐ যে, হ্যাট কোট পরে আস্তাবলের দিকে যাচ্চে না? এই বেলা বাইসেকলের কথাটা বল্‌বার সুবিধা হ'য়েছে, দেখি কি বলে।

কা। যাও, যাও, বিলম্ব ক'র না। আমিও একবার বাড়ীর ভিতর যাই—অনেকক্ষণ ডেকে গিয়েছে।

(একদিক্ দিয়া কামদেবের ও অপর দিক্ দিয়া ভৈরবের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর। কিরণশশীর কক্ষ।

(কিরণশশী আসীনা)।

কি। (স্বগত) যত মনে করি ওসব কথা মনে আন্‌বো না, ততই ঐ ভাবনা এসে জোটে। আচ্ছা, মনই বা এমন্ হ'লো কেন?

(যামিনীর প্রবেশ)।

আঃ বাঁচ্‌লেম্, একেই বলে মেঘ না চাইতে জল! এই মনে কচ্ছিলেম মকর একবার এই সময় আসে! যেদিন তোমার সঙ্গে না দেখা হয়, সে দিনটাই যেন বৃথা গেল ব'লে বোধ হয়— কতখানা যে মনে হচ্ছিল!

যা। আচ্ছা মকর! যখনই তোমাদের বাড়ীতে আস্‌বো, তখনই কি ঐ সব কথা পাড়্‌তে হয়? এক দুঃখ মা নাই—তা ভাই! মার আদর কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? আর তুমি এখন্ যাঁদের মেয়ে ব'লে পরিচিত, তাঁরা ত তোমাকে যত্ন ক'ত্তে ত্রুটী করেন না, তবে তোমার কিসের অভাব?

কি। কিসের যে অভাব তা বুঝ্‌তে পারি না। যে অবস্থায় মা'র মৃত্যু হয়, যে কথা মনে হ'লে এখনও বুক্ ফেটে যায়; তার পর এঁদেরই বাপ মা ব'লে জানি, এঁরাও আপনার মেয়ে অপেক্ষা আমাকে স্নেহ মমতা করেন; এমন্ কি, গ্রামের লোক অনেকে আজও জানেনা যে আমি এঁদের পালিতা কন্যা। তার পর দেখ জ্যাঠাইমা, চারুদাদা, সকলেই আমাকে সোণার চক্ষে দেখেন। দাস-দাসী-গহনা-কাপড় সবই আছে, অথচ কি যেন নাই; সে অভাব চেষ্টা কল্লেও বুঝ্‌তে পারি না, বুঝ্‌তে পাল্লেও প্রকাশ

ক'ত্তে পারি না; তবে তোমার কাছে ব'ল্লে ভারের অনেক লাঘব হয় ব'লেই বলি। আজ ভাই! তুমি রাগ কর আর যা কর, সব কথা তোমাকে ফুটে ব'ল্‌বো, তার পর না হয় একটী দিনও আর ওকথা তুল্‌বো না। কেবল মনে হয় মকর কবে শ্বশুর-বাড়ী চ'লে যাবে, আর আমার মনের কথা মনেই থেকে যাবে—

যা। হ্যাঁ—শ্বশুরবাড়ী ত আমি এখনই চল্লেম্। আগে একজামিনই পাশ হোক্; আমার ভাসুর বলেন—তিনটে পাশ্ না দিয়ে পরিবারের মুখ দর্শন ক'ত্তে নাই। তার এখন অনেক দেরী; সে যা হোক্, কি ব'ল্‌ছিলে বল দেখি শুনি।

কি। জানইত, জ্যাঠাইমার মহলে চারুদাদা আর আমি ছাড়া বাড়ীর আর কেউই যেতে পায় না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যান, তারপর আমি দুধটুকু নিয়ে গেলেই তিনি উঠে আসেন, আমিও দুধ রেখে চ'লে আসি। কাল্ আমাদের দুজনকেই ব'স্‌তে ব'লে জ্যাঠাই মা অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদ্‌লেন। আমরাও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম্—তাই দেখে, আঁচল দিয়ে আমাদের মুখ মুছিয়ে দিলেন; ব'ল্লেন "দিনান্তে তোদের দুজনের মুখ দেখ্‌লে আমার জ্বালার অনেক শান্তি হয়। চারু! কাল্ যখন আস্‌বে ভাল ভাল দুএকখানা বই নিয়ে এসো, আমাকে প'ড়ে শুনিও—কিরণ! তুমিও মা খানিক্ খানিক্ আমার কাছে ব'সে বই পড়া শুনো।" জ্যাঠাইমার ঘর থেকে এসে শুলেম, কিন্তু চোখের পাতা বুজুতে পাল্লেম না—কত চেষ্টা ক'ল্লেম কিছুতেই ঘুম্ এল'না। (চিন্তিত ভাবে) আচ্ছা মকর! জ্যাঠা মশায়ের কি রোগ ছিল যে হঠাৎ ঐ রকমে মৃত্যু হ'লো? রোগের কথা ত ভাই! আগে কখন শুনিনি!

যা। কে জানে ভাই! কেউ-বলে মৃগী, কেউ বলে শ্বাসরোধ, এ ব্যারাম নাকি আগে ধরা যায় না; কত লোকে কত কথা বলে।

আমরা ত ছেলে বেলা থেকে জানি, উনি যোগ নিয়েই থাক্‌তেন। রোগ ব্যারামের কথা ত কখন শুনিনি—বাবাকেও জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কোন কথার জবাব দেন না, চুপ্‌ ক'রে থাকেন।

কি। কি জানি ভাই! আমার কেবল মনে হয়, জ্যাঠামশায়কে কেউ মেরে ফেলেছে। সহজ মানুষ, যেমন্‌ নদীর ধারে রোজ সন্ধ্যা আহ্নিক কত্তে যান, তেম্‌নি গেলেন; আর এলেন না। যারা যারা সেখানে ছিল, সকলেই নাকি দেখেছিল তিনি অজ্ঞান হ'য়ে জলে প'ড়ে যান্‌।

যা। তারপর?

কি। সাঁতার জান্‌তেন না, কাযেই ডুবে যাওয়াই সম্ভব। তা যেন হ'লো, কিন্তু তারপর ভাই! কত জেলে ডুবুরীতে সমস্ত রাত্রি ধ'রে খুঁজ্‌লে, দেহ কিন্তু পাওয়া গেল না। এইটী আশ্চর্য্য! হাঙ্গর কুমীরে খেলে, কি, কি হ'লো, ভগবানই জানেন। যা হোক্‌ মকর! জ্যাঠা মশায়ের কথা ভাব্‌লে মন বড়ই অস্থির হয়; তাঁর মত স্নেহ আদর আমাকে কেউ করে না।

যা। আচ্ছা, ঘোষাল মশায় ত সেখানে ছিলেন। তিনি কি বলেন?

কি। তাঁর কথা ছেড়ে দাও। একে ত মমতা যে কি তা তিনি কখনই জানেন না। আমি ত মেয়ে বটে, তা আমার সঙ্গে যেন কোন সম্পর্কই নাই। তাতে আবার এখন দিন রাত্রিই কাযে ব্যস্ত! কি যে এত কায, তিনিই জানেন; হয় ত দুতিন দিন দেখাই হ'লো না। আবার দেখা হ'লে যদি জিজ্ঞাসা ক'রি, তা হ'লে বলেন, "আমি সমস্ত দিনই বিষয় কর্ম্ম নিয়ে থাকি, এক সময় এসে আহার ক'রে চ'লে যাই, তাই দেখা হয় না। বিশেষ, এখন তোমাকে তোমার নূতন মাকে দিয়িছি, জ্ঞান

হয়েছে, বড় হ'য়েছো, তাঁরই কাছে সদাসর্ব্বদা থাক্‌বে, তিনি যা বলেন শুন্‌বে—তা হ'লেই সকল দিকে মঙ্গল হবে।"

যা। কেন? তেমার নূতন মার কাছে কি তুমি থাকনা? না তিনি যা বলেন তা শোন না?

কি। থাক্‌বোনা কেন? আর তাঁর কথাইবা শুন্‌বো না কেন? তবে কি জান, আমি বেশ্ বুঝ্‌তে পারি, ওঁদের কারুরই ইচ্ছা নয় যে আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাই, কি চারুদাদার কাছে পড়াশুনা করি; প্রকাশ করে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু ওঁরা সকলেই বিরক্ত হন। এই আর একটী আমার মনঃকষ্টের কারণ; সবগুলি ভাবনা যখন একেবারে এসে জোটে, তখন কিছু ভেবে ঠিক্ ক'ত্তে পারি না—কিছুই ভাল লাগে না—

(চারুচন্দ্রের প্রবেশ)।

চা। কিরণ! তুমি এখানে? আমি তোমাকে চারিদিক্ খুঁজে বেড়াচ্চি। সেই "সুনীতির কুটীর" বইখানি পেয়েছি, তুমি পড়্‌তে চেয়েছিলে তাই এনেছি (পুস্তক দান)। যামিনি! কতক্ষণ এসেছ? অনুকূল কাকাকে একবার মার কাছে পাঠিয়ে দিও, তিনি ডেকেছেন।

(প্রস্থান)।

যা। চারুতে আমাতে শুনিছি সাত দিনের আড়াআড়ী; ছেলেবেলা একত্রে কত খেলা ক'রিছি, কত ঝগ্‌ড়া ক'রিছি; এখন মনে হলে বড় লজ্জা বোধ হয়। চারুর মত তোমার একটী বর হয়?

কি। মরণ আর কি! সকল সময়েই বুঝি ঠাট্টা?

যা। ঠাট্টা কেন মকর? আমি যথার্থই মনে মনে ঐ কথা ভাবি; আচ্ছা, চারুর সঙ্গে কি তোমার বিবাহ হ'তে পারে না? ওতো তোমাকে খুব ভালবাসে; চারু তোমার বর হ'লে—

কি থাক তবে তোমার বর নিয়ে, আমি চল্লেম।

(কুপিতভাবে গমনোদ্যোগ)।

যা। (কিরণের অঞ্চল ধরিয়া) আ মরণ! আমার বর হ'তে যাবে কেন না? আমার আবার কবার ক'রে বর হবে? যা হোক্ ভাই! আজ আমি আসি। কাল একটু বেলাবেলি এসে কার বরের দরকার—তোমার কি আমার—বুঝিয়ে দোবো। আর চারু তোমার হ'লে সুখী হও কি আর কারুর হ'লে সুখী হও, তাও বুঝ্‌তে পার্ব্বো। আজ আর দেরী ক'র্ব্বো না ভাই!—বাবার খাবার সময় হ'য়েছে।

(প্রস্থান)।

কি। (স্বগত) মকর কি আমাকে ঠাট্টা ক'রে গেল। না আমার মন বুঝ্‌বার জন্যে ছলনা ক'ল্লে? আমার মন যখন আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারি না, তখন মকর কি ক'রে বুঝবে? আচ্ছা, মকর ত কখন আমার সঙ্গে ছলনা করে না, আজই বা কর্ব্বে কেন? না, ঠাট্টা ক'রেই ব'লেছে। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) যাক্, ভাবনার বিষয় ত অনেক র'য়েছে, তাই কেন ভাবি না? ভেবেই বা কি উপায় ক'র্ব্বো? কতবার মনে ক'রিছি, চারুদাদাকে সব কথা খুলে বলি; সে দিন ব'ল্‌তে গেলেম, কিন্তু কে যেন মুখ চেপে ধ'রে—মনের কথা মনেই রৈল। বল্‌তে কি, চারুদাদার পানে এখন ভাল ক'রে চাইতে লজ্জা করে, বোধ হয়, বড় হ'য়েছেন ব'লে। আচ্ছা, "চারু তোমার হ'লে সুখী হও কি আর কারুর হ'লে সুখী হও"—এ কথা মকর কেন ব'ল্লে? ঐ দেখ, আবার ঐ কথাই তোলাপাড়া ক'চ্ছি; দূর হোক্‌গে—আমি কি পাগল হবো?

গীত।

যাতনা কব' কায়। (হায়!)
ভাবি তাই, কি বালাই, হ'লো একি দায়।
এ জ্বালা জুড়া'ব ব'লে, পশি যদি বিরলে,
আপন্‌হারা ক'রে ফেলে, চক্ষের জলে, বুক ভেসে যায়—
কে আছে ব্যথার ব্যথী, কোথায় গেলে পাব তায়।
কি জানি কিসেরি তরে, প্রাণের ভিতর কেমন্ করে,
কি যেন কি পাইবারে, মরি ঘুরে, না পাই উপায়—
বালিকা ছিলাম্ যে ভাল, আয় রে সেকাল ফিরে আয়॥

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কামদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছারীবাটীর দরদালান।

(ভৈরব ঘোষাল ও দুইজন গ্রামবাসী আসীন)।

১ম গ্রা। আজ আমার বিষয়টা মিট্‌বে কি ঘোষাল মশায়?

ভৈ। (রোকোড় বহি লিখিতে লিখিতে) তোমার ত মিটেই র'য়েছে গো! হিসাব যখন চুকেছে তখন সবই মিটে গেছে—এতদিন কেবল তোমারই গাফিলিতে বিলম্ব হ'লো বৈ ত নয়!

১ম গ্রা। আমার গাফিলিতে কি রকম ? আজ আট মাস একবার আপনার খোসামোদ, একবার বাবুর খোসামোদ—আর কাছারীবাড়ী আর ঘর ক'ত্তে ক'ত্তে আমার পায়ের সূত ছিঁড়ে গেল। আজ কি না, খাজাঞ্চী নাই---আজ কি না, লাট্‌বন্দি—আজ কি না, "টাকা তোমারই সিন্দুকে তোলা আছে ধর না—ব্যস্ত কেন"—আজ কি না, বাবুর শরীরটা কিছু অসুস্থ---এই রকম ক্রমাগত ভাঁড়াভাঁড়ী ক'রে—

ভৈ। বড় লম্বা লম্বা কথা বল্‌ছো যে ? জান এটা রাজকাছারী ?

২য় গ্রা। (প্রথম গ্রামবাসীর প্রতি) ব্যাপারটা কি মশায় ?

১ম গ্রা। ব্যাপারটা কি শুন্‌বেন ? মা কিছু টাকা বাবুর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন—টাকা ত ঢের, মোটে একশ—স্ত্রীলোকের টাকা, পাছে প্রকাশ হয়, আর লোক পান নাই, বাবুর কাছে গচ্ছিত ক'রে ছিলেন; যখন আর বাঁচ্‌বেন না জান্তে পাল্লেন, তখন প্রকাশ ক'ল্লেন; ওঁরাও স্বীকার কল্লেন শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই টাকা দেবেন—তার পর, এই আটমাস হাঁটাহাঁটী। আমরা সামান্য ব্যক্তি—চাকরীই বলুন, আর গোলামিই বলুন, ক'রে কোন রকমে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা বৈ ত নয় ? তার উপর কিছু ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়িছি—এ সময় টাকাগুলি পেলে আমার বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু এত তাগাদা ক'রেও পেলেম না ; তবু উনি বলেন আমার গাফিলিতে বিলম্ব হ'চ্চে।

২য় গ্রা। (স্বগত) তাই ত, গচ্ছিত টাকা পেতেই এই—আমার ত বিষয়-বিক্রীর টাকা—আমার তবে আর আশা ভরসা নাই দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) আজ বাবুকে একবার ভাল ক'রে বলুন, অবশ্য টাকা পাবেন। দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বাবুর সুবিচারের কথা বলে, আর আপনার পক্ষে কি অবিচার হবে ? এই যে বাবু এই দিকেই আস্‌ছেন।

(কামদেব মুখোপাধ্যায় ও রামনিধি সার্ব্বভৌমের প্রবেশ—
গ্রামবাসীদ্বয়ের উত্থান ও নমস্কার—কামদেবের
প্রতিনমস্কার ও সকলের উপবেশন)।

কা। (১ম গ্রামবাসীর প্রতি) কতক্ষণ এসেছ? (ভৈরব ঘোষালের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) এঁর বিষয়টা মিটিয়ে দাও না হে ঘোষাল! অনেক দিন হ'লো—ভদ্রলোককে বৃথা কষ্ট দিচ্ছ কেন?

২য় গ্রা। (১ম গ্রামবাসীর প্রতি জনান্তিকে) দেখ্‌লেন মশায়? বাবু সদাশিব! বাবুর কোন দোষ নাই।

১ম গ্রা। (স্বগত) না—বাবুর দোষ কি? আমারই অদৃষ্টের দোষ। (প্রকাশ্যে) তবে বাবুর ত হুকুম হ'য়েছে, এখন ঘোষাল মশায়! আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করুন।

ভৈ। বিদায়ের মত হ'লেই বিদায় ক'র্ব্বো—(বাক্স হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া) এই দেখ, শিমুলগড়ের নায়েবের উপর হুকুমনামা লেখা প্রস্তুত—কেবল টাকা ফেল্‌তে, আর বাবুর সহি হ'তে বাকী। এখন কি ছুট্ দেবে বল দেখি?

১ম গ্রা। ছুট্ কিসের? আর হুকুমনামাই বা কিসের?

ভৈ। (বিরক্ত ভাবে) ছুট্ টাকার, আবার কিসের? আর হুকুমনামা টাকা আদায়ের, তাও কি আবার বুঝিয়ে দিতে হবে? যা দস্তুর আছে, চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে, তাই তোমাকে বলা হ'চ্চে।

রা। (১ম গ্রামবাসীর প্রতি) ওগো বাবু! ছুট্ কিছু দিতে হয়, তুমি দেখ্‌ছি একাজে নূতন ব্রতী।

১ম গ্রা। আপনি কেমন্ কথা বলেন? ছুট্ দিতে হয় কিরূপ? শাস্ত্রে লেখা আছে না কি?—গচ্ছিত টাকা তার আবার ছুট্ কি?

রা। ওগো বাবু! এ বিয়ের এই মন্ত্র। জমীদারের কাছারীর সিন্দুকে টাকা একবার প্রবেশ ক'ল্লে, কতকটা থেকে যাবেই যাবে। তাই যা হোক্ ক'রে একটা মিট্‌মাট্ ক'রে দ্যাও হে ঘোষাল! টাকাটা ওঁকে নগদই দেও—তবে যেমন্ দস্তুর আছে, বাদ্‌সাদ্ দিয়ে আজই চুকিয়ে দেও।

১ম গ্রা। মিট্‌মাট্ আমার মাথা আর মুণ্ডু। (ভৈরব ঘোষালের প্রতি) এখন্ যা আপনার ধর্ম্মে হয় করুন।

ভৈ। এই নগদ টাকাই দিলেম। (টাকা দান)।

১ম গ্রা। (টাকা গণিয়া) একৃশ টাকায় বার টাকা ছুট্! কি অত্যাচার! জগদীশ্বর যদি থাকেন, তবে এর বিচার কর্ব্বেন।

(প্রস্থান)।

২য় গ্রা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! গচ্ছিত টাকাতেই এই, আমার ভদ্রাসন বিক্রীর টাকা, হয় ত শিকি ছুটই চেয়ে ব'স্‌বেন! (বাবুর দিকে প্রকাশ্যে) আজ্ঞে-আমাকেও ঘোষাল মশায় অনেক দিন থেকে কষ্ট,—হ্যাঁ গা আজ্ঞ এই সঙ্গে আমার বিষয়টাও মীমাংসা হ'লে—

ভৈ। মীমাংসা কি মনে ক'ল্লেই হয় বাবু? কাগজ পত্র ভাল ক'রে দেখ্‌তে হবে—বাবুর সময় হবে—আমার সময় হবে—তোমার সময় হবে—

২য় গ্রা। আমার আবার সময় হওয়া কি বলুন? আমাকে ত যথনই আস্‌তে ব'লছেন্, তথনই আস্‌ছি।

ভৈ। আরে শুধু এলে কি হবে? যাক্, আর কাজের সময় বকিও না। কাল্ সন্ধ্যার পর এস—দেখা যাবে।

২য় গ্রা। আচ্ছা—এত দিন গেছে, না হয় আর একটা দিন—দেথি কাল্ কি হয়। (জনান্তিকে) "এস দেখা যাবে"—ব্যাটার যেন বাবাকালী টাকা! ভগ্নীপতির অন্নদাস ব্যাটা!

(প্রস্থান)।

রা। লোক্‌টার কিছু উগ্রস্বভাব দেখ্‌ছি, ঘোষালের দিকে যে ভাবে চাইতে চাইতে গেল, যেন উগ্রচণ্ডা।

কা। ওকথা কিছু ব'ল্‌বেন না—জমীদারের কাছারীর ওসকল অঙ্গ; আর ঘোষাল ওসব কথায় কর্ণপাতও করে না,—পেঠে খেলে পীঠে সয়, কি বল ঘোষাল?

ভৈ। আজ্ঞে হাঁ—তার আর সন্দেহ কি? (মেতরানীর প্রবেশ) আঃ সকাল্ বেলা! এ আবার এক আপদ। তুই এখানে কি মনে ক'রে?

মে। হিসাব ক'ত্তে গো, আবার কি মনে ক'রে? (বাবুর দিকে ফিরিয়া) বাবু সেলাম্! আমার তলব্ কিছু বাড়িয়ে না দিলে আর চোলে না।

কা। তোর হিসাব ত কাছারীবাড়ীতে নাই, বাগানবাড়ীর সরকারের কাছে আছে। আজ শনিবার; সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে আসিস্, হিসাবও মিটিয়ে দোবো, আর তলব বাড়াবার কথাও বিবেচনা ক'রে ব'ল্‌বো। এখন একখানা গান গেয়ে যা, তুই বেশ গাস।

(মেতরানীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)।

যারে সঁপেছি যৌবনভার্ ফিরে চায়না সে একবার্।
চায়না সে একবার্ ফিরে চায়না সে একবার্॥
বুক্ ফাটে ত' মুখ ফোটেনা, নারী হওয়া কি লাঞ্ছনা,
একি পোড়া বিড়ম্বনা, হ'লো রে আমার—
প্রাণ যারে চায় সেত' না চায় সইবো জ্বালা কতই আর॥

রা। আহা! কি সুকণ্ঠ! যা হোক্, একৃথা দিয়ে গেল মন্দ নয়, বুঝ্‌লে বাবাজী? রূপের সঙ্গে গুণের যোগ হওয়াতে বড়ই শোভা হ'য়েছে, জাতিতে মেতর হ'লে কি হয়?

কা। জাতি আবার কি খুড়? পৃথিবীতে ত দুই জাতি; এক পুরুষ জাতি, আর এক স্ত্রীজাতি। এখন উঠুন, বাগানবাড়ীতে গিয়ে স্নান করা যাক্‌গে; কাছারীর কার্য্য ত এক রকম শেষ হ'লো, এখন্‌ দেখা যাক্‌, ওদিকে কি হয়।

রা। হাঁ—চল, যেখানে চন্দ্রমা সেইখানেই নক্ষত্র বিরাজমান।

(উভয়ের প্রস্থান)।

ভৈ। (স্বগত) এত মনে ক'রি লোককে পীড়ন কর্ব্বো না, দুষ্কর্ম্মে মন দোবো না, তা আমাকে ভাল থাক্‌তে দেয় কৈ? পাঁচ শালায় আমাকে মন্দ দিকে টেনে নিয়ে যাবে তবে ছাড়্‌বে। এই যে গচ্ছিত টাকাটা বার্‌ ক'রে নিয়ে গেল—কবে ব'লেছিলেম, আমাকে বেশী নয়, পাঁচটী টাকা দিস্‌, আমি সহজ উপায় করে দোবো। তখন কথা শুনে একেবারে জ্বলে উঠ্‌লো; তখন রাজী হ'লে তোরও ভাল হ'তো, আমারও লাভ হ'তো—এখন্‌ কি হ'লো? সেই ঘাড় হেঁটু ক'রে বার' বার' টাকা দিয়ে যেতে হ'লো! বাবুর আট্‌, নটবরের এক্‌, সার্ব্বভৌমের এক্‌ বাদে, দুটী টাকা মাত্র রৈল—এতে কি আমার পেট ভরে? ঐ দুব্যাটাই আমার রোজগারের প্রধান কণ্টক। এ যে এক কি প্রথা বাবু ক'রেছেন, তিনিই জানেন! দপ্তরখানার বাজে আদায়ের ভাগ ঐ দুজনকে দিতেই হবে! ষোল আনা খাটবার বেলা আমি, আর ভাগ নেবেন্‌ ওঁরা? কি বিচার! হা ধর্ম্ম! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) সুবিধার মধ্যে এই টুকু যে, বাবুর খাতা পত্র দেখ্‌বার অবকাশ নাই। এই দেড় বৎসরের সুদের আঠার টাকা ত এখন খরচ লিখে পত্র-পাঠ হস্তগত করি—তার পর দেখা যাবে। তবেই হ'লো—আমার দোষ, না লোকের দোষ? নিশ্চয় লোকেরই দোষ; কিছুতেই আমাকে ভাল হ'তে দেবে না। এই দেখ না কেন! মেয়েটাকে

তোদের হাতে দিলেম—মেয়েটারও ভাল, আর তোদেরও ছেলে পিলে নাই, তোদেরও মঙ্গল। ভাব্‌লেম, বিবাহ হ'লে ওরই সব; তখন এ সংসারে আমিই সর্ব্বে সর্ব্বা! যা মনে কোর্ব্বো তাই হবে! কিন্তু ঘটনা এম্‌নি দেখ! মেয়েটাকে খাওয়াচ্চে, পরাচ্চে, সোণায় মুড়ে রেখেছে, কিন্তু বিয়ে দেবার নামটী করে না। তা হ'লে যে ভৈরব ঘোষালের চিরদিনের আশা পূর্ণ হয়! পোষ্য-কন্যা করিছিস্—তিন তিনটে বিষয় ঘরে ঢুকেছে, মেয়েও বড় হয়েছে; বিবাহ দে—শীঘ্র শীঘ্র দৌহিত্র সন্তান হোক্, তোদেরও মুখ উজ্জ্বল, আমারও ভাল; তা কর্ব্বে না—থুব্‌ড়ো ক'রে রাখ্‌বে। (বিরক্ত ভাবে) আর মেয়েটাকেও বলি, রাত্রি দিন লেখা পড়া নিয়ে থাক্‌লে কি হবে? লেখা পড়ায় মেয়ে মানুষের দরকার কি? এই যে আমি পুরুষ মানুষ, আমিই পাঠশালে পাঁচ বৎসর বয়সে ঢুকে একাদিক্রমে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল লেখাপাড়া নিয়েই ছিলেম, তবে ত কাগজে হাত বসেছিল! অঙ্কশাস্ত্রের ত কথাই নাই—ওটা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজ! কত মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হ'য়েছে—পাঁচ সাত শ তাল গাছ ওজড় কত্তে হ'য়েছে। তবে না গুরুমশায় খুশী হয়ে "শুভঙ্কর" খেতাব দিলে? কিন্তু বামুনে কপালে খেতাব সইবে কেন? যেমন ঐ কথা প্রচার হ'লো, পাড়ার বওয়াটে ছোঁড়া গুলো যেখানে সেখানে দল বেঁধে "ধেড়ে শুভঙ্কর" "ধেড়ে শুভঙ্কর" ব'লে একেবারে খেপিয়ে তুল্লে! পাঠশাল থেকেই গাঁজা ধরেছিলেম—গুরুমশায়েরও চল্‌তো, আমারও চল্‌তো—মাথা খারাপ হলো—দেশত্যাগী হলেম—শেষে যে মুহুরী সেই মুহুরী! (চিন্তিত ভাবে) যাক্— এই রকম ক'রে আরও কিছুদিন কাটাই; তার পর বেগতিক দেখি, একটা মোড়মাড়্ মেরে একেবারে সরে পড়বো। ভাইটের

জন্যে এক একবার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে; এত দিন কি সে বেঁচে আছে? বারো চোদ্দ বৎসর নিরুদ্দেশ; এতকাল পরে সে কিছু আর বিষয়ের ভাগ নিতে আসছে না! আর এলেই বা তাকে দেয় কে? যদিই বেঁচে থাকে, নিশ্চয় একটা সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী হয়ে গেছে। আর বসে ভাব্‌লে কি হবে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলাটা অনেক হলো—যাই, আমিও স্নানাহার করিগে।

(প্রস্থান)।

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শঙ্করপুরের নিকটবর্ত্তী ভগ্নশিবালয়ের প্রাঙ্গণ।

(বিজয়গোপাল চৌধুরী ও অপর্ণা আসীন)।

অ। অমন্ ক'রে কদিন কাট্‌বে ?

বি। দেবাধিদেব মহাদেবই জানেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন গঙ্গাধর-পুরের মুখুয্যেদের মকর্দ্দমায় প্রথম কবুল ডিক্রী হয়, কে জান্‌ত যে শঙ্করপুরের চৌধুরীবংশ সেই ডিক্রীর দায়ে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত হবে ? দশ মাস পূর্ব্বে, কে বিশ্বাস কর্ত্তো যে তাদের ভদ্রাসন বাটীটী পর্য্যন্ত পরহস্তগত হবে ? আর দশ দিন পূর্ব্বে—বেশী দিন নয়—কে বল ভেবেছিল যে তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে আজ বিজয়গোপাল চৌধুরীকে সস্ত্রীক দীনভাবে আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তে হবে ? হায় ! যে দেবালয়ের কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণ, দাস, দাসী, সতত নিযুক্ত থাক্‌তো—যেস্থানে অভ্যাগত অতিথিদের বিধিমত সৎকারের সুব্যবস্থা ছিল—পূজার সময় যে স্থান নিত্য লোকসমাগমে পরিপূর্ণ হ'তো—শঙ্খঘণ্টার বাদ্যধ্বনিতে, সকলের একরবে "হর হর শঙ্কর" ভক্তির উচ্ছ্বাস-শব্দে যে স্থান তখন শান্তিময় তপোবন ব'লে বোধ হ'তো—আজ সেই দেবালয় অর্থাভাবে ইষ্টকস্তূপমাত্রে পরিণত হ'য়েছে ! সে শ্রী নাই—সে লোক জন নাই—সে পূজা নাই—সে অতিথি-সৎকার নাই—সে কিছুই নাই। ভগ্নপ্রায় মন্দির এখন পেচকের,

আর আমার ন্যায় আশ্রয়বিহীন কুলাঙ্গারের আবাসস্থল। সকলই কালচক্র; বিধিলিপি কে খণ্ডন কত্তে পারে বল?

অ। বৃথা খেদ ক'রে ফল কি? তুমি অধীর হ'লে—যতই হোক্, আমি স্ত্রীলোক—আমি কি বুঝাব? আর কি ব'লেই বা নিজের মনকে প্রবোধ দোবো?

বি। আমাকে আর বুঝাবে কি অর্পণা? সবই বুঝি। ধৈর্য্য বল, স্থৈর্য্য বল, অভ্যাস কত্তে আর আমার বাকী নাই; কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে, সেই সীমা এখন্ অতিক্রম করেছে। আজ দশ বৎসর কেবল আদালৎ আর হাকিম—উকীল আর মোক্তার—এই জপমালা ক'রে আস্‌ছি; জাগ্রতে, স্বপনে, অন্য কিছুরই আলোচনা করি নাই। মনের যে কোমল বৃত্তিগুলি ছিল, সকলের কাছেই একে ২ বিদায় গ্রহণ করিছি; সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি; এখন্ পথের ভিখারীর অবস্থার অপেক্ষাও আমার অবস্থা শোচনীয়।

অ। দেখ, স্ত্রীভাগ্যে ধন; যদি সেই ধনই গিয়ে থাকে, সে আমারই ভাগ্যে; তোমার দোষ কি? তোমার মনে আছে কি না জানি না—সে অনেক দিনের কথা—কিন্তু তুমিই একদিন হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লেছিলে—"দেখ অর্পণা! মানবদেহ ধারণ ক'রে লোকে যা প্রার্থনা করে, ভগবান্ আমাকে সকলই দিয়াছেন। কুল, মান, বিষয়, সম্পদ, ধন, জন, কিছুরই আমার অভাব নাই; আবার তার উপর, তোমাকে সহধর্ম্মিণী পেয়ে আমার সুখের ইয়ত্তা নাই। এক একবার মনে হয়, জগদীশ্বর যদি আমাকে কখনও কঠোর দুঃখের দশায় ফেলেন, তবে আমার সহিষ্ণুতার পরিচয় দিই"। সেই কঠোর পরীক্ষার সময় উপস্থিত—কেন তবে বিহ্বল হও?

বি। কি আশ্চর্য্য! সে কথা আজও তোমার স্মরণ আছে?

অ। স্ত্রীর পক্ষে স্বামি-সোহাগ যে কি অমূল্য পদার্থ, তা তোমরা পুরুষ মানুষ, বুঝ্‌তে পার্ব্বেনা; সেই সোহাগের ভরে তুমি আমাকে সকল ঐশ্বর্য্যের উপর ক'রেছিলে, আমি কি সে কথা জীবন থাক্‌তে ভুল্‌তে পারি ?

বি। অপর্ণা! তুমিই যথার্থ স্ত্রীরত্ন! সত্য বটে, আমি একদিন ঐশ্বর্য্য-মদে বিভোর হ'য়ে দারিদ্র্যকে আহ্বান করেছিলেম, অথচ আমিই সে কথা ভুলে আছি; আর তুমি সে কথা এতদিন হৃদয়ে গেঁথে রেখেছো, বুক্ পাষাণে বেঁধে চিন্তার ভীষণ জ্বালা অম্লানবদনে সহ্য ক'রে আস্‌ছো, তুমিই ধন্যা! আজ তোমার কাছে আমি নূতন শিক্ষা পেলেম। ধন সম্পদ্ গেছে, তাতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি—চিরদিন কারও থাকে না, আমারও নাই—তবে আমাকে যে বংশমর্য্যাদালোপের কারণ হ'তে হ'লো, এই বিষম পরিতাপ? (সখেদে) বনের পশুপক্ষীরাও নিজ নিজ পরিবারের আহার যোগায়, আর আমি আমার একমাত্র সহধর্ম্মিণী স্ত্রী আজ দুদিন অনাহারে আছে দেখেও নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি, এ অপেক্ষা মনঃকষ্টের কারণ আর অধিক কি হ'তে পারে? আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যেন শত বৃশ্চিক দংশন কচ্চে। হায়! অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সূত্রপাতেই যদি তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে পাঠাতেম্, তা হ'লে আর তোমার এই যন্ত্রণাভোগ আমাকে দেখ্‌তে হ'তো না। এখন্ ধনসম্পত্তি সকলই গেছে, অথবা বৃথা অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে লোকালয়ে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হ'চ্চে, সুতরাং ভিক্ষাও ক'ত্তে পাচ্চি না; আমি কি পামর! কি নরাধম!

অ। কেন বৃথা আপনাকে তিরস্কার ক'চ্চো? শোক, তাপ, সকলই স'য়েছে; টাকা গেল, বিষয় গেল, বাড়ী গেল, সন্তান গেল,

সব্ স'য়েছে ; পেটের জ্বালা—তাও স'য়ে যাবে। একদিনের তরেও ধর্ম্মপথ ত্যাগ কর নাই ; পাপকার্য্য দূরে থাকুক্, একদিনের তরে পাপকথাও মনে স্থান দাও নাই ; এইই পরমলাভ ! আর আমার কথা যে ব'ল্‌ছো, আমার কোন কষ্ট নাই। তুমি মনে মনে হয় ত ভাব, বাপের বাড়ীর আদরের মেয়ে ছিলেম্, শ্বশুরবাড়ীতেও আদরের বৌ হ'য়েছিলেম্, হয় ত আমার কতই ক্লেশ হ'চ্চে ; কিন্তু আমরা হিঁদুর মেয়ে, অন্য সকল বিষয়ে কোমলপ্রকৃতি হ'লেও, শরীরের কষ্ট সহ্য কত্তে খুব কঠোর ! আমি অনাহারে আছি ব'লে তুমি কিছুমাত্র ভেব না ; আমি কে ? তোমার জন্যই ত আমার জীবনধারণের প্রয়োজন ! তুমিই যখন অনাহারে আছ, তখন আমার আহার কিসের্ ? তা হ'লে আর তোমার সহধর্ম্মিণী হলেম কৈ। ইষ্টদেবতার ও তোমার কৃপায় হৃদয়ে যে বল সঞ্চয় ক'রিছি, সেই বলে এ কষ্টকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি ; তবে তুমি যে অনাহারে অনিদ্রায় দিন দিন মলিন হ'চ্চো, এই কষ্ট মনে হ'লেই আমি অধীর হ'য়ে পড়ি। তোমারই কাছে শিখিছি, ভগবান্ যা করেন লোকের মঙ্গলের জন্যই করেন ; আমাদের এত বিপদ, হয়ত কোন মঙ্গলের কারণ হ'তে পারে, কে বল্‌তে পারে ?

বি। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) অপর্ণা ! তুমি সাক্ষাৎ দেবী ; তপস্যাকালে পার্ব্বতী বৃক্ষের গলিতপত্র পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন নাই—তাই তাঁর একটী নাম "অপর্ণা" হ'য়েছিল, তুমিও সেই নামের সার্থকতা দেখালে ! তোমার এ তপশ্চরণ কঠোরতায় কোন অংশে কম নয়। তোমার অমৃতময় কথাতে আমার শ্মশান-হৃদয়েও আজ আশার উদয় হ'লো। যা হোক, এখন ক'রি কি ? আশ্রমের সাধ ত সকলই মিটেছে—

অ। আমি বলি, এখানে আর থাক্‌বার দরকার নাই। বিদেশে গেলে, মান অভিমানের ভাবনা থাক্‌বে না; আমি তোমার সম্পদেও দাসী, বিপদেও দাসী—স্বচ্ছন্দে ভিক্ষা ক'রে আন্‌বো। তার পর, কোন পুণ্যতীর্থে গিয়ে ইষ্টদেবতার আরাধনা ক'রে দিন কাটাব। সাধুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ, ভালই ক'রেছ, আহা! অমন্ গুণের চাকর আর হবে না। যা হোক্, বেশী দিন এখানে থাক্‌লে জানাজানি হয়ে পড়বে, কালই চল।

বি। হাঁ—তাই যুক্তিসিদ্ধ বটে। কালই যাব; তবে পথের সম্বল কিছুই নেই; জগদীশ্বর আছেন। (সাধুচরণের প্রবেশ) কি সাধু! ফিরে এলে যে?

সা। (প্রণাম ও সম্মুখে উত্তরীয় স্থাপন) আজ্ঞে, থাক্‌তে পাল্লেম না। (বিজয়গোপালের চরণ ধরিয়া) বাবু! আমাকে বিদেয় ক'রে দেবেন না; বৌমাকে আর আপনাকে না দেখ্‌তে পেলে আমি বাঁচ্‌বো না (অপর্ণার দিকে ফিরিয়া করযোড়ে) বৌমা! আপনি বাবুকে বুঝিয়ে বলুন।

বি। চাদরে কি?

সা। আপনাদের জন্য কিছু ফল এনিছি। এ দুদিন বোধ হয় আর কিছুই পেটে পড়ে নি। বৌমা! ক্ষিদে তেষ্টায় আপনাদের মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে। পথের সম্বলও কিছু এনেছি; এই নিন্ (উত্তরীয় হইতে দুখানি মোহর খুলিয়া বিজয়গোপালের হস্তে প্রদান ও অপর্ণার ফলশুদ্ধ উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া প্রস্থান)।

বি। এ কি? এ যে আকব্বরী মোহর দেখ্‌ছি। (গদগদভাবে স্বগত) জগদীশ্বর! বিপদে পড়্‌লে মতি স্থির থাকে না; সাধুকে অসাধু সন্দেহ হ'তে রক্ষা ক'রো। (সাধুর প্রতি) এ মোহর তুমি কোথায় পেলে সাধু?

সা। (নীরবে ক্রন্দন।)

বি। কি ? কথা ক'চ্চো না যে ?

সা। আজ্ঞে, মনে করেছিলেম, এ দুঃখের দিনে আর সে কথা আপনাদের কাছে তুল্‌বো না ; কিন্তু যখন আপনার মনে সন্দেহ হচ্চে, তখন আমাকে বল্‌তেই হ'লো —মোহর দুখানি আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন।

বি। কৈ ? আমার ত কিছু স্মরণ হ'চ্চে না।

সা। (অধোবদনে) আপনার কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে ধাইএর মুখে শুনে আমিই প্রথমে আপনাকে সম্বাদ দিই ; আপনি খুশী হ'য়ে আমাকে ঐ দুখানি মোহর দেন। সেই পর্য্যন্ত আমার ভুবীর মার কাছেই ছিল ; আমার মনেই ছিল না ; আজ যখন পথের খরচ পত্রের অনাটনের কথা তাকে বল্লেম, তখনই সে বল্লে—"কেন ?" খরচ পত্রের ভাবনা কি ? বাবু তোমাকে যে দুখানি সোণার টাকা দিয়েছিলেন, সেই দুখানি এ সময়ে তাঁরই পাদপদ্মে ধ'রে দাওগে, তা হ'লেই হবে"—তাই মোহর এনিছি। দেখুন, আমরা চাষা ভুষো লোক, বেশী কথা জানি না, মনের ব্যথা খুলে বল্‌তে পারি না ; তবে কর্ত্তাবাবু আমাকে ছেলের মত দেখ্‌তেন, বৌমা ও আপনিও তেম্‌নি স্নেহ করেন ; আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে ; আমার মিনতি রাখুন, আমাকে বিদায় ক'রে দেবেন না।

বি। সাধু ! তুমিই প্রকৃত সাধু ! তোমার চরিত্র প্রভুভক্তির আদর্শস্বরূপ ! আজ দশ বৎসর তুমি বিনা বেতনে আমাদের সঙ্গে কালযাপন ক'চ্চো ; শত্রুপক্ষের এত প্রলোভনে, এত তাড়নাতেও তোমার মন বিচলিত হয় নাই। তোমার স্ত্রীর অলঙ্কার, টাকা, এমন্ কি, ব্যবহারের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত যে কিছু ছিল,

সমস্তই আমাদের জন্য গিয়েছে; অবশেষে, ঋণজালে জড়ীভূত হ'য়ে যে দিন বাড়ীঘর ত্যাগ ক'রে আসি, আপনাদের পরিধেয় বস্ত্রে আর অধিকার নাই, সুতরাং তাহা ত্যাগ ক'রে তোমাদেরই দুখানি কাপড় দুই স্ত্রী পুরুষে পরিধান ক'রে এসিছি; তোমাদের ঋণ এ জীবনে পরিশোধ ক'ত্তে পার্‌বো না। তোমার মর্ম্মান্তিক ক্লেশ অসহ্য বিবেচনায় অপর্ণার সহিত পরামর্শ ক'রে তোমাকে বাড়ী পাঠায়ে দিয়েছিলেম বটে, কিন্তু বিদায় দিতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত কাতর হ'য়েছিলেম। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) পূর্ব্বস্মৃতি দগ্ধ হৃদয়কে আরও কষ্ট দিচ্চে! আহা! আজ যদি সে কন্যাটী জীবিত থাক্‌তো, তা হলেও এ দুর্দ্দিনে তার মুখ দেখে কতকটা শান্ত হতে পার্‌তেম। সকলই অদৃষ্ট! যা হোক্, তোমার একটী কথা আমি রাখ্‌বো; আমাদের সঙ্গেই থাক্‌বে, কিন্তু মোহর দুখানি এখনই তোমার পরিবারকে ফিরিয়ে দাও, ও দুখানিতে তার উপকার হবে। আমাদের যখন ভিক্ষাই উপজীবিকা হ'য়েছে, তখন আর মোহরে প্রয়োজন কি?

সা। আজ্ঞে না—আমার পরিবারের জন্য ভাবনা নাই; আমার ভাগনার বাড়ীতে থাক্‌বার বেশ বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি, সেখানে তার কোন কষ্ট হবে না। আর এবার গেলে, অনুকূল বাবুর হাত এড়াতে পার্‌বো না, তিনি আপনাদের চারিদিকে তল্লাস ক'রে বেড়াচ্চেন। আস্‌বার সময় তিনি দিঘীর ধারে ব'সে কি ভাবছেন দেখে আমি লুকিয়ে চ'লে এলেম্; আপনি নিষেধ ক'রেছিলেন ব'লে দেখা দিলেম্ না।

বি। ভালই ক'রেছ। আহা! অনুকূল ও মুকুন্দদেব দুজনে আমার সহপাঠী ও আশৈশব বন্ধু! মুকুন্দ স্বর্গে গিয়েছেন; গোপনে কত সাহায্যই আমাকে ক'রেছেন! আর অনুকূলের ত কথাই নাই;

নিজের যে কিছু টাকা কড়ী ছিল, সমস্তই আমার জন্য জলাঞ্জলি দিয়েছেন। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) আচ্ছা, তোমাকে আর ফিরে যেতে হবে না ; তবে—

(নেপথ্যে ঢোলের বাদ্যের সহিত বিজ্ঞাপন পাঠ)

আগামী ২৩ই রোজ শুক্রবার বেলা ১১টার সময় শঙ্করপুরের বিজয়-গোপাল চৌধুরীর অস্থাবর সম্পত্তি সকল ছোট আদালতের নিলামে বিক্রয় হইবে ; যে কেহ গ্রাহক থাক ঐ দিন ঐ সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইবা”।

সা। (সক্রন্দনে) বাবু ! আর না, বুক্ ফেটে যায় ! কি কুক্ষণেই কোম্পানি বাহাদুর মকদ্দমার সৃষ্টি ক’রেছিল !

বি। হা জগদীশ্বর ! এও আমাকে শুন্‌তে হ’লো। চল সাধু ! কাল প্রত্যুষেই এখান হ’তে যাত্রা ক’ত্তে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাধরপুর। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

নীরদার কক্ষ। (নীরদা ও বামাঠাকুরণ আসীনা)।

নী। ঠাকুরঝি ! তুমি ভাল ক’রে বুঝিয়ে বল ; কিরণের ত আর বিয়ে না দিয়ে রাখা যায় না। পাড়ার লোক আমাকেই নিন্দে ক’চ্চে—তা, আমি ভাই ! একে মেয়ে মানুষ, তাতে আবার কোনের বৌ, আমি কি ক’ত্তে পারি বল ? তুমি উঠে প’ড়ে না লাগ্‌লে হবে না।

বা। নূতন বৌ যেন নেকী! আমি উঠে প'ড়ে লাগ্‌লে কি হবে? মোটে ও কথা আমলেই আনে না।

নী। না আন্‌লে চল্‌বে কেন? এখন্ কথা গ্রাহ্য কচ্চেন না, এর পরে যে মুখ দেখান ভার হবে! কিরণ আমার বড় ঠাণ্ডা মেয়ে তা হ'লে কি হয়? ঐ চেরো ছোঁড়া ওকে কি যাদু ক'রেছে! সকল—তাতেই চারুদাদার দোহাই! ও কথা ত ভাল নয়! আজ একটা বিহিত ক'র্ত্তেই হবে। সোমত্ত ছেলে, সোমত্ত মেয়ে—লেখাপড়াই বল, আর যাইই বল—রাত্তির দিন কাগজ আর কলম আর বৈ নিয়ে দুজনে গুজ্ গুজ্ করা কি ভাল দেখায়?

বা। কি ব'ল্‌বো বল? হাজার হোক ব্যাটাছেলে; মন না মতি! যা হোগ আমার একটু বয়স হয়েছে—এখনও রাস্তা ঘাটে চলি, আর গাটা ছম্ ছম্ করে! কেবল মনে হয়, যেন পুরুষ মানুষ সঙ্গ নিয়েছে। তুমি ও ছোঁড়াকে চেন না নতুন বৌ! বাপ যেমন মিট্‌মিটে ছিল, ছেলেও ঠিক্ তেমনি! আমার সঙ্গে ঠ্যাকারে কথা কয় না! আরে আমার এক দোর মোদা, শতেক দোর খোলা। বেঁচে থাক্ আমার কামদেব, বেঁচে থাক্ আমার নতুন বৌ, আমার ভাবনা কি?

(কামদেবের প্রবেশ ও উপবেশন)।

কা। কিসের ভাবনা বামাদিদি?

বা। এই ভাই! এখন কিরণের বিয়ের ভাবনাই বড় ভাবনা হ'য়েছে; সেই কথাই এতক্ষণ নতুন বৌ ব'লছিল।

কা। নতুন বৌএর ত আর অন্য কথা নাই। আরে বিয়ে কি পালাল? কিরণের বয়স্ কি?

নী। শুনলে ঠাকুরঝি? এখনও যদি বিয়ের বয়স হয়নি, তবে হবে কবে? এর পরে যে গালে চূণকালী প'ড়বে; ঘরের খবর ত কিছু রাখ না।

কা। (বিরক্ত ভাবে মুখভঙ্গীর সহিত) না—কেবল পরের খবর নিয়েই আছি; ঘরের খবর আবার রাখ্‌বো কি? হ'য়েছে কি?

নী। হবে আবার কি? বলি, এই যে চব্বিশ ঘণ্টা চেরোতে আর কিরণেতে মুখোমুখী ক'রে ব'সে থাকে, এটা কি ভাল? চুপি চুপি কথা কওয়া—কবিতে পড়া—ছবি আঁকা—এসব কি? আবার কখন কখন দেখি, দুজনেরই চোখ্ ছল্ ছল্ ক'চ্চে;—ভাব্ গতিক্ দেখে ত আমার ভাল বোধ হয় না।

কা। কিরণকে ত বারণ ক'রে দিলেই হয়?

নী। আহা! বারণ ক'ত্তে বুঝি বাকি রেখিছি? শোনেনা তা কি ক'র্‌বো? কচী মেয়ে ত আর নয় যে ধ'রে বেঁধে রাখ্‌বো? তোমার কাছেই যখন আমার কোন কথা থাকে না, তখন পরে মান্‌বে কেন? তাই সকল বিষয়েই চুপ্ ক'রে থাকি; তবে বড় বাড়াবাড়ী দেখ্‌লে কাজেই বল্‌তে হয়।

কা। শোন বামা দিদি! ওঁর কোন কথাই আমার কাছে থাকে না! আরে বিষয় কর্ম্মের কথা, তুমি মেয়ে মানুষ কি বুঝ্‌বে? তাতে তোমার অধিকার কি?

নী। আমার ত অধিকার কিছুতেই নাই। যা হোক্; এখন্ বিষ-গ্রামের যে ছেলেটার কথা ঠাকুরঝি সে দিন ব'ল্‌ছিলেন, সে ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে দেওয়া মত হয়; তা হ'লে একটা পাকা-পাকী ক'রে এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দেও; আর না হয়, যা ভাল বোঝ করগে।

কা। আঃ—ব্যস্ত হও কেন? বিবাহ কর্ম্ম—অনেক ভাব্‌তে হবে—দেখ্‌তে হবে; বিয়ে দাও ব'ল্‌লেই কি দেওয়া যায়? ছেলেটীর কুলে একটু দোষ আছে শুনিছি; যা হোক্, আজ ঘটকদের কাছে ভাল ক'রে জান্‌বো, তার পর একটা স্থির ক'ত্তে হবে। আর দিদি ম'নে ক'ল্লে কত ভাল ভাল পাত্র এনে দিতে পারেন; ওঁর ত গতিবিধি সর্ব্বত্রই আছে।

বা। হ্যাঁ ভাই! তা তোমার বাপ্ মার্ আশীর্ব্বাদে সকলেই আমাকে আত্তিছেদ্দা করে। তবে নানা কাজে ঘুরে বেড়াই, তাই সময় পাই না; এই দেখ না, আজ তিন দিন ধ'রে রোজ মনে ক'চ্চি, নতুন বৌত্রর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে ঐ ছেলেটীর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো। কাল আস্‌ছিলেম; পথে দেখি, ভট্‌চায্যিরা দুভাই রাম রাবণের যুদ্ধ ক'চ্চে, আবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখি দুটো জায়েও তেম্‌নি ক'চ্চে।

কা। তার পর?

বা। তার পর আর কি? বল্লেম, "তথন্ তোমরা বাবুকে শালিশ্ মান্‌লে না, এথন্ গুঁতোগুঁতি ক'রে মর'; ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, ত আছেই—এখনও বল্‌ছি বাবুর শরণাপন্ন হওগে।" ছোটটা এক রকম নিম্‌রাজি হ'লো; বড়টা বলে, "জানি গো জানি, বাবুর শালিশী জানি; সেবারে সেই রায়েদের মকর্দ্দমায় শালিশী ক'ত্তে গিয়ে ভাইপোর সঙ্গে মিলে তাকে দশ আনা, আর খুড়োকে ছ আনা ভাগ ক'রে দিয়ে এলেন।"

কা। বটে? ব্যাটা ত ভারি পাজি! তার পর?

বা। আমি ব'ল্লেম, "অমন্ কথা মুখে আন্‌লেও পাপ হয়; বাবু তাদের চুল্ চিরে আধা আধি ভাগ্ ক'রে দিয়েছেন।" তার পর বৌ-দুটাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঁচটা টাকা শালিশীর

খরচা নিয়ে নটবরকে এনে দিলেম ; তাই কাল্ আর আস্‌তে পাল্লেম না।

কা। হাঁ—ভাল কথা মনে হ'লো। ঘোষেদের বৌ কি বলে ? যদি আমার মতে না চলে, তা হ'লে তার নাবালক ছেলেকে একেবারে পথে বসাব'।

বা। আমাকে নটবর যেমন্ যেমন্ ব'ল্‌তে ব'লেছিল আমি ভাই ! তাকে ঠিক্ তেম্‌নি জপিয়েছি। ছুঁড়ীও রাজী হ'য়েছে, এরই মধ্যে একদিন আমাদের বাড়ীতে কথা শুন্‌তে আস্‌বে ; এলেই, আমি তোমাকে খবর পাঠাব—তবে এখন সন্ধ্যা হ'লো, আমি চ'ল্লেম্। আসি ভাই নতুন বৌ! যদি ঐ ছেলের সঙ্গে কিরণের বিয়ে দেওয়া মত হয়, তা হ'লে আমাকে দু এক দিনের মধ্যেই খবর দিও ; দেরী ক'ল্লে হবে না, অমন চাঁদপানা ছেলে কি পড়্‌তে পায় ?

কা। নূতন বৌ ! বামাদিদির জন্যে সে দিন যে কাপড় এনে রেখিছি, ওঁকে দাওগে।

বা। চিরজীবী হ'য়ে থাক ! নতুন বৌ পাকা মাথায় সিঁদূর পরুক্ ! তোমাদেরই খাচ্চি, তোমাদেরই প'চ্চি। আশীর্ব্বাদ করি, ক্রোড়পতি হও—

কা। সে ত প্রায় হয়ে এলেম দিদি !

বা। তবে লক্ষপতি হও। যা হোক্ ভাই ! একটী পরের ছেলে নিয়ে মানুষ মুনুষ ক'ল্লে ভাল হ'তো—ভোগ ক'র্ব্বে কে ?

কা। না দিদি ! ঐটী আমাকে ব'লো না। সে ব্যাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার খেয়ে ফুঁপিয়ে বেড়ে উঠ্‌বে, অথচ আমারই মরণ টেঁকে থাক্‌বে ; আর তিন দিনে বিষয়টা ফুঁকে দেবে। কিরণকে পোষ্য-কন্যা করিছি ; বিবাহ দিয়ে জামাই বাড়ীতে রাখ্‌বো ;

তার পর দৌহিত্র হ'য়ে সাবালক হ'তে—সে অনেক দেরী। আমার কথা এই, আমি যত দিন বাঁচ্‌বো, আমার সুখের পথে কেউ না কণ্টক হ'লেই হলো। আমার মতে পোষ্যপুত্র না ক'রে লোকে যেন পোষ্যকন্যা করে; সকল রকমে সুবিধা।

বা। এমন্ ছিষ্টি ছাড়া মত ত কখন শুনিনি। যা ভাল বোঝ ভাই! কর (স্বগত) কার অদৃষ্টে কে খায়, কে ব'ল্‌তে পারে? (প্রকাশ্যে) তবে এখন আসি।

নী। চল ঠাকুরঝি! তোমার কাপড়খানা বার করে দিই গে।

(বামাঠাকুরুণ ও নীরদার প্রস্থান)।

কা। (স্বগত) বামা দিদির বুদ্ধির কাছে নটবর কোথা লাগে? দুটী কাযই কেমন হাঁশিল ক'রেছে! দিদি আমার সর্ব্ব ঘটেই আছেন; ঝগ্‌ড়া বাঁধাতে যেম্‌নি, মিটাতেও তেম্‌নি—ঘর ভাঙ্গ্‌তে যেম্‌নি, জুড়্‌তেও তেম্‌নি! আর তা ছাড়া, যে কাযে লাগাও; আঁতুড়ে ছেলে ধরা থেকে আদ্য শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফর্দ্দ ধরা পর্য্যন্ত! বাঘের মুখে যেতেও ভয় পায় না! তবে স্বার্থটুকু ছাড়া দিদি চলেন না; ঐ ত চাই—তা না হ'লে মনুষ্যত্ব থাক্‌বে কেন? দিদি যদি পুরুষ মানুষ হ'তো, তা হ'লে আমি ওকে দাওয়ান ক'ত্তেম্! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) আজ কাল আবার দেখ্‌ছি ঘট্‌কালী ধ'রেছে। (চিন্তিত ভাবে) কিরণের বিবাহটা না দিলে আর চলে না; বিবাহ দিলেই ত পর হ'য়ে যাবে। তাই মনে করি, যত দিন যায় যাক্—আমার ত আর সন্তান হ'লো না; সর্ব্বস্বই কিরণের। যাই হোক্, চারুকে আর এ বাড়ীতে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়; শীঘ্রই একটা উপায় ক'ত্তে হবে—শত্রুর জড় রাখা কিছু নয়। আমাকে ত দু চার দিনের

মধ্যেই কলিকাতায় যেতে হবে, সেই সময় চারুকেও সঙ্গে নিতে হয়; দেখা যাক্, কিন্তু বিলম্ব করা হবে না।

(নীরদার প্রবেশ)।

নী। আজ এখনও যে ঘরে আছ?

কা। কেন? আমি কি ঘরে থাকি না?

নী। থাক্‌বে না কেন? ঐ যতক্ষণ কায থাকে; আর ততক্ষণই কেবল মাম্‌লা—মকর্দ্দমা—বাটোয়ারা—শালিশী—শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালাপালা হ'য়ে যায়। এই যে ঠাকুরঝি যাই বিয়ের কথা পাড়্‌লে, আর তখনই সে কথায় চাপা দিয়ে ঐ সব কথা আরম্ভ ক'রে দিলে! (বিরক্তির সহিত) আচ্ছা—রাত্তির দিন ভালও ত লাগে?

কা। আরে ক্ষেপি! যাতে টাকা আসে, সে কথা আবার ভাল লাগ্‌বে না?

নী। বলি, টাকা কি সঙ্গে যাবে? যাদের জন্যে টাকা, সকলগুলিকেই ত একে একে যমকে ধ'রে দিইছি; তবে কার্ জন্যে এত কচ্চ?

কা। তোমার জন্যে।

না। আমার জন্যে? আমার ভাবনা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। এই না ঠাকুরঝির সাক্ষাতে ব'ল্লে আমার ওসব কিছুতেই অধিকার নাই; আমার আবার অধিকার কিসের? মেয়ে মানুষের বড় কঠিন প্রাণ, তাই এত সহ্য হয়। (সক্রন্দনে) কিন্তু যার তার সাক্ষাতে তোমার মুখে অপমানের কথা শুন্‌লে, প্রাণ আর একদণ্ডও রাখ্‌তে ইচ্ছা হয় না।

কা। এই আরম্ভ হ'লো বুঝি? যেমন প্যান্ প্যান্ করা দেখতে পারি না, তেম্‌নি আমার ভাগ্যে জুটেছে! ঐ কথায় তোমার

এত অপমান বোধ হ'লো? কি অন্যায় কথা বলিছি? যে বিষয় তুমি বুঝ্‌বে না—তোমার বুঝবার ক্ষমতা নাই—সে বিষয়ের চর্চ্চায় তোমার কোন লাভ নাই, তাই ব'লিছি; এতে কি দোষ হ'য়েছে?

নী। আমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে, তোমার দোষ কি? তুমি মনে ক'চ্চ, অভিমানের ভরে আমি বল্‌ছি; কিন্তু তা নয়। আমি কার উপর অভিমান ক'র্ব্বো? তুমি যদি আমার হ'তে, তবে না তোমার উপর অভিমান? সে ভ্রম অনেক দিন ঘুচে গেছে! যে দিন গোয়ালাদের বসন্তকে নিয়ে বাগানবাড়ীতে মারামারি কাটাকাটী হয়—যে দিন ক্ষীরের দিদিমাকে বড়ঠাকুর এক হাজার টাকা পুঁটী মাছের মত গণে দিয়ে তোমাকে জেল থেকে বাঁচান—যে দিন কিরণের মা আফিম্ খেয়ে প্রাণত্যাগ করে—আহা! সতী লক্ষী স্বর্গে গেছে—আত্মহত্যার কারণ কিছুই প্রকাশ হ'লো না—সেই দিন জেনেছি, তুমি আমারও নও, আর কারুরও নও। তুমি তোমার; তোমার নিজের সুখের জন্যই টাকার দরকার—তা তুমি বেশ জান, বেশ বোঝ; তবে বৃথা ছলনা কেন? তুমি মনে মনে ভাব, আমি কিছুই জাস্তে পারি না; কিন্তু সেটা তোমার ভুল। যতই কেন আমাকে হ্যানস্তা কর না, তবু তুমি স্বামী—পরমগুরু—তোমার সাক্ষাতে যথার্থই বল্‌ছি, বাগানবাড়ীতেই হোক্, আর যেখানেই যা হোক্, তোমার কলঙ্ককীর্ত্তির কথা কে যেন আমার কাণে কাণে ঠিক্ সেই সময় ব'লে দেয় "আজ একটা কাণ্ড হ'চ্চে—বুঝ্‌তে পাচ্চো না? তখনই যেন আমার চট্‌কা ভাঙ্গে, আর আমি যেন সব ঠিক্ দেখি। এক কথাতেই বলিছি, আমার অদৃষ্টের দোষ; তা না হ'লে, যা দেখে লোকে মেয়ের বিয়ে দেয়, রূপ-গুণ-ধন-কুল-শীল—

কা। ইশ্! মুখ দিয়ে খৈ ফুট্‌ছে যে? নেশা ক'রেছ নাকি?

নী। গৃহস্থের বৌ—হিঁদুর ঘরের মেয়ে—নেশা কাকে বলে, কেমন্ ক'রে জান্‌বো বল? তবে নেশা হ'লে যদি লোকে আহ্লাদে আত্মহারা হয়, তা আমি আজ হ'য়িছি। অনেক কাল পরে আজ নির্জ্জনে তোমার দেখা পেয়েছি, আর ভালই হোক্, মন্দই হোক্, আমার কথা যে তুমি এতক্ষণ মন দিয়ে শুন্‌ছো, এতেই আমার আহ্লাদ ধরে না; তাই আজ মনের আবেগে তোমার কাছে সকল কথা ফুটে বেরুচ্চে। তোমাকে মিনতি ক'চ্চি, আর লোকের চক্ষের জল ফেলিও না; তাতে কখন মঙ্গল হবে না—কারুর কখনও হয়নি, তোমারও হবে না—দুষ্কর্ম্ম অনেক ক'রেছ, তার ফলও পেয়েছ; নির্ব্বংশ হ'য়েছ; একটা পরের মেয়ে নিয়ে কেবল সংসারে জড়িয়ে আছি। তা না হ'লে যে জ্বালা সহ্য ক'চ্চি—

কা। দেখ, অনেক বরদাস্ত ক'রিছি; আর না! কিসের জ্বালা? তোমাকে বিবাহ ক'রিছি, খেতে দিচ্চি—প'ত্তে দিচ্চি—ব্রতনিয়ম করাচ্চি। অলঙ্কার—টাকা—দাস—দাসী—কোন বিষয়েরই ত্রুটি করি না—তবু তোমার জ্বালা ঘুচে না? ছেলে মেয়ে ম'রে গেছে, তার আমি কি করবো? সে কি আমার হাত? ঘরে দুদণ্ড বোস্‌বো কি? ব'স্‌লেই ঐ একঘেয়ে কথা, আর হাপুশ্ নয়নে কান্না! ভাল আপদেই প'ড়েছি; থাক তোমার প্যান্-প্যানানি নিয়ে, আমি চল্লেম (গমনোদ্যত)।

নী। আর একটা কথা শুনে যাও। তুমি স্বামী; যতই আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর না কেন, তবু আমার পক্ষে তুমি দেবতা। দেখ, ভাবী অমঙ্গল যেন আমি সদাসর্ব্বক্ষণই দেখ্‌তে পাই; ঠাকুর প্রণাম ক'ত্তে যাই, আর গা ছম্ ছম্ করে—কে যেন মাথার

উপর থেকে বলে "তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত"। (সকাতরে) তোমার পায়ে পড়ি ক্ষান্ত হও, আর লোকের সর্ব্বনাশ ক'রো না। তোমারই মঙ্গলের জন্যে বলি, আমার জন্যে নয়; আমি ত ত্যজ্য হ'য়ে আছি, থাক্‌বোও তাই।

কা। কবে আমি বলিছি যে তুমি ত্যজ্য ? তুমি ত্যজ্যও নও, গ্রাহ্যও নও, তুমি এখন পূজ্য ! খাও—দাও—সংসার নিয়ে থাক—বস্। যে সকল উপকরণে বিধাতা আমাকে গ'ড়েছেন, তার মধ্যে প্রেমের ভাগটা পূর্ণমাত্রার উপরও অনেক বেশী পরিমাণে দিয়েছেন। সে প্রেম তোমার ঐটুকু প্রাণে ধরে না; কাযেই অপরকে বিলাতে হয়। সেই অসীম প্রেম আবার একটু নূতন ধরণের—পোষাকী বল্লেও বলা যায়—আটপৌরা বা স্বামী স্ত্রীর নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী নয়। আর তা ছাড়া, তোমাকেই তোমার বাপ মা আমাকে দান ক'রেছেন; আমাকে ত আর আমার বাপ্ মা তোমাকে দান করেন নাই—সুতরাং দত্ত সামগ্রীর মত তোমাতে আমার যেরূপ অধিকার, আমাতে তোমার সেরূপ অধিকার নাই। তবে কেন বল দেখি রাত্রি দিন মিছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর ? (কুপিতভাবে) যা ক'রে আমি ভাল থাকি, তাই ক'র্ব্বো; দুশবার ক'র্ব্বো—দুহাজার বার ক'র্ব্বো। তোমার লেক্‌চারও শুন্‌বো না—তোমার কান্নাতেও ভুল্‌বো না।

(বেগে প্রস্থান)।

নী। (স্বগত) কি অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিলেম ! একটী দিনও সুখে গেল না ! ভেবেছিলেম, আজ যেমন করে পারি বুঝাব; তা বেশ বুঝালেম, আর আপনিও বেশ বুঝ্‌লেম। (চিন্তিতভাবে) কপাল নিতান্তই ভেঙ্গেছে; এখন জগদম্বা যদি রক্ষা করেন, তবেই হয় ! (করযোড়ে) মা সিংহবাহিনি ! ও'কে সুমতি

দেও মা! দুঃখিনীর পানে মুখ তুলে চাও মা! কিরণ এখনও এলো না কেন? যাই, দেখি—

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। পুষ্করিণীর নিকটস্থ রাজপথ।

(অনুকূল সরকারের প্রবেশ)।

অ। (স্বগত) চৌধুরী বংশটাকে একবারে ছার্‌খার্ ক'রে দিলে! মকর্দ্দমাই এর মূল! আদালতের খরচ যোগাতেই বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল, সমস্ত গেল! হায়! প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে বিচারালয়ের সৃষ্টি, কালের কুটিল চক্রে সেই ধর্ম্মমন্দিরই এক্ষণে গৃহে গৃহে অশান্তি এবং দেশের দারিদ্র্য ও ও সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছে। যে বিচারক ধর্ম্মের আসনে বসে, ধর্ম্মকে সাক্ষ্য করে, জলদগম্ভীরস্বরে কুলটা স্ত্রীর প্রত্যক্ষ ব্যভিচারে উন্মত্তপ্রায় স্বামীর প্রতি স্বৈরিণীর প্রাণবধের জন্য ফাঁসীর হুকুম জারি কচ্চেন, আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে হয় ত সেই বিচারকই সামান্য তন্দ্রাকর্ষণ অপরাধের জন্য তাঁর জরাগ্রস্ত পাখাটানা-কুলীর প্লীহা একটী পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে তাকে শমন-সদনে পাঠিয়েছেন! যে কর্ম্মচারী ঘুশ্ লওয়ার অপরাধে আসামীর প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের হুকুম, হাকিমের পাশে বসে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা লিখ্‌ছেন, সেই কর্ম্মচারী সেই মুহূর্ত্তেই হয় ত ঘুশ্ লবার জন্য অপর ব্যক্তির কাছে বাম হস্ত পাতিয়া আছেন! কি চমৎকার কাণ্ড! এ দেখে শুনেও

লোকের শিক্ষা হয় না এই আশ্চর্য্য ! সকল কথাতেই আদালৎ ! স্ত্রীর পিত্রালয়ে যাওয়া নিয়ে রাত্রে স্বামীর সঙ্গে কথান্তর হ'লো, পরদিন প্রত্যুষে চল্ আদালতে, Judicial separation (আইন-সঙ্গত পার্থক্য) চাই ! গৃহস্থ নিদ্রাগত হ'লে জামাই এসে দরজা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে, হুড়্‌কা ভেঙ্গে বাড়ীর ভিতর এসেছিল, কর্ মকর্দ্দমা রুজু—Criminal tresspass with intent to commit mischief (অপকার করিবার অভিপ্রায়ে অনধিকার প্রবেশ) ! শ্বাশুড়ী বৌকে নোলাদাগী বলেছে ; বৌয়ের বাপ ব'ল্লে—কর নালিশ—অভিযোগ কি না Defamation (অপযশ) ! ভগ্নীপতি সম্বন্ধীকে "শালা" বলে ঠাট্টা করেছে, কর মকর্দ্দমা রুজু কিনা Using abusive language ; দিন দিন কি ভয়ানক ব্যাপারই হ'য়ে উঠ্‌ছে ! দেশটা একেবারে উৎসন্ন গেল ; এখনও যদি লোকে বিবেচনা ক'রে চলে, আদালতে যাওয়া একেবারে বন্দ করে, তা হ'লেও রক্ষা হয়। যখন মাম্‌লা মকর্দ্দমা ছিল না, শঙ্করপুরের চৌধুরীরা সদনুষ্ঠানে কতই অর্থব্যয় ক'রেছিলেন ! যখন অবস্থা খুব হীন, লোকের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই পুষ্করিণী খননের প্রস্তাব হ'লে, বিজয়গোপাল তখনও একক এর সমস্ত ব্যয়ের ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন ; তাই এর নাম "চৌধুরী পুকুর" হ'য়েছে ! আহা ! সেই বিজয়গোপাল আজ পথের ভিখারী ! চারিদিকে লোক পাঠালেম্, কিন্তু—

(চারুচন্দ্রের প্রবেশ) ।

কি চারু ! কোথায় যাচ্চ ?

চা। আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌লেম্ যে আপনি এদিকে এসেছেন, তাই এখানে দেখা ক'ত্তে এলেম।

অ। কেন বাবা! কোন প্রয়োজন আছে কি?

চা। আজ্ঞে না—এমন্ কিছু নয়, কাল কলিকাতায় যাব, তাই মা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে ব'লে দিলেন।

অ। কলিকাতায় এখন যাবে কেন?

চা। বিশেষ কোন দরকার নাই; তবে কলিকাতা অনেক দিন যাই নাই, আর বাড়ীতে থেকে থেকে মনটাও খারাব্ হয়েছে, তাই একবার যাব মনে করিছি।

অ। তা যাও বাবা! খুব সাবধানে থেক'। কলিকাতা বড় প্রলোভনের স্থান, একটু সাবধানে থেকো। প্রত্যহ পার—ভালই—না হয়, একদিন অন্তর পত্র লিখ্‌বে; কে কে সঙ্গে যাচ্চে?

চা। কাকা যাচ্চেন, ঘোষাল মামা যাচ্চেন, আর চাকর দরওয়ান প্রভৃতি যাচ্চে। কাকা ব'লেছেন আমার জন্যে একখানা ভাল বাইসিকেল কিনে দেবেন, সেই জন্যে আরও যাচ্চি। তবে এখন আসি। (প্রস্থান)।

অ। এস বাবা! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন। (স্বগত) যারা রক্ষক হ'য়ে যাচ্চেন, তাঁদের হাতে চারুকে একদিনের জন্যও দিয়ে বিশ্বাস হয় না; যেমন কাকা—তেম্‌নি মামা! (চিন্তিতভাবে) আরও ছমাস কাটলে তবে চারুর ফাঁড়া উত্তীর্ণ হবার সময় যায়। তার এখনও বিলম্ব আছে; আর নানা কারণে এ সময়ে স্থান পরিবর্ত্তন হওয়াও আবশ্যক। ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে—

(ক্ষুদীরামের প্রবেশ)।

কি ক্ষুদীরাম! সম্বাদ কি?

ক্ষু। কোন খবরই ত পেলেম না; ঘুরে ঘুরে হয়রান্ হ'য়ে প'ড়িছি।

(উভয়ের উপবেশন)।

অ। আর বৃথা চেষ্টা! কিছুই ত সন্ধান ক'ত্তে পারা গেল না; আর সন্ধান পেলেও, তাঁকে ফিরাতে পাত্তেম কি না সন্দেহ। বিজয়-গোপাল যেরূপ অভিমানী, তাতে আমার বাড়ীতে এ অবস্থায় বাস ক'ত্তে কখনই সম্মত হ'তেন না।

ক্ষু। অভিমানী হোক্, আর না হোক্, লোকটা বড়ই নির্ব্বোধ! নিরেট্ বোকা! কেবল নিজের বুদ্ধিতে মারা গেল; তা না হ'লে, মুখের কথা যদি প্রথমেই বলে, তামাদি হ'য়েছে—হায়! হায়! তা হ'লে কি আর এই বিপদে পড়ে! আমরা ব'ল্লেম্—উকীলরা ব'ল্লে—হাকিম পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে ব'লে দিলে—কিছুতেই শুন্‌লে না। সেই গোড়া থেকে এক বুলী "ঋণের আবার তামাদি কি?"

অ। ধর্ম্মে কি অচলা ভক্তি! কি অটল বিশ্বাস! এ দুঃখের অব-স্থাতেও বিজয়গোপাল সুখী।

ক্ষু। (মুখভঙ্গীর সহিত) আহা সুখী ব'লে সুখী? সুখ উথ্‌লে উঠ্‌ছে! বংশহীন হ'লো—বাড়ী গেল—বিষয় গেল—অবশেষে দেশত্যাগী হ'লো। অটল বিশ্বাসের ফল একেবারে হাতে হাতে দেখ্‌তে পাওয়া গেল! দেখ, তোমাদের ধর্ম্ম এখন্ তোমরা শিকেয় তুলে রাখ। এ কলিকাল; যে যেমন ব্যবহার করে, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার না ক'ল্লে বিপদে প'ড়্‌তেই হবে—বিস্তর দেখে শুনে ক্ষুদে মাতাল ঐ কথাটী সার ভেবে রেখেছে।

অ। হাঁ যা বল্‌ছো, কতকটা সত্য বটে; তবে কি জান ক্ষুদীরাম! বিজয়গোপালের হৃদয় পৃথক্ উপাদানে নির্ম্মিত—সে হৃদয়ের প্রশস্ততা তোমার আমার বুঝিবার ক্ষমতা নাই। পিতৃঋণের দায়ে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর

মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন ; ঋণের জ্বালা বড় জ্বালা ! বুঝ্‌লে ক্ষুদীরাম ?

ক্ষু। কৈ দাদা ! এই ত মামার কাছে আমার বারমাসই ঋণ আছে— কৈ ? একটী দিনের জন্যও ত আমাকে জ্বালা যন্ত্রণা পোহাতে হয় না। নিচ্চি, দিচ্চি, দিচ্চি, নিচ্চি—কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরে মামার ঋণ আর পরিশোধ হ'লো না !

অ। তোমার আবার মামা কে ?

ক্ষু। আঃ—এই সামান্য কথাটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না ? ঐ চৌরাস্তার ভজহরি শা ! (গম্ভীরভাবে) ওদের মামা ব'ল্লে বড় যত্ন করে, আর খাঁটী জিনিষটুকুও পাওয়া যায়।

অ। আচ্ছা—ভজহরির এমন্ সম্পর্কীয় কতগুলি আছে ?

ক্ষু। তা এই সার্ব্বভৌম খুড়োর পিসী, আর তোমার মত দু একজন বেকুব লোক ছাড়া গ্রামশুদ্ধ প্রায় সকলেই।

অ। দেখ, তোমার সব ভাল ; ঐ অভ্যাসটা ছেড়ে দেও। একটা বিবাহ কর—সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন কর—

ক্ষু। বিবাহ ? আর না দাদা ! প্রথম বিবাহেই যে দাগা পেয়েছি, আর না। ত্রিবেণীতে বিবাহ হ'লো ; ব'ল্‌বো কি ভাই ! মাঘ মাস—দারুণ শীত—রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে—সাড়ে এগারটার সময় যেমন্ কার্য্য শেষ হ'লো, শ্বশুর মহাশয় অম্‌নি গাম্‌ছা নিয়ে গঙ্গাস্নানে চ'ল্লেন। কেউ কেউ ব'ল্লে, মেয়ে বড় হ'য়েছিল তাই পাত্রস্থ ক'রে সাতটা সর্‌ষে দিয়ে স্নান ক'ত্তে গেলেন। আর জনকত কুতর্কী পরশ্রীকাতর লোক সভার মধ্যে বলাবলি ক'ত্তে লাগ্‌লো, যে অমন্ সোণার প্রতিমাকে একটা অকথ্য অস্পৃশ্য পদার্থে ফেলে দিলেন ব'লে ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান ক'রে শুদ্ধ হ'তে চ'ল্লেন। যাই হোক্, কথাটা নিয়ে বড় হুলস্থূল প'ড়ে

গেল—বাড়ীতে প্রায় মড়াকান্না উঠ্‌লো। আমার মনে বড়ই ঘৃণা হ'লো; রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে পরদিন প্রত্যূষেই বাড়ী এলেম—তার পর একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল পরিবারের সঙ্গে সংসার ক'রে অবশেষে একটী পুত্র সন্তান শুদ্ধ যমকে দিলেম। আবার বিবাহ? আর না দাদা! ক্ষমা দেও।

অ। তবে মদটা ছাড়। দেহনাশ—অর্থনাশ—লোকনিন্দা—কেন বল দেখি সহ্য কর'? শুঁড়ীর দোকানই হ'চ্চে অনর্থের মূল; ঐটে তুলে না দিলে আর দেশের মঙ্গল নাই।

ক্ষু। আচ্ছা দাদা! দুদিন র'য়ে ব'সে তুলো। আপাততঃ আমার একটা কথা রাখ; আগে দেশের গৃহস্থের ঝি বৌগুলোর সর্ব্বনাশ করা বন্দ কর দেখি? মুখুয্যেবাড়ীর নবরত্নের সভাটা ভাঙ্গ দেখি? কেলিকুঞ্জের প্রেতকাণ্ড নিবারণ কর দেখি? আমি ত ঘরের পয়সা দিয়ে মদ খেয়ে নাম কিনিছি "ক্ষুদে মাতাল"; ভাল, দেশের অনিষ্ট এতে বেশী হ'চ্চে, কি জমীদার বাবুর অত্যাচারে হ'চ্চে? তার উপায় কিছু করেছ কি?

অ। তার উপায় জগদীশ্বর ক'র্ব্বেন। যথার্থই ব'লেছ, জমিদারবাবুর অত্যাচারে গ্রামে হাহাকার প'ড়েছে—এখন্ আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আগে আগে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য গোপনে হ'ত, এখন্ সে সব প্রকাশ্যভাবে সম্পন্ন হ'চ্চে। প্রজার চীৎকার—খাতকের কাতরোক্তি—গৃহস্থের আর্ত্তনাদ—কিছুতেই কর্ণপাত নাই। পাপস্রোত একটানে—একভাবে চ'লেছে; প্রতিরোধ করে কার সাধ্য? তুমি দেখ' ক্ষুদীরাম! মুখুয্যেদের পবিত্র বংশে যে কুলাঙ্গার জ'ন্মেছে, শীঘ্রই অধঃপতনে যেতে হবে। এ সব উৎপীড়নের ফল ভুগ্‌তে হবেই হবে—ধর্ম্মে কখনই সবে না।

ক্ষু। আরে রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম! এক ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মুকুন্দদেব প্রাণে মারা গেল'—বিজয়গোপাল ভিঠস্থ ঘুঘুস্থ হ'লো—আর এইবার তোমার পালা; তুমি জেলে গেলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়! তারও বেশী দেরী নাই—তুনম্বর শমনজারী হ'য়েছে, আরও কনম্বর হয়! হুঁ! এ পৃথিবীতে নাকি আবার ধর্ম্ম আছে? যদি কোথাও ধর্ম্ম থাকে, তবে সে মামার দোকানে; রকম বেরকম—তর বেতর—রং বেরংএর জিনিষে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ! ফেল'—ছড়াও—খাও—অনাটন হ'তে জানে না; বরুণদেবের কৃপায় আবার তখনই যেমন তেম্‌নি। জাতিভেদ নাই—রুচিভেদ নাই—পাত্রভেদ নাই—চব্বিশ ঘণ্টাই আমোদের ফোয়ারা ছুটেছে! বারমাসই জম্‌জমাট্! আর আমাদের বাবুকে যে লোকে "ধর্ম্মাবতার" বলে, বুঝে দেখ্‌তে গেলে ঐ সব লোকই যথার্থ ধর্ম্মের অবতার,—এই যে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে ধর্ম্মাবতারের আবির্ভাব দেখ্‌ছি; আবার সঙ্গে আছেন ধর্ম্মধ্বজা সার্ব্বভৌম! চাঁদে চূড়ো! একেবারে মণিকাঞ্চনযোগ! একটু রগড়্ করা যাক্।

(বক্রভাবে অবস্থিতি)।

অ। আমি চ'ল্লেম; ওদের মুখদর্শন কল্লেও পাপ হয়।

(প্রস্থান)।

(রামনিধি সার্ব্বভৌমের ও কামদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ)।

রা। (কামদেবের প্রতি জনান্তিকে) তুজনে নিশ্চয় কি একটা মৎলব আঁট্‌ছিল; জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি না কেন? (প্রকাশ্যে) কি হে ক্ষুদীরাম যে? কেমন আছ? এখানে কি মনে ক'রে? তোমার সঙ্গী গেলেন কোথায়?

ক্ষু। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিকৃতস্বরে) চলুক্—চলুক্—থাম্‌লে কেন বাবা? খোঁয়ারির মুখে এসে প'ড়েছ; সোজা রাস্তা প'ড়ে আছে, চ'লে যাও না বাবা! গোলমাল কর কেন?

রা। খোঁয়ারির উপায় করা যাচ্চে; এখন চোখ চেয়ে আমার প্রশ্ন-গুলির উত্তর দাও দেখি?

ক্ষু। এ যে তোমার বেজায় জেদ্ দেখ্‌ছি। এক্ কুড়ী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি এখন্ আমার কাজ? স্কুলের বেহদ্দ ক'ল্লে যে বাবা? এখন্ মাতার ভিতর খাঁ খাঁ ক'চ্চে—হাত পা সব যেন কুকুরে চিবুচ্চে—একটু মাল্:টাল্ আনাও—ঠাণ্ডা হ'য়ে গোড়া থেকে আবার একটী একটী ক'রে আরম্ভ কর, দেখা যাক্।

রা। আচ্ছা এক নম্বর—কি হে ক্ষুদীরাম যে?

ক্ষু। আজ্ঞে হাঁ—এই রকম ত বোধ হয়; ক্ষুদীরাম হালদার ওরফে "ক্ষুদে মাতাল"।

রা। দুই নম্বর—কেমন আছ?

ক্ষু। একটু হাঁপ্ ছাড়্‌তে দেও বাবা! ঝড় ব'য়ে যাচ্চ যে; আস্তে আস্তে চলুক্ না—আবার বল।

রা। বলি শরীরটা কেমন?

ক্ষু। শরীর ভদ্রাসন বিশেষ—ফেলে দেবার নয়, তাই কোন রকমে ঠেকো ঠাকা দিয়ে রাখা গেছে।

রা। এইবার তিন নম্বর—এখানে কি মনে ক'রে?

ক্ষু। পিণ্ডদান ক'ত্তে।

রা। কার্?

ক্ষু। এই ত বাবা! লাইন ছাড়া হ'লে; তবে আর জবাব পাচ্চ' না—ঠিক্ লাইন ধ'রে চল'।

রা। আচ্ছা—চার নম্বর—তোমার সঙ্গী গেলেন কোথায়?

ক্ষু। ক্ষুলোয়।

কা। ক্ষুদীরাম! যা মুখে আস্‌ছে তাই ব'ল্‌ছো যে? একটু সম্পর্ক জ্ঞান নাই? উনি না তোমার খুড়ো হন? চলুন খুড়ো! মাতালের সঙ্গে মিছে কেন ব'ক্‌ছেন্?

ক্ষু। (চক্ষু খুলিয়া) ধর্ম্মাবতার কতক্ষণ? এতক্ষণ জান্‌তে পারিনি—বেআদবি মাফ্ ক'রো বাবা! সম্পর্কজ্ঞান আমার খুব্ টন্‌টনে আছে বাবা! তুমি সাদা চোখে কি বুঝ্‌বে? ওঁতে আমাতে খুড়ো ভগ্নীপতি সম্পর্ক—উনি আমার খুড়ো হন—আমি ওঁর ভগ্নীপতি হই। যা হোক্ ছোট হুজুর! তোমার এখন্ গ্রহ সুপ্রসন্ন! পাথরে পাঁচ কিল্! পাঁচ কিলই বা কেন? পাঁচ সাত্তে উনপঞ্চাশ কিল্! বড় ভাইটাকে নিকেশ্ ক'রে দিলে, ছেলেটা রয়েছে; তা ও শিবরাত্রের শল্‌তে—তোমাদের হাতে কদিন টেঁক্‌বে বাবা? চৌধুরী-বংশ লোপাট্—

রা। দেখ ক্ষুদীরাম! বড় বাড়াবাড়ি ক'চ্চ যে? মুখ শাম্‌লে কথা কও ব'ল্‌ছি; জান, বাবু মনে কল্লে সকলই ক'র্ত্তে পারেন।

ক্ষু। হ্যাঁ! তা জানি ব'লেই ত ক্ষমতার পরিচয়টা ভাল ক'রে দিচ্চি; ওগুলো মধ্যে মধ্যে শাঁৎলে নিলে কীর্ত্তিকলাপ আর লোপ পাবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষুদে মাতালকে আর বেশী ঘাঁটিও না—এখনই কুলের কথা সব ব'লে দেবে।

কা। ক্ষুদীরাম তোমার বড় বাড়্ বেড়েছে। অনুকূল সরকারের হ'য়ে এসেছে—এবার তোমাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিতে হবে।

ক্ষু। তা নিও বাবা! কিন্তু (কামদেবের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া নাকীসুরে) "চির দিন কখন সমান না যায়"।

কা। আঃ—সর্ব্বাঙ্গ থুথুতে ভ'রে গেল—কি আপদ! আসুন ঠাকুরদা মশায়! এ স্থানে থাকতে নাই।

(নেপথ্যে গীত)।

"এক্‌টা হল্‌কা বান্ এলো, দেশের ঘর দুয়ার গেল,
এমন্ সুখের স্থান, বর্দ্ধমান, তাও ভেসে গেল।"

ঐ আবার কে এক্‌টা মাতাল এই দিকে আস্‌ছে—আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন ক'রে না; আসুন খুড়ো মশায়! বামাদিদির বাড়ী কথকতা হ'চ্চে—একটু শুনে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

ক্ষু। (স্বগত) যাও বাবা! ইহকাল পরকাল সেখানে দুকাজই হবে; ঐ এক্‌টা দেখ্‌ছি নূতন আড্ডা জম্‌জমাট্ হ'য়ে উঠেছে? এ আবার কে?

(রূপো জেলের ছোলাভাজা খাইতে খাইতে ও গীত
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)।

"এক্‌টা হল্‌কা বান্ এলো, দেশের ঘর দুয়ার গেল!
এমন সুখের স্থান, বর্দ্ধমান, তাও ভেসে গেল।
আবার আমি লারী, বিরহিণী, ভেসে যাই লয়ন-জলে,—
ভাল দাগা দিলে, সাধের প্রেমে"—

দাদাঠাকুর প্রণাম!

ক্ষু। আরে কেও রূপচাঁদ যে? সঙ্গে মাল্ টাল্ কিছু আছে না কি?

রূ। আছে বৈ কি। (বোতল বাহির করিয়া ক্ষুদীরামের হস্তে প্রদান) কাল রাত্তির তিন পর থেকে জলে নেমে শরীল্‌টে একেবারে কালিয়ে গিয়েছিল। পয়সাকড়ী হাতে ছিল না, ঘরে এসে একটা কথা মনে হলো; দেয়ালের ফাটলে দুটো আংটী লুকোনো ছিল—কারেও বলিনি—সৈরভীর মা পর্য্যন্ত জান্‌তো

না—সেই আংটী দুটো নিয়ে একেবারে ভজার দোকানে গিয়ে বন্ধক দিলেম্। একটু টেনে তবে ধড়ে প্রাণটা এলো ; বাকী মাল্‌টা নিয়ে ভাব্‌ছিলেম একজন সঙ্গী পেলে আমোদ কত্তেম্—তা দাদাঠাকুর ! তোমার সঙ্গে দেখা হলো, ভালই হলো।

ক্ষু। (বোতল হইতে মদ্যপান করিয়া) তা বেশ হয়েছে—এখন প্রসাদ পাও। (রূপচাঁদের মদ্যপান) আংটী কোথায় পেয়েছিলে রূপচাঁদ ?

রূ। সে দাদাঠাকুর অনেক কথা—তোমার কাছে বল্‌তে দোষ কি ? তবে বড় ঘরের কথা—যেন প্রকাশ হয় না।

(উভয়ের নিঃশব্দে কথোপকথন)।

ক্ষু। (সোৎসাহে) আঁ্যা—বল কি। তবে চল—ভজাব্যাটার টাকা ফেলে দিয়ে আর একটু মাল্ নিয়ে দুজনে ব'সে আমোদ করিগে।

রূ। হ্যাঁ দাদাঠাকুর ! তাই চল—

গীত।

"মনের মতন মানুষ যদি পাই।
তার ছাওয়ায় ব'সে প্রাণ জুড়াই।"

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরস্থিত ঠাকুরমহল।

সিংহবাহিনী দেবীর ঘরের সম্মুখস্থ দালান।

(গললগ্নীকৃতবাসা ধ্যাননিমগ্না মন্দাকিনী উপবিষ্টা—

সম্মুখে কাষ্ঠাসনোপরি চর্ম্মপাদুকা)।

ম। (স্বগত) দিন গেল—মাস গেল—বৎসর গেল,—কত দিন এল—কত দিন গেল, আমার দিন কিন্তু একভাবেই চলেছে—কোন পরিবর্ত্তনই নাই, আর পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাও দেখি না! তবে কি তাঁর কথা মিথ্যা হবে? আমাকে ব'লে-ছিলেন—"যদি ঘটনাক্রমে তোমার পূর্ব্বে আমাকে ইহলোক পরি-ত্যাগ ক'রে যেতে হয়, তা হলে আমি যোগবলে তোমাকে নিশ্চয় দেখা দিব"—সে কথা কি স্তোকবাক্য মাত্র? না—তা কখনই সম্ভব নয়। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) যাই হোক্, তাঁর কথার উপর আমার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই আছে! কখনও সে বিশ্বাস টলে নাই, আজ টলিবে কেন? সকলেই বলে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে; কিন্তু আমার তা মনে হয় না। যে আশাতে এতদিন বুক বেঁধে জীবন ধারণ ক'রে আছি, সে আশা কখনই ত্যাগ ক'ত্তে পার্ব্বো না। সেই জন্যে রুলি দুগাছি আর সিঁদূর টুকু ত্যাগ ক'ত্তে পারিনি। আহা! চারুর জন্ম হবার পর থেকে

কেবল যোগই অভ্যাস ক'ত্তেন; বিষয় সম্পদ—বেশভূষা—কিছুতেই তাঁর যত্ন ছিল না। অভাগিনীকে সান্ত্বনা ক'ত্তে এই পাদুকা ছাড়া তাঁর বলতে এখন আর কিছুই নাই! ইষ্ট-দেবতাপূজা শেষ হ'লে রোজ এই পাদুকা পূজা ক'রে থাকি, আর হৃদয়ের জ্বালার অনেকটা শান্তি হয়; কিন্তু আজ তা হ'চ্চে না কেন? মন যে কেন এত উতলা হ'চ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। (চিন্তিতভাবে) যথার্থই কি আমার কপাল ভেঙ্গেছে? সে কথা মনে আন্‌তেও ভয় হয়। তবে চারুর আমার কি কোন অসুখ হ'য়েছে? না—না—তা হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে সম্বাদ দিত। এ সংসারে এখন্ চারুই আমার একমাত্র অব-লম্বন! নয়নের মণি—অন্ধের নড়ি; যাকে এক তিলও চোখের আড়্ করি না, সে এতদিন কাছছাড়া হ'য়ে র'য়েছে, সেই জন্যেই বোধ হয় বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ ক'চ্চে। আমি যে আর স্থির হ'তে পাচ্চি না; মাথা ঘুচ্চে—উঃ!

(ভূমে পতন ও মূর্চ্ছা)।

(কিরণশশীর দুধের পাত্র লইয়া প্রবেশ)।

কি। (স্বগত) জ্যাঠাইমা যে এমন সময় শুয়ে র'য়েছেন? (নিকটে গিয়া) ওমা! একি? এ যে দাঁতকবাটী দেখ্‌ছি! ওমা! আমি কি ক'রি? (ব্যস্তভাবে ঠাকুরঘর হইতে জল আনিয়া মন্দা-কিনীর মুখে সেচন ও মন্দাকিনীর সংজ্ঞালাভ) কেন জ্যাঠাইমা! এমন্ ক'রে প'ড়েছিলে? আমার বড় ভয় হ'য়েছিল—কি অসুখ হ'য়েছে জ্যাঠাইমা?

ম। না বাছা, কোন অসুখ হয়নি; তবে আজ পূজা শেষ হওয়ার পর মনটা এত চঞ্চল হ'লো, যে কিছুতেই আর সুস্থির হ'তে পাল্লেম

না—ভাব্‌তে ভাব্‌তে এইখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলুম—তুমি এসেছ কিছুই জান্তে পারিনি। আচ্ছা, আজ দুদিন চারুর কোন চিঠি এলো না কেন? তাই হয়ত বুকের ভিতর এমন ক'চ্চে; তুমি একবার সরকার ঠাকুরপোকে এখনই ডেকে পাঠাও, আমি—

কি। তিনি এসেছেন; আমি যখন এ ঘরে আসি, তখন তিনি চাকরদের সঙ্গে কথা ক'চ্ছিলেন দেখে এসেছি।

ম। তবে তুই একবার তাঁকে এখনই ডেকে নিয়ে আয় বাছা! আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

কি। আচ্ছা, যাচ্চি। (প্রস্থান)।

ম। (স্বগতঃ) পেটের সন্তান যে কি সামগ্রী, যার হ'য়েছে সেই জানে। কাছেই থাকুক্—আর দূরেই থাকুক্—মন সদাসর্ব্বক্ষণই তার উপর প'ড়ে আছে; তবে নিকটে থাক্‌লে যে ভাবনা মনে একেবারে স্থান পায় না, চোখের আড়াল হ'লে সেই ভাবনাই প্রবল হয়। কাছ ছাড়া হ'লে "কু" ছাড়া "সু" আর মনে হয় না। কেন যে হয় না, সে কথা বুঝ্‌তেও পারি না—বুঝাতেও পারি না। না—সরকার ঠাকুরপো নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন; তাই হয় ত আমাকে সম্বাদ দিতে এসেছেন। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) আমার ত মার প্রাণ আকুল হবেই, কিন্তু কিরণের মুখ দেখ্‌লে, আরও অস্থির হ'তে হয়? আহা! ছেলে মানুষ—লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ ক'ত্তে পারে না বটে, কিন্তু এই কদিনে বাছা একেবারে মলিন হয়ে গিয়েছে। কিরণের আমার চারু অন্ত প্রাণ—চারুরও তাই; বিধাতা যেন দুটীকে পরস্পরের জন্যে গ'ড়েছেন। জগদম্বা কি সে দিন দেবেন? এ হতভাগিনীর অদৃষ্টে সুখের দিন কি আবার হবে? কুহকিনী আশা! আর

কত ছলনা কর্ব্বি ? সজ্ঞানে ত কখনও কারও অনিষ্ট করিনি, তবে—

(কিরণের সহিত অনুকূল সরকারের প্রবেশ ও উপবেশন। কিরণের অবগুণ্ঠনবতী মন্দাকিনীর পার্শ্বে উপবেশন)।

কি। জ্যাঠাইমা জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন কলিকাতা থেকে কোন সম্বাদ এসেছে কি ?

অ। হাঁ—কলিকাতা থেকে এসেছে বটে, কিন্তু চারুর হস্তাক্ষর লিপি পাই নাই ; তবে চারু ভাল আছে খবর পেয়েছি। আপনি কি কোন পত্র পান নাই ?

কি। না—আজ দুদিন চিঠি আসে নাই। জ্যাঠাইমার বড়ই ভাবনা হ'য়েছে ; আপনাকে একটা উপায় ক'ত্তে ব'ল্‌ছেন।

অ। উপায় ক'রে তবে আমি এখানে এসেছি ; যিনি আমাকে পত্র লিখেছেন, তিনি আমার পরমাত্মীয়। সুরেশ বাবু কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—পুলিশের ইনস্পেক্টর—পূর্ব্বে তাঁকে চারুর কলিকাতা যাত্রার কথা লিখেছিলেম, আর চারুর গতিবিধির উপর সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখ্‌তে বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে-ছিলেম। এই কতক্ষণ আমি তাঁকেই টেলিগ্রাফ্‌ ক'রে আসছি, কাল্‌ জবাব নিশ্চয় পাব ; তার পর, যা হয় স্থির ক'র্ব্বো।

কি। জ্যাঠাইমা আর কিছুতেই স্থির হ'তে পাচ্চেন না। কোন বিপদ হ'য়েছে, এই ভাবনাই কেবল মনে হ'চ্চে ; এই আপনার আস্‌বার পূর্ব্বে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন। একে ত শরীরে কিছুই নাই, তার উপর আধ্‌সেরমাত্র দুধ ভরসা—তাও কাল্‌ থেকে বন্ধ—এতে আর কিরূপে প্রাণধারণ হবে ?

অ। না—ভাবনার কারণ বিশেষ কিছুই নাই। বোধ হয়, নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বেড়াতে গিয়েছে ; তাই চিঠি লেখে নাই।

হোক্, আর একটা দিন দেখা যাক্—তার পর, নিজেই কলিকাতায় যাব।

কি। জ্যাঠাইমা অনেক দিন থেকে মনে ক'চ্চেন, চারুদাদার কোষ্ঠীথানি কোন ভাল লোককে দেখিয়ে, গ্রহ ফাঁড়া যদি কিছু থাকে তার শান্তি করান্। যিনি কোষ্ঠী করেছিলেন, তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত; কিন্তু তাঁর এখন দেখা পাবার উপায় নাই—তাই জ্যাঠাইমা ব'ল্ছেন, আপনি কলিকাতায় যাবেন, এই সময়ে যদি কোষ্ঠীথানি নিয়ে যান, তা হ'লে আপনাকে দেন।

অ। আচ্ছা—আমাকে দিন; আমি হাতিবাগান কি ভাটপাড়ার কোন ভাল পণ্ডিতকে দেখাব।

(কিরণশশী ও মন্দাকিনীর প্রস্থান)।

অ। (স্বগত) জননী ও সন্তান কি যে এক আশ্চর্য্য স্নেহসূত্রে বাঁধা, মানবহৃদয় অনুভব ক'ত্তে সমর্থ কিন্তু রসনা ব্যক্ত ক'র্তে অসমর্থ। কলিকাতা হ'তে যে সম্বাদ পেয়েছি, তাতে চারুর প্রতি অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা আছে ব'লে আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে মাত্র; কিন্তু মার প্রাণ ভাল মন্দ কোন সম্বাদ না পেয়েও, বিপদ যেন স্থিরনিশ্চয় জান্তে পেরেছে। যত কেন বুঝাও না, কিছুতেই বুঝ্বে না—কিছুতেই প্রবোধ মান্বে না; এ গূঢ় রহস্য ভেদ করে কার সাধ্য? চারুর ফাঁড়ার কথা মুকুন্দ আর আমি ব্যতীত আর কেহই জানে না; কিন্তু তার কোনরূপ আশুবিপদের আশঙ্কা আছে, মার প্রাণ ঠিক্ জেনেছে—তাই কোষ্ঠী দেখাবার ব্যাকুলতা! যাই হোক্, উনি সে কথা শুনেন নাই, এই মঙ্গল! আর মুকুন্দ যে প্রাণে মারা যান নাই, এও একটা বিশেষ মঙ্গল। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) রূপো জেলের নিকট হ'তে যে আংটী সে দিন এনিছি, মনে ক'রেছিলেম আজ চারুর মাকে

দেখাব—জ্বালার অনেক শান্তি হবে; কিন্তু এখনও এ সম্বাদ দেবার সময় হয় নাই। আরও কিছুদিন যাক্; মুকুন্দ সেদিন রক্ষা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আজও জীবিত আছেন এটী নিঃসন্দেহ জানা আবশ্যক। কিরূপে জানি? কি উপায় অবলম্বন করি? দেখি—ক্ষুদীরামের সঙ্গে আজ একটা পরামর্শ স্থির ক'ত্তে হবে; লোক্‌টার অন্তঃকরণ বড়ই উচ্চদরের, আর মুকুন্দকে আন্তরিক ভক্তিও করে—অবশ্যই এক্‌টা উপায় হবে। (গদগদভাবে) যখনই চারুর মার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে আসি, তখনই তাঁর এই পাদুকা-পূজা দেখে শরীর রোমাঞ্চিত হয়! আহা! এই পাপভরা জগতে সাধ্বী স্ত্রীর এরূপ অলৌকিক পতিভক্তি দেখ্‌লে কোন্ পাষাণ হৃদয় না গ'লে যায়? আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, জগদীশ্বরের কৃপায় সমস্ত বিপদ কেটে যাবে; তবে কুচক্রী কজনই একত্র হ'য়েছে! শুন্‌ছি, নটবরকেও তলব হ'য়েছে; দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।

(কিরণের প্রবেশ)।

কি। (অনুকূলের হস্তে কোষ্ঠী প্রদান) এই নিন্; জ্যাঠাইমা ব'লে দিলেন, আপনি বিলম্ব ক'র্ব্বেন না। আপনার পত্রের জন্যে তিনি পথপানে চেয়ে থাক্‌বেন; আর কোষ্ঠীখানি খুব সাবধানে রাখ্‌বেন।

অ। হাঁ—সে কথা আর ব'লে দিতে হবে না। তবে এখন্ আমি চল্লেম। (প্রস্থান)।

কি। হ্যাঁ—আসুন। আমিও যাই; দেখি, যদি আজ জ্যাঠাইমাকে ঔষধটুকু খাওয়াতে পারি। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—নৈমিষারণ্যের সমীপস্থ পথ।

(বিজয়গোপাল চৌধুরী ও অপর্ণার প্রবেশ ও উপবেশন)।

বি। দেখ অপর্ণা! পথশ্রান্তিতে তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছ—এইখানে একটু বিশ্রাম কর' (বিজয়গোপালের অঙ্কে অপর্ণার মস্তক রাখিয়া শয়ন ও নিদ্রাবেশ)। (স্বগত) লোকালয় ত্যাগ ক'রে বিজন বনে এসে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'লেম; এ অবস্থায় পরিচিত ব্যক্তির দর্শনে কেবল অধিকতর মর্ম্মাহত হ'তে হয়, কিন্তু গ্রহবিড়ম্বনায় সেইটাই আগে ঘটে! যে যে তীর্থ পর্য্যটন ক'ল্লেম, সর্ব্বত্রই ঐ! আত্মীয়ের সাদরসম্ভাষণে—স্বজনের করুণ স্নেহভাষে—বন্ধুবর্গের নিঃস্বার্থ যত্নে, আমার দগ্ধপ্রাণকে একেবারে বিহ্বল ক'রেছিল! সর্ব্বদাই মনে ক'ত্তেম কোথায় যাই, কোথায় গেলে জুড়াবার স্থল পাই, আদর যত্নের হাত এড়াই। ভাগ্যক্রমে যোগানন্দস্বামীর সঙ্গে কাশীধামে সাক্ষাৎ হ'লো, তাই এই পবিত্রস্থানের সন্ধান পেলেম। মুকুন্দদেবের ন্যায় আমি তাঁর দীক্ষিত শিষ্য নহি বটে, কিন্তু চিরকাল আমাকে সমান স্নেহের চ'ক্ষে দেখেন। প্রথমে আমাদের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে আস্‌তে স্বীকার ক'রেছিলেন; কিন্তু আমার মুখে মুকুন্দের কথা শুনে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে ব'ল্লেন—"না—এখন আমার তোমাদের সঙ্গে যাওয়া ঘট্‌বে না—সময় হ'লে আবার সাক্ষাৎ হবে; আপাততঃ তোমরা সেইখানে গিয়ে অবস্থিতি কর"। হুঁ! সংসারত্যাগী যোগীদের চরিত্র অতি বিচিত্র! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) অপর্ণা ত নিদ্রায় অভিভূত দেখ্‌ছি, আমিও

পিপাসায় অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়িছি; এখন্ কি করি? অপর্ণাকে একাকী রেখে ত যেতে পারি না। আহা! পূর্ব্বের সে মনোহর কান্তির ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে! পাছে আমার মনে কষ্ট হয় ভেবে, এই বিপন্ন অবস্থাতেও যেন কতই সুখে আছেন; কিন্তু বাহ্যিক দৃশ্যে বিপরীত অনুমিত হ'চ্চে—সোণার কমল দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে—চোখের কোলে যেন মসি ঢেলে দিয়েছে—অস্থিচর্ম্ম সার হ'য়েছে। ভগবানের কৃপায় যদি—

(সাধুচরণ ও ক্ষুদীরাম হালদারের প্রবেশ)।

সা। কাছে কোথাও জল পাওয়া গেল না। রাস্তায় একজন কাঠুরিয়ার মুখে শুন্‌লেম একটু দূরে একটা পাহাড়ে ঝরনা আছে; তাই সেখান হ'তে জল আন্‌তে বিলম্ব হ'লো। সেই খানে এঁর সঙ্গে দেখা হ'লো; আমি ওঁকে চিন্তি পারিনি, কিন্তু উনি আমাকে চিনেছিলেন। পরিচয় পেলেম—গঙ্গাধরপুরে নিবাস; ইনি বড় ভাল লোক। এঁর কাছে আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন্‌লেম; মুকুয্যেদের বড় বাবু প্রাণে মারা যান নাই—তাঁরই সন্ধান ক'ত্তে উনি এসেছেন। এখন আপনারা এইখানে জিরুন; আমি কাছে কোথাও আশ্রয় পাই কি না দেখে আসি।

(প্রস্থান)।

বি। (জলপান করিয়া সোৎসাহে) অ্যাঁ—মুকুন্দদেব বেঁচে আছেন?

ক্ষু। আজও বেঁচে আছেন কি না জানি না; তবে সে রাত্রে নদীতে যে তাঁর প্রাণত্যাগ হয় নাই, এটা নিশ্চয়।

বি। কিরূপে জান্‌লেন মহাশয়? কি প্রকারে জলমগ্ন হ'য়েছিলেন? তিনি ত সাঁতার জান্তেন না, তবে কিরূপে রক্ষা পেলেন? আমার প্রাণ অত্যন্ত অস্থির হ'য়েছে। মুকুন্দ আমার সহোদরের

অপেক্ষাও অধিক ভক্তির পাত্র; অনুগ্রহ ক'রে আমার ঔৎসুক্য মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন।

ক্ষু। কি প্রকারে জলমগ্ন হ'য়েছিলেন, সে কথা ঠিক্ প্রকাশ নাই। যা হোক্, ভাগ্যক্রমে সেই সময় একজন জেলে নদীতে মাছ ধ'চ্ছিল—জলমগ্ন হ'য়েই তার জাল ওঁর পায়ে ঠেকেছিল; তৎক্ষণাৎ সেই জাল ধ'রে ফেলেন, জেলেও জাল তুলিতেছিল, জালের সঙ্গে ওঁকেও নৌকার উপর টানিয়া তুলিল।

বি। কি অদ্ভুত কাণ্ড! ভগবানের কৃপায় সকলই সম্ভব! তার পর?

ক্ষু। আমাবস্যার রাত্রি—ঘোর অন্ধকার—সেই অন্ধকারে জেলে তাঁকে নিজের কুটীরে এনে, সেবা শুশ্রূষায় দ্বারা তাঁর জীবন রক্ষা করে। কিন্তু এ সকল ঘটনা জেলে ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই; তার পর কোন্ সময় তিনি চলিয়া আসেন, জেলে জানে না। তবে যতক্ষণ ছিলেন, সে বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় ব'লে-ছিলেন, যে বোধ হয় নদীর পাহাড় অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি জলমগ্ন হ'য়েছিলেন।

বি। প্রকৃত ঘটনাই কি এই?

ক্ষু। অসম্ভব! নদীর পাহাড় ভাঙ্গিলে অবশ্যই কোন চিহ্ন থাকতো, কিন্তু কিছুই দেখা যায় নাই। আমার স্থির বিশ্বাস, কোন দুষ্ট লোক তাঁকে জলে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এ কার্য্য কুচক্রী কামদেবের ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে! জেলেকে বুঝাইবার জন্য পাহাড় ভাঙ্গার কথা ব'লেছিলেন মাত্র; নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন—মুকুন্দদেবের ন্যায় উন্নতচেতা ব্যক্তির তাই ভাবা সম্ভব!—নিজ সহোদরের কলঙ্কঘোষণায় কোন ফল নাই।

বি। তার পর?

ক্ষু। তার পর, জানেনই ত, সংসারাশ্রমে তাঁর কোন কালেই আস্থা ছিল না ; আবার তার উপর এই ঘটনাতে বোধ হয় মর্ম্মান্তিক বেদনা পেলেন—তাই একেবারে দেশত্যাগী হ'লেন। কামদেবের নিশ্চয় ধারণা ছিল যে মুকুন্দদেবের প্রাণবিয়োগ হ'য়েছিল ; তাই সুযোগ পেয়ে সে প্রচার ক'রে দিলে যে বড়বাবু মৃগী রোগাক্রান্ত হ'য়ে নদীর জলে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

বি। আপনি এ সকল ব্যাপার কিরূপে জান্‌লেন ?

ক্ষু। যাবার পূর্ব্বে, প্রাণদাতা জেলেকে পারিতোষিক স্বরূপ নিজের হস্তের দুটী সোণার আংটী দিয়েছিলেন ; আর তাঁর জীবনরক্ষার কথা যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়, এ বিষয় বিশেষ অনুরোধ ক'রেছিলেন। জেলেও এত কাল প্রতিজ্ঞাপালন ক'রেছিল ; হঠাৎ এক দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, আর তার কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, কৌশলে তার নিকট হ'তে ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা বাহির ক'রে নিই।

বি। আংটী কি আপনি দেখেছেন ?

ক্ষু। হাঁ—এই যে। (বিজয়গোপালের হস্তে আংটী প্রদান)।

বি। (অঙ্গুরীয় দেখিয়া) হাঁ—এ আংটী মুকুন্দদেবেরই বটে (ক্ষুদীরামের হস্তে আংটী প্রত্যর্পণ)। তার পর কি ক'ল্লেন ?

ক্ষু। অনুকূল ভায়ার সঙ্গে পরামর্শ ক'ল্লেম—

বি। (আগ্রহের সহিত) কে ? অনুকূল সরকার না কি ? তিনি কেমন আছেন ?

ক্ষু। ভাল আছেন—আপনাদের জন্য তিনি অত্যন্ত কাতর ; কত অনুসন্ধান ক'রেছেন ব'ল্‌তে পারি না।

বি। আহা ! অনুকূলের মত অকৃত্রিম বন্ধু অতি বিরল ! তাঁর ঋণ আমি কখনই পরিশোধ ক'ত্তে পার্ব্বো না। আচ্ছা মহাশয় !

মুকুন্দদেবের বিষয় সম্পত্তির কি ঘট্‌লো, আর অনুকূলের সঙ্গে পরামর্শই বা কি স্থির ক'ল্লেন ?

ক্ষু। বিষয় সম্পত্তি আপাততঃ কামদেবই গ্রাস ক'রে রেখেছে; মুকুন্দদেবের মৃগীরোগ ছিল, সেই জন্য ইতিপূর্ব্বে উইল ক'রে-ছিলেন ব'লে র'টিয়ে দিয়েছে।

বি। মৃগী রোগের কথা ত কখন শুনি নাই; কিরূপ উইল হ'য়েছে ?

ক্ষু। উইল ত আমরা কেহ চ'ক্ষে দেখি নাই; তবে প্রকাশ এই, যে চারুর সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত তার গর্ভধারিণীর পঁচিশ টাকা মাসহারা বরাদ্দ আছে—বাকী সমস্ত কামদেবের। উইলখানি যে জাল, তাতে আর সন্দেহ নাই—কামদেবের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। যাই হোক্, মুকুন্দদেবের স্ত্রী সাক্ষাৎ সাবিত্রী! তিনি উইলের খবরও রাখেন না, আর মাসহারাও গ্রহণ করেন না; জপ তপ নিয়েই আছেন, কেবল দিনান্তে একটু কাঁচা দুধ পান ক'রে জীবন ধারণ ক'রে আছেন মাত্র। এখন্ ঈশ্বর-কৃপায় চারু প্রাণে বেঁচে থাকে, তবে সকল দিক্ রক্ষা হয়।

বি। কেন ? চারুর কি কোন বিপদ হ'য়েছে ?

ক্ষু। ঠিক্ কিছুই জানা যায় নাই; তবে আংটী পাওয়ার পরেই পরামর্শ স্থির হ'য়েছিল, যে অনুকূল ভায়া মুকুন্দদেবের সন্ধান ক'ত্তে আস্‌বেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে চারুকে কামদেব কলিকাতায় ল'য়ে গিয়েছিল, তার কোন সম্বাদ তিন চারি দিন না পাওয়ায়, আমরা সকলেই—বিশেষ চারুর মা—নিতান্ত উদ্বিগ্ন হন। তাই অনুকূল চারুর জন্য কলিকাতায় গেলেন—আমিও সেই অবসরে কাকেও কিছু না ব'লে মুকুন্দদেবের সন্ধানে চ'লে এসিছি; এখন ভগবানের মনে যা আছে, তাই হবে।

বি। আপনার এ সাধু উদ্দেশ্য নিশ্চয় সফল হবে; কিন্তু যা ব'লেছেন, কামদেবের ন্যায় নরপিশাচের অসাধ্য কিছুই নাই।

ক্ষু। এই বার চার পোয়া হ'য়েছে; আর বিলম্ব নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় চরিতার্থ হ'লেম; এরূপ সাধুসঙ্গ ঘট্‌বে কখন আশা করি নাই।

বি। আমারও সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, তাই আপনার সাক্ষাৎ পেলেম। বিশেষ, আপনার মুখে মুকুন্দদেবের ও অনুকূলের সম্বাদ পেয়ে আমার মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হ'লো। হায়! অতীতস্মৃতি দগ্ধ প্রাণকে যেন বিহ্বল ক'রে তুলেছে! পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত হ'য়েছেন; কিন্তু দেখ্‌তেই তো পাচ্ছেন আমার আশ্রয় স্থান নাই আপনাকে আর কি ব'ল্‌বো।

ক্ষু। আজ্ঞে না—আমি আর বিলম্ব ক'র্ব্বো না; অনুমতি হয় ত বিদায় হই।

বি। এখন কোথায় যাবেন?

ক্ষু। কোথায় যাব তার কিছুই স্থিরতা নাই। যে যে তীর্থস্থান আছে, সকল স্থানই দেখ্‌ব—কোথাও না কোথাও দেখা পেতে পারি; তবে এখন্ আসি।

বি। আসুন; জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক'রি, আপনি কৃতকার্য্য হ'য়ে নিরাপদে দেশে ফিরে যান। আমার একটী অনুরোধ—যদি ভগবানের কৃপায় মুকুন্দদেবের সাক্ষাৎ পান, আমার এ অবস্থার কথা তাঁকে কিছু ব'ল্‌বেন্ না; তিনি শুন্‌লে নিরতিশয় কষ্ট পাবেন।

ক্ষু। যে আজ্ঞা; আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা কিছুই প্রকাশ ক'র্ব্বো না।

(প্রস্থান)।

(নেপথ্যে গীত ও অপর্ণার নিদ্রাভঙ্গ)।

ভাব ভবভাবনে।

অ। কে এ মধুর গান ক'চ্চে? প্রাণ পুলকিত হ'লো! দেখ—আজ যেমন সুখে নিদ্রা হ'য়েছে, শঙ্করপুর ছেড়ে আসা অবধি একটী দিনও এমন্ নিদ্রা হয় নাই। অনেক দিন পরে তোমার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শয়ন ক'রেছিলেম ব'লেই হোক্, বা সংসারাশ্রমের জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়িয়ে নির্জ্জন বনস্থলীর শীতল ছায়া ও মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোল উপভোগ ক'রেই হোক্ আজ যেন আমি নূতন বল্ পেয়েছি। গানের শব্দ ক্রমে নিকট হ'চ্চে না? এই যে, ক্রমে এই দিকেই আস্‌ছে।

বি। হাঁ—একজন যোগী পুরুষের মত দেখ্‌ছি।

(গীত গাহিতে গাহিতে কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)।

গীত।

ভাব ভবভাবনে।
আশুতোষে, শূলী শম্ভুরে, মহেশ্বরে,
শঙ্করে, পতিতপাবনে।
বোব্ ব্যোম্ বোব্ ব্যোম্ ব'লে,
লুটাও মন সে পদতলে,
পাগল হর যাবে গ'লে, ভক্তিভজনে।
পঞ্চানন ভোলা, করে পঞ্চভূতের খেলা,
কে বুঝিবে সেই লীলা, লীলাময় ভুবনে?

(দূর হইতে বিজয়গোপালকে দেখিয়া স্বগত)

আমাকে নিশ্চয় চিন্তে পারেন নাই, কিন্তু আমি ঠিক্ চিনিছি। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন ত আছেই, তবে

এই ত ঠিক্ সময় ; না—তা হ'লে গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। যা হোক্, এঁদের নৈমিষারণ্যে পাঠান যে গুরুদেবেরই একটী খেলা, তাতে আর সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) ভগবান্ ভবানীপতি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন!

(বিজয়গোপাল ও অপর্ণার প্রণাম)।

শুন্‌লেম, তোমাদের অত্যন্ত পথক্লান্তি হ'য়েছে ; আমার আশ্রমের নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র-কুটীর আছে। আমার গুরুদেব যোগানন্দ-স্বামীর আমার প্রতি এইরূপ আদেশ আছে, যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ কুটীর অতিথিসৎকারের জন্য ব্যবহৃত হবে ; যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এস।

বি। আপনার আতিথ্যে পরম অনুগৃহীত হ'লেম ; যোগানন্দস্বামী কি আপনার গুরুদেব ?

কৃ। হাঁ—আমি তাঁর একজন নিতান্ত অধম শিষ্য ; তোমার কি তাঁর সহিত পরিচয় আছে ?

বি। আজ্ঞে হাঁ—অনেক দিন অবধি। দৈবযোগে এবারে তাঁর সঙ্গে কাশীধামে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনিই এই পবিত্র স্থানের কথা বলেন, কিন্তু আপনার নামোল্লেখ করেন নাই। যা হোক্, আজ এ অভাগার প্রতি দেবতারা নিতান্ত সুপ্রসন্ন ; তাই এরূপ মহদাশ্রয় লাভ ক'ল্লেম।

কৃ। তবে এস বৎস ! এতক্ষণ তোমাদের সাধুচরণ সমস্ত প্রস্তুত ক'রে থাক্‌বে ; আর বিলম্ব ক'রো না। (অপর্ণার দিকে ফিরিয়া) এস মা ! তুমিও এস—আমরা তোমাদের পেটের সন্তান ; আর তপস্বীর কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ ক'ত্তে কোন বাধা নাই।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(আলিপুর—পোড়োবাড়ী)।

চা। (পদচারণ করিতে করিতে স্বগত) কি অসুখ হয়েছে আমার, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! শুন্‌ছি ডাক্তারে বলেছে ফর্‌দা যায়গায় থাক্‌তে; তাই কাকা আমার জন্তে সুবার্‌বে এই বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। এতো ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড বাড়ী, ঘরের সংখ্যা নেই; তবে তিনিও এসে থাক্‌ছেন না কেন? (চিন্তা) সত্যই কি আমার মাথা খারাপ হয়েছে? কি জানি—বিচিত্র নয়; পিতার রহস্যপূর্ণ অপঘাত মৃত্যু!—মার অনবরত রোদন—অন্নত্যাগে দিন দিন তনু ক্ষীণ—আর নিজের এই যৌবনকালে উদ্দেশ্যহীন কর্ম্মহীন জীবন! এতে মাথা খারাপ না হওয়াই আশ্চর্য্য! সংসারে এমন কেউ নেই যার কাছে ব'সে দুদণ্ড জুড়ুই! যার সান্ত্বনা-আশ্বাসে প্রাণ শীতল হয়! কাকাবাবু খুব ভালবাসা দেখান্, কিন্তু সে যেন দেখান দেখান বোধ হয়; সে স্নেহভাষ আমার প্রাণে প্রবেশ করে না! অনুকূল কাকার নিঃস্বার্থ যত্নের তুলনা নেই, তিনি রক্ষক আছেন মনে হ'লে ভয় ভাবনা অনেক অপনীত হয়; কিন্তু আমার প্রাণ যা চায় তা ত তাঁর কাছে পায় না। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! কেউ নেই—কেউ নেই! আছে—এক জন ত আছে; এই দগ্ধ মরুতে সুত্রাকার একটীমাত্র প্রস্রবণ! কিরণকে পড়া ব'লে দিলে, তার সঙ্গে ব'সে দুটো কথা কইলে, তার সেই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর কালো চক্ষু দুটীর পানে চাইলে, আমি ত সকল অভাব ভুলে যাই, সেই ক্ষুদ্র কোমল প্রাণে আমার প্রাণ যেন আপনার চেয়েও আপনার জন পায়;

কে যেন ব'লে দেয় ঐ শ্যামা লতাটী তোর! এ পৃথিবীতে ঐ তোর ব্যথার ব্যথী! তোর হৃদয় কি চায় ঐ জানে। শীতল ঘন পল্লবে বেষ্টন ক'রে ঐ তোর তাপ নিবারণ কর্‌তে পারে। আহা! তা কি হয় না? সে আদরিণীকে কি বক্ষে রাখ্‌তে পারিনে? ছিঃ ছিঃ মূর্খ আমি; পাষণ্ড! এ কি চিন্তা? কিরণ যে আমায় দাদা বলে; আমার ভগ্নী! কাকাবাবুর কন্যা! না—পালিতা কন্যা, ভৈরব ঘোষালের মেয়ে। তা'হলেও কি ভগ্নী? কিরণ ভগ্নী! কিরণ! কিরণ! আহা কিরণ!

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

ভৃ। দাদা বাবু! বাবুরা তেতালায় ব'সেছেন, আপনাকে ডাক্‌ছেন।

চা। যা যা, আমি এখন যাব না।

ভৃ। এখন না ত কখন্ যাবেন্?

চা। আমি যাব না।

ভৃ। আজ্ঞে, তারা দশ বারো জন আপনার অপেক্ষায় একৃণা বসে আছেন।

চা। থাকুন্‌গে তুই যা।

ভৃ। আজ্ঞা তারা ডাম্বুরোয় সুর বেঁধেছেন, ছসাতটা তার ছিঁড়েছেন।

চা। বিরক্ত করছিস্ কেন?

ভৃ। আজ্ঞা, সেরটাক্ ময়দা মেখেছেন।

চা। বেশ্ করেছেন; লুচী ভেজে খেতে বল্‌গে।

ভৃ। আজ্ঞা দাদা বাবু লুচী কি? পেশোয়াজে সেই লেচির ঘুঁটে দিয়ে ধামগুড়োগুড় দেরপদি বাজাবেন, আপনি শিগ্‌গীর আসুন; আজ গাওনা ভারি জম্‌বে; ঐ ডাম্বুরোর তারেতে আর পেশো-য়াজের চাম্‌ড়ায় আড়াআড়ি হয়েছে, মিশ্ খাচ্ছে না; সেই জন্যে

গকুল বাবুতে নকুড় বাবুতে বাপান্ত সুরু হয়েছে দেখে এয়েছি, আপনি গিয়েই দাঙ্গা দেখতে পাবেন। ভারি গাওনা জম্‌বে; আপনি শিগ্‌গীর চলুন, ওস্তাদজী খেয়ালের ছিপ্ ফেল্‌বেন, আমাকে আবার মাল্‌সা কিন্‌তে যেতে হবে।

চা। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে? রোস্—কাকাবাবুকে বলে পাঠাচ্ছি।

ভূ। কাকে ব'লে পাঠাবেন? বাবুকে, তা হলেই—

চা। কেন বাপু মাথা খারাপ্ ক'র্‌ছো, যাওনা।

ভূ। আজ্ঞা আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ব'লেই ত বাবু গান শোন্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে দেছেন।

চা। ফের দাঁড়িয়ে থাক্‌বি তো জুতিয়ে লম্বা ক'রে দোবো।

ভূ। ওরে বাবারে! দাদা বাবু পাগল হয়েছে, কাম্‌ড়াতে আস্‌ছে; কাম্‌ড়াবে কাম্‌ড়াবে, পাগল হয়েছে!

(প্রস্থান)।

চা। হইনি-হইনি-হারামজাদা ব্যাটারা! হইনি; কিন্তু তোদের ব্যাভারে দেখ্‌ছি দুচার দিনে সত্যিই বা পাগল হয়ে উঠি! এই ভূতুড়ে পোড়ো বাড়ী—বওয়াটে বদ্‌মায়েসের দল—বেয়াদব্ চাকর্‌বাকর্; কেন এ সব? কারুর কি কিছু মতলব আছে? আমার মাথা খারাপ্ হয়েছে, এ একটা রবই বা উঠেছে কেন? কারে জিজ্ঞাসা করি?

(সার্ব্বভৌমের প্রবেশ)।

সা। কি চারু বাবু! কি হয়েছে? ভূতোকে কি বলেছ? সে যে দাদাবাবু পাগল হয়েছে ব'লে বাড়ী মাথায় করেছে।

চা। দেখুন্ দেখি ঠাকুরদা, একটু নিরেলায় একটু আপনার দুঃখ ভাব্‌ছি, না ব্যাটা এসে মুখের উপর বেয়াদবি ক'র্‌ছিল।

সা। ছোট লোক্, ওদের উপর কি রাগ কর্‌তে আছে? তুমি বসো-বোসো; আমি একটু বরফ্ এনে দিচ্ছি, মাথায় দাও।

চা। কেন? বরফ্ মাথায় দেব কেন? আমার কি বিকার হয়েছে?

সা। না, না, বালাই! নীরোগা হয়ে বেঁচে থাক, তবে কলিকাতার গরমী, তোমাদের উচক্কা বয়েস্, মাথাটা একটু উত্তপ্ত হয় বৈ কি; ডাক্তার বলেছে, বাবুরও হুকুম।

চা। ঠাকুরদা! আপনিও কি ঠাউরেছেন, আমার মাথা খারাপ হয়েছে।

সা। নারায়ণ! নারায়ণ! তোমার মাথা খারাপ্? অমন্ কুচ্‌কুচে কোঁকড়া কালো চুল—এ ফোঁড় ও ফোঁড় চিরেছ—দেখ্‌লে কত শালী নাৎবৌ হবার জন্যে পাগল হয়—তা চলনা, একটু গান্ টান্ শুন্‌বে।

চা। ঠাকুরদা! আপনিও আমাকে ঐ ভূত প্রেতদের সঙ্গে বস্‌তে বলেন্? যত সব কল্‌কেতার জঞ্জাল।

সা। তা বটে—তা বটে; তবে গান বাজ্‌না শুন্‌লে মন ভাল থাকে। লোকে বলে।

চা। কে কি বলে সে কথায় আমার দর্‌কার্ নেই,—আমি নেহাৎ কচি খোকা নই। আপনার শরীর আপনি বুঝি; আমার ছেলে বেলা থেকে ঘোঁড়ায় চড়া এক্‌সারসাইজ করা অভ্যাস, আপনি কি জানেন না?

সা। জানিনি আর? হরচন্দ্রবারে জীবন নাস্তিক ক'রে কতবার পায়রা নোট্ করেছ, স্বচক্ষে দেখেছি—তার উপর সেই লোহার দম্বল্ গুলো নিয়ে চিৎ হ'য়ে পড়ে ঝাঁক্‌রান! কাঁচা বয়সে অত দম্বল সইবে কেন বাপের্ ঠাকুর্ আমার? তাইতে তো উদ্ধশ্লেষ্মা হয়ে মাথা খারাপ্—

চা। আবার ঐ কথা? আমি এই ঘরের ভেতর ব'সে ব'সে থাক্‌তে পারিনি। আজ নিদেন খানিক্‌টা বেড়াব।

সা। বেড়াবে বই কি দাদা! বেড়াবে বই কি; এই পেছোনে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মত বাগান রয়েছে, দৌড়োও, বেড়াও, লাফাও, কুঁদোও, তিন দিকে পাঁচিলআঁটা ডিঙ্গিয়ে পগারে পড়বার যো নেই। আর হাওয়াও ভালো, আগা গোড়া বিলেতী আশ্শাওড়ার গাছ! দুর্গন্ধের ভয়ে ফুলের নামটীও নেই, পূজো কর্‌বার্ জন্যেও দুটো পাইনে।

চা। বাগানে নয়, আমি বেরুব, রাস্তায় বেড়াব, হয়ত কাকাবাবুর বাসা পর্য্যন্ত যাব। হ্যাঁ কাকা বাবু আমার বাইশেকল্ পাঠিয়ে দেছেন?

সা। কি পাঠিয়ে দেছেন বল্‌লে?

চা। বাইশেকল্—বাইশেকল্।

সা। না, সে কথা দেশে হয়েছিল; এখানে এসে শুন্‌ছি শেকল্ খসে গেছে, খালি বাই পাঠাবেন পাঠাবেন কর্‌ছেন।

চা। যান্, এখন তামাসা ভাল লাগে না।

সা। (স্বগত) তা বটেইতো, যখন সত্যি সত্যি বাই জন্মাবার আয়োজন হয়েছে তখন তামাসা ভাল লাগ্‌বে কেন?

চা। বসুন্ ঠাকুরদাদা! আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

সা। বল্‌ছিলুম কি রবির শেষটা বারবেলা।

চা। বার্‌বেলা তো বৃহস্পতির শেষে, রবির শেষে আবার কি?

সা। তা জান না ভায়া! পল্লীগ্রামে বৃহস্পতির শেষটা খারাপ্। কল্‌কেতা সহরে শনিবারের বিকেল থেকে রবিবারের রাত্তির পর্য্যন্ত বরাবর বারবেলা—এরই মধ্যে পথে বেরুলেই হোঁচোট্ খেতে হয়; তার উপর পেত্নী শাঁকচুন্নীর নজর আছে, সোঁদা ছেলে—তাই মানা কর্‌ছিলেম্।

চা। এসে আপনার তামাসা শুন্‌বো—এখন চল্লেম। (গমনোদ্যত)।

সা। (কৃত্রিম হাঁচিয়া) হ্যাঁচ্চ—হ্যাঁচ্চ—হ্যাঁচ্চ। দাদা! ব’সে যাও—বসে যাও; তিন তিনটে হাঁচি হেঁচে ফেলেছি।

চা। ঐ আল্‌মারির ভেতর আমার নস্যের ডিবে আছে; নাকে দে যত পারেন্ ব’সে ব’সে হাঁচুন্।

সা। টিক্ টিক্—টিক্ টিক্ টিক্; ভায়া! ঐ টিক্‌টিকির মত কি একটা পড়্‌লো।

চা। গির্‌গিটী কুমীর পড়্‌লেও আজ আমি বাসায় থাকছিনি।

(প্রস্থান)।

সা। তোমার বাপের অনেক খেয়েছি, তাই অপমানটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হাঁচলুম,—টিক্‌টিকি ডাক্‌লুম,—বারবেলার কথা বল্‌লুম্—শুন্‌লে না, আমি কি কর্‌বো? ব্রাহ্মণ পাপে খালাস্ হ’লো। এখন যাও, দেউড়ি অবধি পৌঁছুতে হবে না, সিঁড়ির মুখেই ভোজপুরে দাড়ী ব’সে আছে। ছোঁড়াটার মুখ দেখ্‌লে মায়া হয়; কি কর্‌বো, উপায় নেই। (চিন্তা) মাথার উপর চাল খানাও রাখা চাই, পেটও ধর্ম্ম দিয়ে ভরে না; বিধাতা কলির জীব ক’রে সৃষ্টি ক’রেছে, অন্নগত প্রাণ, আমার দোষ কি? ছোট বাবুকে প্রথম প্রথম দুএকটা সৎপরামর্শ দিয়ে বেড়া নে’ড়ে মন বুঝ্‌তে গেছ্‌লেম, তা দেখি ব্রহ্মত্তর টুকু যায়, তাতেই “যস্মিন্ দেশে যদাচার” ধর্‌লুম্। কিন্তু ক্রমে বাড়াবাড়ি হয়ে উঠ্‌ছে, ঘেন্না ধরে গেল।

(নেপথ্যে)

চা। কেয়া? হুকুম্ নেহি? কিস্‌কা হুকুম্?

দর। মহারাজকো, আর কিস্‌কো?

সা। (স্বগত) এই যে বার্‌বেলা ফল্‌ছে। আচ্ছা বাপু! বিষয় আশয় তো ভোগ কর্‌ছিস্‌ই, বাপ্‌টা কেমন্ ক'রে ম'লো তা ভগবান্‌ই জানেন! আর ছেলেটার উপর বদিয়াতি কেন? ছোঁড়া তো কিছুতেই নেই, বরং তোদের খুবই বশতাপন্ন হ'য়ে রয়েছে; তোর ঘোষালের দরুণ পালা মেয়েটাকে আপনার বোনের্ মত ভাল বাসে।

দর। উপর্ চলিয়ে চলিয়ে।

চা। কভি নেহি যাগা।

দর। আলবৎ জানে হোগা।

চা। কেয়া? হাম্‌কো এসা বাত? অপমান! অপমান! দরওয়ানের হাতে লাঞ্ছনা।

(চারু ও দরওয়ানের প্রবেশ)।

চা। ছিঃ ছিঃ এতদূর হয়েছে! তবে কি আমি কয়েদ্? কাকা কি আমায় এই পোড়ো বাড়ীতে কয়েদ্ করেছেন?

দর। হাঁ হাঁ বাবুজী, কোঠিকা ভেতর ঘুমো ফিরো—চক্কর লাগাও, বাহার মৎ যাও। এ ঠাকুরজী! তোম্ বাবুকা কাহে ছোড়্ দিয়া?

সা। হামি ছোড়্‌ও দিয়া নেই ছাড়্‌ও দিয়া নেই।

দর। আল্‌বৎ তোম্‌নে ছোড় দিয়া।

সা। আরে গেল যা মেড়ুয়াবাদী কোথাকার? বাবুজী কি বক্‌না বাছুর হ্যায় যে আমি গলার দড়ি খুলে দিয়া?

দর। আচ্ছা রহো, হাম মহারাজকো এৎলা করেঙ্গে।

সা। কি মাৎলা করে গা? জানিস্ বেহ্মশাঁপ দেগা।

দর। রাখ্‌দে জী ভালা হাম্‌ভী সারস্বৎ ব্রাভন।

সা। ওঃ বেটা আমার সাড়ে সাৎ বামুন্! তু যদি সাড়ে সাৎ, তো হাম্ পৌনে চৌদ্দ হ্যায়।

চা। ঠাকুর দা! কি এ! আমার বাহিরে যাওয়া বন্দ কেন? দেউড়িতে এত দরওয়ান কেন?

সা। সব্ বল্‌ছি—শোন চোবে ঠাকুর!

দর। হাম্ পাঁড়ে।

সা। হাঁ হাঁ মর্‌বে এইবারকার জাড়ে, শোন দেখি। নীচে চলে যাও—ডাল রুটী খাও, ডুগ্‌ডুগী বাজাও; খোকা বাবুকে আমি ঠাণ্ডা কর্‌ছি। যাও নীচে যাও, হামারা শরীরটা ভালা নেই হ্যায়। রাত্তিরকা বরাদ্যকা দুদ্ টুকু তোম্‌কো খেতে দেগা।

দর। আচ্ছা—তোম্ নজরবন্দী রাখো; বাবুকো মৎ ছোড়ো।

(প্রস্থান)।

সা। দাদা ভাই! ব'সো; ঠাণ্ডা হও, কি কর্‌বে বল?

চা। ঠাকুরদা! ব্যাপার্‌খানা কি? বলুন—বলুন?

সা। কিছু না—কিছু না; হাজার হোক্, আপনার খুড়ো—পুত্র নাই, তুমি ভাইপো,—সর্ব্বস্ব; কুলোকের পরামর্শে একটা কি ঠাউরেছেন, দুদিন বাদে কেটে যাবে—থাক্‌বে না, থাক্‌বে না।

চা। বল্‌বেন্ না? আপনি সব জানেন্, নিশ্চয় জানেন্; বলুন বল্‌ছি, আপনার পইতের দিব্য, গঙ্গার দিব্য, গুরুর দিব্য, নারায়ণ ব্রহ্মণ্যদেবের দিব্য, ইহকাল পরকালের দিব্য, এ পৃথিবীতে যাকে আদর করেন্, স্নেহ করেন্, যত্ন করেন্, যার আশা রাখেন্, যাদের জন্যে যাদের মুখ চেয়ে পাপ কর্‌ছেন্ পুণ্য কর্‌ছেন, ব্রাহ্মণের তেজে, ব্রাহ্মণের দর্পে জলাঞ্জলি দিয়ে, চাটুকারের হীনতা সহ্য কর্‌ছেন্ তাদের দিব্য—বলুন্ এ সব কি? বল্‌ছেন না? কি ইতস্ততঃ কর্‌ছেন্? কার ভয় কচ্ছেন্? ভগবানের

চেয়ে আর কাকে ভয়? বয়স হয়েছে—যেতে হবে, যেঁতে হবে। কামদেব মুখুজ্যে জমীদার নয়, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জমীদারের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঐ দেখুন, চেয়ে দেখুন সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সাম্‌নে দাঁড়িয়ে—বলুন্ বল্‌ছি।

সা। কি জানি দাদা! কি জানি, পাঁচ জনের পরামর্শ কেনই যে করা; তবে সঙ্গিন্ কিছু নয়, তা হলে কি আমি থাকি? দুদিন একটু আট্‌কে রাখা মাত্র! বিষয়ী লোকের মৎলব আমি কি বুঝ্‌বো বল? তোমার অনিষ্ট হবে আমি কি দেখ্‌বো? তোমার বাবার কত খেয়েছি। আহা! কি মানুষই ছিলেন তোমার বাপ!

চা। বাবা! বাবা! কোথায় বাবা? কোথায় বাবা আমার? কেন গেলেন, কেমন করে গেলেন্? সত্যই কি অপঘাত! অপঘাত না হত্যা? ঠাকুরদা! আমার সেই বাবাকে মনে করুন্, সেই সংসার-সন্ন্যাসী জনক ঋষির চিরহাস্যময় প্রসন্ন বদন মনে করুন্, তাঁর আদর, যত্ন, দান, দক্ষিণা, দয়া, ক্ষমা মনে করুন্। আমার মাকে মনে করুন্, সেই অনাথিনী, বিষাদিনী, উপবাসিনী, যোগিনীকে মনে করুন্; মনে করুন্ চারুর ছেলেবেলা, যাকে কত কোলে করেছেন্, আদর করেছেন, নিয়ে খেলা করেছন, একদিন মুখ থেকে খাবার নিয়ে মুখে দিয়েছেন! সেই চারু আজ কাতর ভাবে গলায় কাপড় দিয়ে লুণ্ঠিত হয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে! একবার স্বার্থ ভুলুন্,—ধনীর পূজা ভুলুন্; অকিঞ্চিৎকর অর্থে বঞ্চিত হবার ভয় একবার ভুলুন্—আমি সেই চারু!—সেই খোকা! আপনার আদরের ঠান্‌দিদির আদরের খোকা! দেখুন্—দেখুন্, আমার মুখ পানে চেয়ে দেখুন্; দেখুন্ আপনার ছোট ছেলের খেলার সঙ্গীর পানে—

সা। দাদা! দাদা! খোকা! খোকা! আয় আমার কোলে আয়! বল্‌বো কি ভাই? বল্‌বার আর কি আছে—ও কাকা নয়, তোর ও নরপিশাচ!—কি কল্লেম্! ও বাবাঃ সে যে খুন কর্‌তে পারে, আমায় খুন কর্‌তে পারে!

চা। ঐ আল্‌মারিতে পিস্তল আছে; দয়াময় কাকা কয়েদী ভাইপোকে মৃত্যু-অস্ত্রে বঞ্চিত করেন নি। তুমি মৃত্যুভয়ে কিছু প্রকাশ করবে না? ভাল, ঐ পিস্তলের গুলিতে আমি মর্‌বো, নিশ্চয় মর্‌বো। তুমি আমার রক্তে স্নান করো—

সা। যাক্ ব্রহ্মত্ত, যাক্ বাড়ী ঘর; অন্যগ্রামে যাব, গাছতলায় থাক্‌বো, কাশী বাস কর্‌বো, অন্নছত্র আছে—ভিক্ষায় ব্রাহ্মণের গৌরব। তোর যা কর্‌বার্ করিস্ কামদেব! আর আমি পাপ সংস্রবে থাক্‌বো না। চারু সাবধান্! সাবধান্! তোর কাকা নয়—প্রেত; মায়া নাই, দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, স্বার্থের জন্য তোর সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছে! তোরে প্রাণে মার্‌বে! কিন্তু একেবারে নয়, আমাদের ভয়ে তা পার্‌বে না; তোরে অষুধ খাইয়ে পাগল কর্‌বে, গারোদে দেবে, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে তোর সম্পত্তি ভোগ কর্‌বে। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন্, কিন্তু এখন্ বোধ হয় মুকুন্দদেবের মৃত্যুর সঙ্গে ঐ পাপীর সংস্রব আছে! তোমার বাপকে সরিয়েছে, এখন্ পাষণ্ড রাহু তোমায় গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে চারুচন্দ্র!

চা। বাবা! বাবা! ক্ষমা কর; পাপী কুসন্তানকে ক্ষমা কর। আমি এত দিন তোমার হত্যাকারীর অন্ন খেয়েছি, এক আচ্ছাদন-তলে ভ্রাতৃহন্তার সঙ্গে বাস করিছি। যার ছায়া মাড়ালে নরকে যেতে হয়, সে অঙ্গস্পর্শ করেছে, তবু আমি দগ্ধ হয়ে যাই নি! ওঃ! মা আমার সাক্ষাৎ দেবী! তাই তিনি বৈধব্যের পর স্বামিঘাতকের

অন্ন স্পর্শ করেন নি, তার প্রাঙ্গণ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন নি! ওহোহো—জগদীশ্—জগদীশ্! কি পাপে আমার জন্ম হয়েছিল? কি পাপে দেবতুল্য পিতা হারা হলেম্! কি পাপে এমন্ লোক আমার কাকা হলো!—আমার চিরদুঃখিনী কাকিমা কেন ওঁর পত্নী হ'লেন, আর কি পাপে—কি পাপে ওঁর পালিতা কন্যা হ'লো কিরণ? শারদকৌমুদী শুভ্রপ্রাণময়ী কিরণ—সরলা অমলা স্নেহময়ী আদরিণী কিরণ!—কিরণ! কিরণ আমার!—(অবসন্ন ভাবে উপবেশন)।

সা। (স্বগত) হুঁঃ হুঁঃ আমার কিরণ! একটু মাথা খারপ্ হয়েছে বৈ কি দাদা! শোধ্‌রাতে এখনও ঢের বাকি দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) দাদা! যাদু ক'রে এই দুষ্ট বামুন শালার পেটের কথা তো সব বার করে নিলে, হাতে ঢিল্ ছুঁড়েছি—আর ফের্‌বার নয়, যা হবার হবে। আর হ'বেই বা কি? এই পৃথিবী শুদ্ধো লোক বেঁচে রয়েছে প্রায় কামদেব মুখুজ্যের অন্ন খেয়ে? বামুনের ছেলে যদি আপনার ধর্ম্ম রেখে তেজে চলি, যার সাম্‌নে গে আশীর্ব্বাদ করে দাঁড়াব, সেই দণ্ডবৎ হয়ে পূজো দেবে। মোদ্দাৎ একটা কথা বলি ভায়া! শোন, তোমাদের ঐ ইংরেজী ধরণে তেরি মেরি কর্‌লে সব কায ফাঁশ্ হবে। আপাততঃ একটু স্থির হয়ে, যেমন্ কাকা ব'লে মান্য করে আস্‌ছিলে—

চা। কি! আপনি কি বলেন্ যে আমি পিতৃঘাতী নরহন্তার—

সা। ঐ দেখ! ঘোঁড়ায় চড়া মেজাজ্ কি না? ঝেঁজে উঠ্‌ছো! ইংরেজদের বোতলে ব্রাণ্ডি থাকে,—কেতাবের হরপেও থাকে না কি? ঐ পড়াশুনো কর্‌লেই মেজাজ্‌টা ড্যাম্ রাস্কেল্ গোটেল্ হেল্ বোটের বাঁট হয়ে উঠে। বুড়ো বামুনের কপাটা

শোন। এক দিন কোলে পিঠে করেছি তুইই মনে করে দিলি; সেই খাতিরে আমার কথাটা রাখ লক্ষ্মীটী। দেখ আপাততঃ কায়দায় পড়েছ; অর্থবল ওর। ধর্ম্মবল বড় বল বটে কিন্তু ঠাকুরটী কিছু গজেন্দ্রগমনে চলেন। আর অর্থবল শেষে কলিজান্ হয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ুক্ আর যাই হোক্, প্রথমটা রেলগাড়ীর মত ছোটে। তাই বল্‌ছি একটু চেপে চল, বেশী নয় দু' চার দিন; আমি সন্ধান পেয়েছি বাইরে তোমার সহায় আছে, অনুকূল সরকার, ক্ষুদীরাম, তোমায় বার্ করে নিয়ে যাবার্ যোগাড়্ কর্‌ছে। তবে এই আলিপুরের ভূতের বাড়ীর সন্ধান তারা জানে না কিন্তু এখন যখন কাঁটা ঝাঁপ খেয়েছি না খেতে আছি, তখন কাল আন্থি গঙ্গায় ডুব দিতে গে গঙ্গার স্তব পড়্‌তে পড়্‌তে উরির ভেতর উনুস্কার জড়িয়ে তোমার সন্ধানটাও বলে দেবো। তারাও শুন্‌ছি কলীঘাটে বাসা করেছে; নিশ্চয়ই কাল স্নান কর্‌তে আস্‌বে। আপাততঃ যাতে অষুধটা না খাওয়াতে পারে সেই সাবধান হ'তে হবে।

চা। একেবারে বিষ খাওয়াবে না?

সা। স্নেহময় খুড়ো অনায়াসে ভাইপোর আব্দার্‌টী রক্ষা করিতে পারে। তার জন্যে এত উতলা কেন? আমি লুকিয়ে অন্যত্রে খাবার এনে দেবো, তাই খেও; এখানকার লোকের কিছু খেয়ো না,— বল্‌বে অসুখ করেছে। ডাব্ দেয়, নিজে মুখ কেটে খেও, তা নইলে নয়। এখন চল, একটু শোবে, ঠাণ্ডা হও।

চা। আর ঠাণ্ডা হব। পাষণ্ড! কিরণ! কিরণ!

সা। ব্যাকরণ ভুল হ'লো দাদা! স্ত্রীলিঙ্গে পাষণ্ডা হ'বে। কিরণ পাষণ্ডী—

চা। কি! কিরণ? কে বলে?

মা। ঐ তুমিই বল্‌ছিলে দাদা !

চা। জিহ্বা দগ্ধ হোক্‌, আহা সরলা বালা !

মা। সরলা বালা কি করলা তাবিজ—তা তোমার বোন্‌ –তুমিই জান।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের বাসাবাটীর বৈঠকখানা।

(কামদেব উপবিষ্ট)।

কা। (স্বগত) সংসারে প্রবেশ ক'রে অবধি যে কাজে হাত দিয়িছি, তাতেই সফল হ'য়িছি। বিষয় কর্ম্মে—কি মামলা মকদ্দমায়—কি নারী-বশীকরণে—কামদেব শর্ম্মা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হ'য়েছেন। প্রবৃত্তির স্রোত যখন যে দিকে যেতে চেয়েছে, সেই দিকেই যেতে দিয়িছি; বাধা বিঘ্ন মানি নাই—নিষেধ মানাও কারও শুনি নাই। কিন্তু এবারের কলিকাতা-যাত্রা দেখ্‌ছি যথার্থ কুক্ষণেই হ'য়েছিল! সার্ব্বভৌম বিস্তর বারণ ক'রেছিল; ত্র্যাহস্পর্শ—দিক্‌শূল—অনেক কথা ব'লেছিল; কিছুই গ্রাহ্য ক'ল্লেম না। ভাবলেম, যে উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসা, তাতে দিক্‌শূল, ফিক্‌শূল—ঐ রকম একটা বেয়াড়া দিনে যাত্রা ক'ল্লে তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়! আর কার্য্যসিদ্ধির সমস্ত ঠিক্ বাগিয়েও এনেছিলেম। ঘোষালই শেষে মজালে দেখ্‌ছি—শালা গাঁজাখোর সব মাটী ক'ল্লে! এখন ভালয় ভালয় সেরে উঠে, তবেই ত মঙ্গল! কলিকাতায় এসে কোথায় দুদিন রকম বেরকমের আমোদ আহ্লাদ কোর্ব্বো ভেবেছিলেম; তা ত দেখ্‌ছি—

(ভৃত্যের হুঁকা লইয়া প্রবেশ ও কামদেবের হস্তে প্রদান)।

কা। (ধূমপান করিতে করিতে বিরক্তভাবে) কি তোর মাথা মুণ্ড তামাক সাজিস্? আগুন হয় না—টান্তে টান্তে মাথা ধ'রে যায়।

(ভৃত্যের হস্তে হুঁকা প্রত্যর্পণ)।

ভৃ। (কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে স্বগত) এমন ধোঁয়া বেরুচ্চে, তবু বলে আগুন হয় নি; আজ কদিন থেকে যেন খেঁকী হ'য়েছে—চব্বিশ ঘণ্টাই খিঁচিয়ে আছে। (প্রকাশ্যে) এই যে বেশ্ ধ'রেছে।

কা। তবে রেখে যা।

(ভৃত্যের হুঁকা রাখিয়া প্রস্থান)।

(স্বগত) চেরো ছোঁড়ার দফা এক রকম ঠিক্ করা গেছে—ডাক্তারকে যখন হাত ক'রিছি, তখন আর ভাবনা কি? তবে টাকা খরচ—তা যে রোগের যে ঔষধ! এ কে আস্ছে? নটবর না? আঃ! বাঁচা গেল—এইবার মৎলব ঠিক্ আঁটা যাবে।

(ব্যাগ্, ছাতা ও লাঠি হস্তে নটবর চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ,
নমস্কার ও উপবেশন)।

ন। যে জোর্ তলব্, হাতের কায সমস্ত সেরে আস্তে পাল্লেম্ না; কুড়ী পঁচিশ টাকা ক্ষতি ক'রে আস্তে হ'লো।

কা। আচ্ছা—সে ক্ষতি পূরণ ক'রে দেওয়া যাবে; এখন গঙ্গাধরপুরের খবর কি বল' দেখি?

ন। খবর বড় ভাল নয়। শুন্ছি নাকি ক্ষান্তর মা মেয়েকে দিয়ে আপনার নামে খোরপোষের দাবী দিয়ে নালিশ রুজু ক'রেছে।

ক্ষান্তর এক মেয়ে হ'য়েছে ; যে দিন মেয়ে হয়, তার দুদিন পরেই নালিশ হ'য়েছে। (গম্ভীরভাবে) আপনার চিঠি পত্রগুলো লেখা ভাল হয়নি ; আপনারা বড়লোক—চিঠি লিখে পীরিত করা, ও আপনারাই বুঝেন। এখন—

কা। যাক্—সে কিছু টাকা দিলেই মিটে যাবে। নালিশের উদ্যোগী কে ?

ন। বোধ হয় অনুকূল সরকার। ফৌজদারী মকর্দ্দমাটা ডিশ্‌মিশ্ হওয়াতে ব্যাটার তেজ ভয়ানক বেড়ে উঠেছে !

কা। বল কি মকর্দ্দমাটা ডিশ্‌মিশ্ ক'রে দিয়েছে ?

ন। আজ্ঞে হাঁ ; ও ব্যাটাও যেমন্ বহ্মজ্ঞানী, হাকিমটেও নাকি তাই—এক গোয়ালের ম্যাড়া ! আমাদের বার জন সাক্ষীর মধ্যে কেবল তিনটে নিয়েই হাকিম ব্যাটা ব'ল্লে—"এ সমস্তই সাজান সাক্ষী দেখ্‌ছি—আর সাক্ষীর প্রয়োজন নাই—মকর্দ্দমা ডিশ্‌মিশ্ করা গেল"—আমাদের উকীল বিস্তর জেদাজিদি ক'ল্লে ; কিছুতেই শুন্‌লে না। মামা যে বলে—অনুকূল সরকার কি যাদু জানে, সে কথা বড় মিথ্যা নয়। এক হপ্তা পূর্ব্বে যদি মকর্দ্দমার দিন পড়ে, তা হ'লে হাকিমও বদ্‌লী হয় না ও ব্যাটারও শ্রীঘর হয়, আর আমাদেরও পরিশ্রম—টাকা খরচ—সব সার্থক হয় ! কিন্তু কেমন্ গ্রহর ফের্, সব বিপরীত হ'য়ে গেল। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) যাক্—এবারে আর মার্‌পিটের চার্জ্জ নয়, এবারে ব্যাটাকে জালিয়াতিতে ফেল্‌তে হবে ; আগে বাড়ী যাই, তার পর দেখা যাবে। এখন্ এদিকের খবর কি বলুন দেখি ? ছোঁড়াকে আটক্ কর্‌তে পেরেছেন ত ?

কা। আটক্ করেছি বটে, কিন্তু মূল কাজে ব্যাঘাত হ'য়ে গেছে। পাগল হবার ঔষধ ঠিক্ জোগাড় হয়েছিল ; গন্ধ নাই—আস্বাদ নাই—সাদা গুঁড়ো—কেবল দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হয়। আমিও

স্বহস্তে কাকেও কিছু না ব'লে গোপনে চারুর দুধের বাটীতে ঔষধ মিশিয়ে রেখেছিলেম। ঘোষাল সেই দিন ময়রাপটীর বারইয়ারিতে যাত্রা শুন্‌তে যাবে ব'লে, সন্ধ্যার পরেই রান্নাঘরে ভাত খেতে যায়। শালা গাঁজাখোর কি না—চারুর দুধের বাটীটা বড় দেখে সেই বাটীটা টেনে নিয়ে বসে; বামুন ঠাকুরও লক্ষ্য করেনি—সমস্ত দুধ টুকু খেয়ে যায়। একে ত সহজেই আধ্‌পাগ্‌লা—গাঁজা খেয়ে খেয়ে একবার ত খেপেই ছিল—তার উপর আবার ঔষধ প'ড়্‌লো—সোণায় সোহাগা যোগ হ'য়ে তার পর দিনেই একেবারে ঘোর উন্মাদ!

ন। কি সর্ব্বনাশ তার পর?

কা। তার পর, ভারি বিপদে পড়্‌লেম। ঘোষাল আবোল্ তাবোল্ অনেক ব'ক্তে লাগ্‌লো, গুহ্য কথাও সব প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লো; বেগতিক দেখে তাকে একটা ঘরের ভিতর চাবি বন্ধ ক'রে রাখ্‌লেম। ওদিকে যে ব্যক্তি ঔষধ দিয়েছিল, তার সঙ্গে পাঁচ শ টাকা ফুরান হ'য়েছিল; সে এসে উপস্থিত হ'লো। আর এক মাত্রা ঔষধ দিতে ব'ল্লেম; কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার দেখে সেও দাঁও পেয়ে বস্‌লো—ব'ল্লে "আমার ঔষধের ফল ত ফলেছে—আর এক মাত্রা ঔষধ দিতে হ'লে হাজার টাকা চাই।" কি করি? গোলমাল হবার ভয়ে অগত্যা সেই হাজার টাকা দিয়েই ঔষধ নিয়ে তাকে বিদায় ক'ল্লেম। ভাগ্যক্রমে সে সময় চারু বাড়ী ছিল না—কলিকাতায় আসার পর থেকেই তার মাথা খারাপ হ'য়েছে ঢেউ তুলে দেওয়া হ'য়েছিল—একজন ডাক্তারও নিযুক্ত ক'রে দিয়ে ছিলেম—সকালে বিকালে বেড়াবার ব্যবস্থা ডাক্তারই ক'রেছে—চারু সেই সময় বেড়াতে গিয়েছিল। তার ফের্‌বার পূর্ব্বে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাখ্‌লেম; যেমন

বাড়ী এলো, ডাক্তারকে সঙ্গে দিয়ে চিকিৎসার জন্য পৃথক্ ফর্দ্দা বাড়ীতে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত কল্লেম।

ন। কোথায় রাখা হয়েছে?

কা। জান কি আলিপুরে এক্‌টা প্রকাণ্ড ভূতের বাড়ী আছে—ভাড়া হয় না?

ন। হ্যাঁ হ্যাঁ।

কা। সেই খানেই রেখেছি; দরয়ান টরয়ান আছে, বেরোবার যো নেই।

ন। এখন কি ভাবে আছে?

কা। এই পাড়ার ৩।৪ জন সমবয়স্ক ছেলে সদাসর্ব্বক্ষণ কাছে আছে। বাঁয়া—তব্‌লা—সেতার্ প্রভৃতি যন্ত্র রাখিয়ে দিইছি; তাদের ব'লে দেওয়া হ'য়েছে যে গান—বাজ্‌না—তাস্ খেলা ইত্যাদি আমোদ আহ্লাদ নিয়েই থাক্‌বে। তারাও ঠিক্ সেইরূপ ক'চ্চে, কিন্তু ছোঁড়া কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেবল ডাক্তার দেখ্‌তে গেলে বলে "আমার কোন রোগ নাই—আমাকে ছেড়ে দিন"।

ন। ঔষধ ত সংগ্রহ করেছেন—খাওয়াবার কি ক'চ্চেন?

কা। প্রথম প্রথম ভাত খেয়েছিল; ঔষধ খাওয়াবার সুবিধাও ছিল। আজ তিন দিন কেবল ডাবের জল খেয়ে আছে—তাও মুখ কাটা হ'লে ফেলে দেয়; আস্ত ডাব দিলে স্বহস্তে কেটে খায়। ঔষধ খাওয়ান ভার হ'য়েছে; আমি দেখ্‌তে গেলে মুখ ফিরিয়ে থাকে—বড়ই বিপদে প'ড়িছি।

ন। তার জন্যে চিন্তা কি? সে বাড়ী আমার খুব্ জানা আছে; সেখানে নিশ্চয়ই ভূতের উৎপাত আছে, হয় তো একেবারে টেঁসে যেতে পারে। আর না হয়, পাঁচ জনে তো পাগল হ'য়েছে, পাগল হ'য়েছে ক'চ্ছে; তা হ'লে দিন কতকের মধ্যে নিশ্চয়ই

আসলে দাঁড়িয়ে যাবে। পাগল কি আর লোকে আপনি হয়, পাঁচ জনেই করে।

কা। হ্যাঁ—ঠিক্ ঠিক্! আচ্ছা, বড় বৌএর সংবাদ কি বল দেখি?

ন। তিনি কেবল হায় হুতোশ ক'চ্চেন। আপনার পত্র পেয়ে যেরূপ লিখেছিলেন, তাঁকে পড়ে শুনাবার জন্য গিয়েছিলেম। দাসীকে দিয়ে যেমন্ ব'লে পাঠালেম, তৎক্ষণাৎ সে ফিরে এসে ব'ল্লে, "তিনি খবর পেয়েছেন, তাঁকে পত্র প'ড়ে শোনাবার দরকার নাই"। অগত্যা আমি পত্রখানি তারই হাতে দিয়ে ব'ল্লেম, "আচ্ছা—তুমিই এই পত্রখানি তাঁকে দাওগে, আর বলগে যে ছোট বাবু এই পত্র লিখেছেন; এতে চারু বাবুর খবর আছে"—আবার সে পত্র ফিরিয়ে এনে আমাকে দিয়ে ব'ল্লে, "তিনি কথাই কইলেন না"। মেয়ে মানুষের এত অহঙ্কার! কিছুতেই মাগীর তেজ কমে না!

কা। আচ্ছা—এইবার অহঙ্কার তেজ সব ভাঙ্গ্ছি। আমি একটা মৎলব এঁটিছি—কেবল তুমি ছিলে না ব'লে বন্দোবস্ত ক'ত্তে পারিনি।

ন। কি বলুন দেখি?

কা। ঘোষালের যেরূপ অবস্থা দেখ্ছি, তাতে আর ওকে এখানে রাখা উচিত নয়। কালই একজন দরওয়ানকে সঙ্গে ক'রে তুমি ওকে বাড়ী নিয়ে যাও; সেখানেও কিন্তু এই রকম ঘরে চাবী বন্দ ক'রে রাখ্বে। তা না হ'লে, শালা সব কথা প্রকাশ ক'রে ফেল্বে—লোক জানাজানি হবে—বিষম বিভ্রাটে প'ড়্তে হবে। যেমন্ পৌঁছবে, অম্‌নি বাগানবাড়ীর তোশাখানার পূর্ব্ব-দিকের কাম্‌রায় চাবি বন্দ ক'র্ব্বে—সেখানে মা ব'ল্‌তেও নাই, বাপ্ বল্‌তেও নাই।

ন। কোন্ ঘর? যে ঘরের নাম সার্ব্বভৌম "কেলীকক্ষ" রেখেছে? যেখান থেকে হাজার চেঁচালেও শব্দ বেরোয় না?

কা। হাঁ।

ন। তার পর?

কা। তার পর—এই চেরো ছোঁড়ার একটা ঠিক্ ঠাক্ ক'রেই আমিও বাড়ী যাব। তার পর, বড় বৌএর কাছে চারুর এই বয়সে এই বিড়ম্বনা হ'লো ব'লে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ ক'র্ব্বো—চোখের জলে ভাসিয়ে দোবো—আর যতদিন না চারু প্রকৃতিস্থ হয়, ততদিন কলিকাতায় থেকে নিজে তার তত্ত্বাবধারণ ক'র্ব্বো ব'লে বড়-বৌকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেবো।

ন। চমৎকার ঠাউরেছেন! একেই বলে রাজবুদ্ধি! এ সব কি আমাদের ঘটে আসে? হুজুর যে মতলব এঁটেছেন, এতে দেখ্‌ছি চারিদিক্ ফর্শা! ছোঁড়া উন্মাদগ্রস্ত হ'লো—ঘোষাল পাগল হ'য়ে কয়েদীর মত বন্দ রইলো—বড়বৌ কাশীবাসী হ'লো,—বস্! একেবারে নিষ্কণ্টক হ'য়ে ব'স্‌লেন!

কা। তার পর কিরণের বিবাহটা দিলেই নিশ্চিন্ত হই—বিবাহে একটু ধুমধাম্ ক'ত্তে হবে।

ন। আজ্ঞে—তা ত ক'ত্তেই হবে। ও ত মেয়ে নয়, সাত রাজার ধন মাণিক! বাড়ী গিয়েই এবারে আমি চারিদিকে পাত্রের সন্ধান ক'ত্তে পাঠাব; আর—

কা। হাঁ—ভাল কথা—বাড়ী গিয়ে তোমাকে আর একটা কাজ ক'ত্তে হবে। আমি খাজাঞ্চির উপর চিঠি দোবো, তুমি ক্ষান্তর মা বেটীর সঙ্গে দেখা ক'রে শ পাঁচ ছয় টাকা দিয়ে যেমন্ ক'রে পার, ছেঁড়া ল্যাঠাটা মিটিয়ে ফেলো।

ন। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞে—ঐ সঙ্গে আমার সেই বিষয়টার হুকুম হ'লেই চরিতার্থ হই; উইলের দরুণ এখনও পাঁচ শ টাকা বাকী আছে।

কা। আচ্ছা—তাও পাবে। এখন্ তুমি একটু বিশ্রাম কর—আমি একবার ডাক্তার বাবুকে ডাক্‌তে পাঠাই, আর ঘোষালকে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিইগে।

(প্রস্থান)।

ন। (স্বগত) বাবুর বড় সুগতিক্ ব'লে বোধ হ'চ্চে না। যা হোক্, এই অবসরে আমার পাঁচ শ টাকার কিনারা হ'লো, এই লাভ! আর ক্ষান্তর মকদ্দমাটায় দেখা যাক্ কি হয়। মা বেটীকে সহজে বাগানো যাবে—কিছু টাকা পেলেই সব ভুলে যাবে; কিন্তু ছুঁড়ীটে বড় ট্যাড়া! অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না! আবার যে সাধুভাষায় কথা কয়, যেন ভট্‌চাজ্জি মশাই! এই লেখাপড়া জানা মেয়ে মানুষ গুলো দেখ্‌লে, আমার হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করে। যা হোক্, একবার বেয়ে ছেয়ে দেখ্‌তে হবে; দিদিকে লাগাবো—দিদি মনে ক'ল্লে এক দিনেই ছুঁড়ীকে বাগিয়ে আন্তে পার্ব্বে—তার পর, কথকতার খরচ ব'লে দিদিকে কিছু ধ'রে দিলেই হবে। লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে না এই যা; তা না হ'লে, মন্ত্রণা পরামর্শ দিতে দিদি অনেক উকীল মোক্তা-রের কাণ কেটে দেয়! দিদিকে বখ্‌রাদার্ ক'রে মকদ্দমার কাযটা খুব ফালাও করা গেছে; এখন্ গঙ্গাধরপুর, শঙ্করপুর, বিলাসপুর, এই তিনখানা গ্রামের কোন মকদ্দমা আর শর্ম্মা ছাড়া হবার যো নাই। অন্দরমহলে দিদি, আর সদরমহলে শর্ম্মা; দুজনে একটু গুচিয়ে পাট্ ক'ত্তে পাল্লেই, এক্‌টা না এক্‌টা মকদ্দমা—দেওয়ানী হোক্, ফৌজদারী হোক্—হাতে লাগ্‌বেই;

আহা! মকদ্দমার নামে যেন প্রাণটা নেচে উঠে। উর্দ্দূ ভাষায় একে বলে "মোকদ্দমা"—দুটোই মিঠে জিনিষ্—"মো" আর "কদ্মা"—গন্ধেই মাতিয়ে তোলে! শক্ বল'—আমোদ বল'—পিরীত বল'—সবই আমার মকদ্দমা! অমন্ মজা কি আর কোন ব্যবসায়ে আছে? প্রথমে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেও—তার পর মিটাতে যাও—দুতরফা খেয়ে ভরাডুবী কর'—আবার খরচার দোহাই দিয়ে দুহাতে দোহন কর'—অথচ ধ'ত্তে ছুঁতে নাই্। এই লোকে যেমন্ এক্বার্ আফিম্ ধ'ল্লে আর না খেয়ে থাক্তে পারে না, আমারও তেম্নি আদালৎ! যে দিন আদালৎ বন্ধ থাকে, সে দিন কিছুই ভাল লাগে না—প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠে! হায় রে মকদ্দমা! হায় রে কোর্টফি! তোমাদের মহিমা-বলে আমার মত অনেক অধম ভারতসন্তান ত'রে যাচ্চে। যাই—এখন আহারাদির উদ্যোগ দেখিগে।

(প্রস্থান)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। অনুকূল সরকারের অন্তঃপুর।

যামিনীর কক্ষ। যামিনী আসীনা।

যা। (পত্র হস্তে স্বগত) আজ বাবার পত্র প'ড়ে মনে যে কি আহ্লাদ হ'য়েছে, তা আর বল্তে পারি না; ইচ্ছা ক'চ্চে, দৌড়ে গিয়ে জ্যাঠাইমাকে আর মকরকে সম্বাদ দিই। না—মকর এখনই

এখানে আসবে, এলে একটু মজা ক'ত্তে হবে; পত্রখানি এই বেলা ঠিক্ ক'রে রাখি (পত্র লইয়া লিখন) যা হোক্, এমন্ সর্ব্বনেশে লোক ত কখন দেখি নাই—আপনার কাকা হ'য়ে এই কায! জ্যাঠাইমার অনেক পুণ্যবল, তাই এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেন। এখন জগদম্বা মুখ তুলে চাইলে তবে সকল দিক্ রক্ষা হয়! (কিরণের প্রবেশ) কেও মকর! এস'—এস'—এই তোমার কথা তোলাপাড়া ক'চ্ছিলেম; তুমি ভাই! অনেক দিন বাঁচ্‌বে।

কি। আমার আর এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে সাধ নাই।

যা। কেন মকর?

কি। কি জানি ভাই! কেন যে ম'ত্তে ইচ্ছা হয়, তা বল্‌তে পারি না। যখন সাত বৎসর বয়স, তখন থেকে দেখে আস্‌ছি, যাকে আমি আদর ক'রিছি বা যে আমাকে ভাল বেসেছে, তাতেই বঞ্চিত হ'য়িছি। যত্ন ক'রে একটী খরগোশ্ ছানা পুষ্‌লেম—যেমন একটু বড় হ'লো, হাত থেকে খেতে আরম্ভ ক'ল্লে, অমনি সেটী ম'রে গেল। বড় সাধে একটী শিরীষফুলের গাছ্ পুঁৎলেম—শাখায় পাতায় সুন্দর বেড়ে উঠ্‌লো; কিন্তু কুঁড়ী ধ'ত্তে না ধ'ত্তে ম'রে গেল। তার পর দেখ, জ্যাঠামহাশয় আমাকে কত ভাল বাস্‌তেন—তিনি গেলেন; জ্যাঠাইমা আমাকে পেটের সন্তানের অপেক্ষাও স্নেহ করেন—তাঁর যেরূপ অবস্থা হ'য়েছে, তাতে তাঁর আশাও ছেড়ে দাও; তার পর (সক্রন্দনে) চারুদাদার বিপদের কথা মনে হ'লে এক দণ্ডও বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না।

যা। আর সকল কথা ত বেশ্ ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'লে এলে—শেষে বুঝি চারুদাদাকে নিয়ে প'ড়্‌লে! শোক একেবারে উথলে উঠ্‌লো!

(অঞ্চল দিয়া কিরণের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া) চিবুক ধরিয়া গীত—

বিধুমুখখানি শুকা'ল কেন ?
নয়নেরি কোলে কালিমা-রেখা, মরি মরি হেরি যেন !
নিরমম কোন জন, হানিল মরম-বাণ,
শতধিক্ তারে—
কি তাপে পুড়িছে মরি কমলকোরক হেন !
কপট প্রেমিকে বুঝি সঁপিয়াছ মন প্রাণ—
কত কি ভাবিছ মনে' কে বুঝিবে সে বেদন ?
সুধা হাসি কোথা গেল, শ্রীমুখ মলিন হ'ল,
কি দিয়ে ঘুচাব' বল', হৃদয়-ব্যথা দারুণ।

আর কাঁদ্‌তে হবে না—বাবার পত্র আজ পেয়েছি। এক জোড়া শুভসংবাদ !

কি। কি কি খবর ?

যা। চারুর উদ্ধার, আর চারুর বিবাহ।

কি। সকল কথাতেই বুঝি ঠাট্টা ?

যা। ঠাট্টা নয়—এই শোন— (পত্রপাঠ)।

"কল্যাণবরাসু।—

কাল যে পত্র লিখিছি, তাতেই আভাস পেয়েছ যে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেদ কর্ব্বার উপায় করা গিয়েছে ; সেই উপায়ের দ্বারাই বোধ হয় সকলমনোরথ হব। জগদীশ্বরের কৃপায় কার্য্যসিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই ; আর সার্ব্বভৌম ঠাকুর আমাদের দিকে হওয়াতে তাঁর সাহায্যে একজন পুলিশের লোক ছদ্মবেশে চারুর সহিত সাক্ষাৎ ক'রে তাকেও সমস্ত

বৃত্তান্ত ব'লে আশ্বস্ত ক'রে এসেছে। তুমি এই সকল সংবাদ চারুর মাকে দিবে, আর বলিবে যে চারুকে উদ্ধার ক'রে যত শীঘ্র পারি বাটী ফিরিব॥—ইতি।

কেমন্? শুভ সম্বাদ নয়?

কি। হাঁ।

ম। একটী এক অক্ষরে "হাঁ" ব'লে চুপ্ ক'ল্লে যে? কথা ক'চ্চ না কেন?

কি। না—কথা ক'ব না কেন? তিনি মুক্ত হবেন, এ কথা শুনে আমার যে কি আহ্লাদ হ'চ্চে, তা আর ব'ল্‌তে পারি না—এ সংবাদ পেলে জ্যাঠাইমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হবে। আমাকে পত্রখানি দাও না মকর! আমি জ্যাঠাইমাকে প'ড়ে শুনাব'।

ম। কেন ভাই? বাবার পত্র এলে আমিই তাঁর কাছে রোজ প'ড়ে শুনাই—আজও শুনাব'। তুমি এখানে বসো—আমি আস্‌ছি।

(প্রস্থান)।

কি। (পত্র পড়িয়া স্বগত) মকর এত রঙ্গ ক'ত্তেও ভাল বাসে। ভ্যালা মেয়ে যা হোক্! আজ কিন্তু যথার্থই ধরা পড়েছি। মকর যথার্থই ব'লেছে—আজ প্রাণের ভিতর যে কত কি উদয় হ'চ্চে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, আহ্লাদে—দুঃখে—ভয়ে—লজ্জায়—আমাকে যেন একেবারে বিকল ক'রে তুলেছে। এত দিন তিনি কলিকাতায় গিয়েছেন, তাতে প্রাণ এত উতলা হয়নি; কিন্তু আজ তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে নিতান্ত আকুল হ'য়েছে—আজ আর কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না। মকরের নিশ্চয় বিশ্বাস যে তিনি আমাকে ভালবাসেন; ভালবাসেন বটে—কিন্তু আমি তাঁকে যে চ'ক্ষে দেখি, তিনি কি আমাকে সেই চ'ক্ষে দেখেন? কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? তিনিই জানেন।

গীত।

জানিনা কেন হেন আকুল পরাণ।
বুঝিতে না পারি হায়! মন আপন।
না হেরিলে মরি প্রাণে, হেরিলে প্রকাশ করিনে,
সরমে মরমে বাড়ে জ্বালা দ্বিগুণ।
গুমুরে গুমুরে মরি, উপায় বল কি করি;
নিশিদিন হলো আমার, বোবার্ স্বপন ॥

(প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা। ভবানীপুরের থানা। ইন্‌স্পেক্টার বাবুর আফিস্।

(ইন্‌স্পেক্টার বাবু ও অনুকূল সরকার আসীন)।

অ। আপনার নিকট আমি যেরূপ উপকৃত, ইহজন্মে তা ভুল্‌তে পার্ব্বো না।

ই। ও কথার উল্লেখই ক'র্ব্বেন না। সুরেশ বাবু আমার অভেদাত্মা বন্ধু—আপনি তাঁর আত্মীয়—আপনার বিপদে আর আমার নিজের বিপদে প্রভেদ কি? যা হোক্, এখনও আসল কাযের অনেক বাকি। চারুকে কোথায় রেখে এলেন? আর হাতী-বাগানেরই বা সম্বাদ কি?

অ। তাঁরা সকলেই ব'ল্লেন যে—ফাঁড়া কেটে গেছে বটে, তবে শত্রু-সংস্রব না হয় এরূপ সাবধানে এখনও কিছু দিন চারুকে রাখ্‌তে

হবে। আসিবার সময় সুরেশ ভায়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'ত্তে গেলেম; তিনি আপনার যত্ন ও পরিশ্রমের কথা শুনে অনেক ধন্যবাদ ক'ল্লেন, আর তাঁরই অনুরোধে চারুকে আপাততঃ সেই খানেই রেখে এলেম।

ই। সে ভালই ক'রেছেন। এখন দুষ্টের দমন—

অ। হাঁ, ভাল কথা—এত দিনে বোধ হয় জগদীশ্বরের কৃপায় সকল দিকে সুবিধা হবে। ইতিপূর্ব্বে যে ক্ষুদীরামের কথা আপনাকে ব'লেছিলেম, তিনিই আর একখানি পত্র সুরেশ ভায়ার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন; বড় শুভ সংবাদ! মুকুন্দদেবের সাক্ষাৎ পেয়েছেন—প্রথম তিনি দেশে ফিরিতে রাজি হন নি, শেষে তাঁর গুরুর অনুমতি ও চারুর নানাপ্রকার বিপদ শুনে আস্‌তে সম্মত হয়েছেন।

ই। এ আপনাদের পক্ষে শুভ সমাচার বটে।

অ। আপাততঃ চারুর বিপদ ও উদ্ধারের কথা সংক্ষেপে টেলিগ্রাফ্ ক'রে এসিছি; তার পর, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ আজই পৃথক্ পত্রে লিখ্‌ব'।

ই। হাঁ—তাই যুক্তি। মুকুন্দদেব এসে পৌঁছিলে বোধ হয় উইলের কথা, জলমগ্ন হওয়ার কথা, আরও অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে।

অ। সে পক্ষে আমার সন্দেহ আছে? আপনি তাঁকে জানেন না; তিনি একজন নির্লিপ্ত ব্যক্তি—বিশেষ, পরের অনিষ্ট যাতে হবে, এমন কার্য্য তিনি কখনই ক'র্ব্বেন না। চারুর মুখ চেয়ে—বিষয়সম্পত্তির ভাবী চিরস্থায়ী ক্ষতি মনে ক'রে—যদিও উইলের কথা প্রকাশ করেন বলা যায় না, কিন্তু জলমগ্নের ব্যাপার সম্বন্ধে আমার বোধ হয় তিনি কিছুই প্রকাশ ক'র্ব্বেন

না। আর প্রকাশ ক'ল্লেই বা কি হবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত আমাদের কিছুই নাই। যদি আমাদের সন্দেহই প্রকৃত হয়, তা হ'লেও সে অন্ধকারে মুকুন্দদেব যে লোক চিন্তে পেরেছিলেন, এমন সম্ভব নয়; আর রূপো জেলে ত স্বচক্ষে কিছুই দেখে নাই।

ই। হাঁ—তা বটে। তবে উইলখানি যে জাল, সে প্রমাণ হবেই; (কেনারামের প্রবেশ) কি কেনারাম! খবর কি?

কে। খবর ভাল।

ই। (অনুকূলের দিকে চাহিয়া) ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু—তুমি স্বচ্ছন্দে সকল কথা প্রকাশ ক'রে বল'।

কে। কি জানেন? আমরা "টিক্‌টিকি" পুলিশের লোক—আমাদের অনেক সাবধান হ'য়ে কথা বাত্রা কইতে হয়।

ই। হাঁ—তা ত বটেই। ও "টিক্‌টিকি" পুলিশও যা, "গিরগিটি" পুলিশও তা—সাবধানের বিনাশ নাই; এখন এ দিকের সম্বাদ কি বল দেখি?

কে। আসামী ধরা প'ড়েছে।

ই। কোথায়? কি প্রকারে ধরা প'ড়্‌লো?

কে। আপনার নিকট যে চেহারার বিবরণ পেয়েছিলেম, কাল সন্ধ্যার পর দেখি, সেই চেহারার লোক এক জন বৌবাজারের চৌরাস্তার শুঁড়ীর দোকানে ব'সে মদ খাচ্চে। অমনি ঢুকে প'ড়্‌লেম; কাছে গিয়ে ভাল ক'রে দেখাতে, ঠিক্ মিলে গেল—আর রাত্রি-কাল ব'লে যাও একটু ইতস্ততঃ ক'চ্ছিলেম, কথার বাঙ্গালে টানে সে সন্দেহ একেবারে গেল। সঙ্গে আর দুজন বাঙ্গাল ছিল—আমিও দলে মিশে গেলেম—ক'সে তাদের দু চার পাত্র দিতেই তারা দুজনে আড়্ হ'য়ে পড়্‌লো! প্রথম হ'তেই ভাল ভাল চাট্ এনে যোগান্ দেওয়াতে লোকটা আমার উপর

বড়ই খুসী হ'য়েছিল; আমি সেই অবসরে একখানা গাড়ী ডেকে—ফুর্ত্তির মুখে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক্—ব'লে, তাকে গাড়ীতে তুলে নিলেম।

অ। কার্ কথা হচ্চে?

ই। বুঝ্‌তে পারেন নি? কামদেবকে যে পাগল হবার ঔষধ দিয়েছিল। যখন আমি বটতলার থানায় ছিলেম, তখন একজন লোক একটা বিধবার গর্ভ নষ্ট ক'ত্তে ঔষধ দেয়—ধরাও পড়ে—কিন্তু তখন পুলিশের হাত থেকে কৌশল ক'রে পলায়। লোকটার চেহারা ছাপান হয়; কিছুদিন পরে যশোর জেলায় ধরা পড়ে—তার পর, দেড় বৎসর মেয়াদ্ হয়। যেমন্ আপনার মুখে চারুর বৃত্তান্ত শুন্‌লেম, ঐ লোকটার কথা মনে প'ড়্‌লো; সেই দিনই কেনারামকে নিযুক্ত করে দিলেম—এ সকল বিষয়ে কেনারাম একেবারে সিদ্ধহস্ত!—তাই কায হাঁসিল ক'রেছে। এখন বুঝ্‌তে পাল্লেন ত? তার পর কেনারাম?

কে। পূর্ব্বেই ভবানীপুরের থানায় পৌঁছে দিতে হবে গাড়োয়ানকে বলা ছিল। গাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে কথা পাড়লেম; ব'ল্লেম, যেখানে যাওয়া যাচ্চে, সে একটা নামজাদা স্থান—অনেক টাকার মালিক্—কিন্তু তার মা বেটী বড় পাজী—মাগী বুড়ী, আবার আধ্‌ক্ষ্যাপা—পুরো ক্ষ্যাপেও না, মরেও না—আর খরচপত্র ক'ল্লে, মারমুখী হয়; সেই জন্যে স্ত্রীলোকটা বড়ই অসুখে আছে—আমাকে কেবল বলে, "বুড়ীর হাত এড়াতে পাল্লে, আমি হাজার টাকা দিই।" যেমন্ টোপ্ ফেলেছি, অম্‌নি গিলেছে; ব'ল্লে "এমন্ ঔষধ আমার কাছে আছে, যে এক মাত্রায় পাগল হ'তেই হবে; এই সেদিন গঙ্গাধরপুরের জমীদারবাবুকে দুই মাত্রা ঔষধ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বক্সিস্ পেয়েছি; এসব কথা কিছু

প্রকাশ ক'ত্তে নাই—তবে তুমি ইয়ারলোক, তাই তোমার কাছে ব'ল্‌ছি। একটা বুড়ীকে পাগল ক'ত্তে আবার ভাবনা কিন্তু দাদা! টাকাটা আদায় হওয়া চাই—দশ আনা আমার, ছ আনা তোমার।"

ই। বটে! মায় টাকার বথ্‌রা পর্য্যন্ত ঠিক্‌ঠাক্ হ'য়ে গেল!

কে। আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু আদায় আর ক'ত্তে হ'লো না। খানিক্ আস্‌তে না আস্‌তে দেখি, পা লম্বা ক'রে দিলে, আর একেবারে অসাড়! সেই অবস্থাতেই থানায় আন্‌লেম। গাড়ী থেকে নামাবার আগে ব্যাটার পকেট্ থেকে ঔষধের কৌটাটা আর টাকা কড়ী চশমা যা কিছু ছিল, বার্ করে নিয়ে জমাদারের জিম্মা ক'রে দিলেম। আপনি রেঁাদে গিয়েছিলেন, সেই জন্যে আর রাত্রে সাক্ষাৎ করিনি।

ই। উত্তম হ'য়েছে; দাগী আসামী যখন পাওয়া গেছে, তখন আর প্রমাণের ভাবনা নাই। (অনুকূলের প্রতি) এখন আপনি সমস্ত বিবরণ ক্ষুদীরামকে লিখুন; ভগবান্ আমাদের প্রতি সদয় হ'য়েছেন—আমি একবার লোকটাকে দেখে আসি।

অ। চলুন্—আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে লোক্‌টার চেহারাখানা দেখি। তার পর, আহারান্তে নিশ্চিন্ত হ'য়ে পত্র লিখিব।

ই। আসুন্। চল কেনারাম! আজ যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ, এর বিশেষ রিপোর্ট ক'রে তোমার কার্য্যদক্ষতার বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনা যাবে।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নৈমিষারণ্যে কৃপাচার্য্যের আশ্রম।

(মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও বিজয়গোপাল চৌধুরী আসীন)।

মু। এ জীবনে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে একবারও সে আশা করি নাই। ক্ষুদীরাম অপর সকল কথাই ব'লেছেন; কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাতের বিষয় কিছুই বলেন নাই।

বি। তাঁর দোষ কি? আমার এ অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা তুমি শুন্‌লে মনে ব্যথা পাবে, এই ভেবে আমিই তাঁকে অনুরোধ ক'রেছিলেম যেন নৈমিষারণ্যে আমার অবস্থিতির কথা তোমার নিকট কিছু প্রকাশ না করেন; আর তিনিও সেই অনুরোধ রক্ষা ক'র্ব্বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হন। যাই হোক্, এই দুঃখের দশায় প'ড়েও আজ আমি যে কি সুখী তা ব'ল্‌তে পারি না। একেই ত ভাই! তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতেই আমরা পরম সন্তোষ লাভ করেছি; তার উপর বিপত্তিভঞ্জন নারায়ণ চারুকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা ক'রেছেন, এতে আমাদের আহ্লাদের আর সীমা নাই—এখন্ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি দেশে গিয়ে স্ত্রী পুত্র সহ সুখে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

মু। হাঁ—বিধাতা আজ নিতান্তই আমাদের উপর সদয়! ক্ষুদীরামের নিঃস্বার্থ স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি দেশে যাব' স্বীকার করিছি বটে, কিন্তু দৈবযোগে তোমাদের দেখা পেয়ে—(সাধুচরণের প্রবেশ, মুকুন্দদেবকে প্রণাম, ও উপবেশন) কি সাধু! ভাল আছ ত? তোমার কথা আমি এসেই জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

সা। আজ্ঞে—এম্‌নিই অনুগ্রহ বটে! আমি কাল এখানে ছিলেম

না!—তাই চরণ দর্শন ঘটে নি; এই কতকক্ষণ হাল্‌দার মহাশয়ের মুখে শুনে ছুটোছুটী আস্‌ছি। আপনার সমস্ত মঙ্গল ত? বড় বৌমা—চারুবাবু—সকলে ভাল আছেন ত।

মু। হাঁ—উপস্থিত সমস্ত মঙ্গল। বিশেষ, যখন বিজয়গোপালের সঙ্গে আবার মিলিত হ'য়েছি, তখন আর অমঙ্গল কোথায়? দেখ বিজয়গোপল! অন্তরের সাধ এই, যে ইহজীবনে আর আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই।

বি। আমারও আন্তরিক ইচ্ছা ঐ বটে; কিন্তু অবস্থাপরিবর্ত্তনে আপাততঃ তা সম্ভব নয়।

মু। কেন? যদি ঘটনাচক্রে আমার অবস্থাপরিবর্ত্তনই হ'য়ে থাকে, তবে তার ফলভোগী কি তুমি নও? তুমি ত জান, যে সংসারসুখ ভোগ ক'ত্তে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; তবে একদিকে গুরুর আজ্ঞা পালন, ও অপরদিকে অনুকূল ও ক্ষুদীরামের অনুরোধ রক্ষা, এই দুটী কর্ত্তব্যের বশীভূত হ'য়ে প'ড়িছি। অনুকূলের কথা আর তোমাকে ব'ল্‌তে হবে না, আর ক্ষুদীরামের পরিচয়ও পেয়েছ; তার পর, তুমি—

বি। আমার কথা ভুলে যাও।

মু। তোমার কথা ভোল্‌বার নয়। আমার উপর—চারুর উপর—যে সকল অত্যাচার হ'য়েছে, সে সমস্ত ভুলে যাওয়া সম্ভব; কিন্তু তোমার উপর উৎপীড়নের কথা ভাব্‌লেও হৃৎকম্প হয়। জগদীশ্বর তোমাদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও বল দিয়েছেন, তাই—

বি। হাঁ—জগদীশ্বরের কৃপা ত আছেই। তা ছাড়া, অনুকূল আর তুমি না থাক্‌লে—বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে অর্থ-সাহায্যের কথা ছেড়ে দিই—আমার জীবন ধারণ করাও কঠিন হ'তো। তোমাদের

অকপট অনুরাগ—অলৌকিক বন্ধুত্ব—নিঃস্বার্থ সুহৃদয়তা—আমাকে একেবারে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। তোমাদের অনুরোধ আমি কিছুতেই কাটাতে পার্ব্বো না—তাই বলি ভাই! অন্যায় অনুরোধ ক'রে আমাকে লজ্জা দিও না।

মু। অন্যায় অনুরোধ ক'র্ব্বো না; তবে তোমার একান্ত অমত হ'লে অগত্যা ক্ষুদীরামকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দোবো—আমি যাব' না। নৃশংস অর্থপিশাচদের অত্যাচারে বিজয়গোপাল সাংসারিক সকল সুখে বঞ্চিত হ'য়ে সস্ত্রীক বনবাসী, আর মুকুন্দদেব সুখসেব্য অট্টালিকায় বাস ক'রে বিষয়সম্পদের অধিকারী—এ কখনই হ'তে পারে না। অনুকূল জান্তে পাল্লে, নিশ্চয়ই তোমাদের আস্‌তে দিতেন না।

বি। প্রকৃত কথা বল্‌ছি; অনুকূলের অগোচরে কি প্রকারে শঙ্করপুর হ'তে চ'লে আস্‌বো, বিষম ভাবনা হ'য়েছিল—গভীর রাত্রে সাধুচরণের সাহায্যে কৌশল ক'রে চ'লে এসেছিলেম্।

মু। ক্ষুদীরামের মুখে আমি সে সমস্ত ব্যাপার শুনিছি; অনুকূল চেষ্টা ক'ত্তে ক্রটী করেন নাই। এক পরোপকার-ব্রতে লোক্‌টা সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, তবু ভিক্ষা ক'রেও ব্রতপালন ক'ত্তে ছাড়্‌বে না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কি উপায়ে অর্থসংগ্রহ হয়, কেহ জান্তে পারে না। চারুকে যেরূপ বিপদ্‌জালে ঘেরেছিল, অনুকূল ব্যতীত আর কেহই তাকে উদ্ধার ক'ত্তে পাত্তো না; অথচ এ ব্যাপারে কত টাকা ব্যয় হ'য়েছে, বা কি উপায়ে সেই টাকা সংগ্রহ ক'রেছেন, তার একটী কথারও উল্লেখ ক্ষুদীরামের পত্রে নাই। আবার এই তোমাদের সন্ধান যদি পান—

(নেপথ্যে—"কৃপাচার্য্য! কৃপাচার্য্য"!)

মু। এ যে গুরুদেবের কণ্ঠস্বরের মত বোধ হ'চ্চে! হাঁ তিনিই ত বটে।

(যোগানন্দস্বামীর প্রবেশ—সকলের প্রণাম ও উপবেশন)।

যো। মুকুন্দ! এখানে কবে এসেছ? হরিদ্বারে ছিলে না?

মু। আজ্ঞে হাঁ—কাল সন্ধ্যার সময় এখানে এসে পৌঁছিছি—আপনার মঙ্গল ত?

যো। হাঁ—সমস্ত মঙ্গল। (বিজয়গোপালের প্রতি) তোমাদের কুশল ত?

বি। আজ্ঞে হাঁ—আপনার কৃপায় ও কৃপাচার্য্য ঠাকুরের যত্নে আমাদের এখানে কোন কষ্ট নাই। আর কুশল অকুশলের কথা আপনিই ব'লতে পারেন—আমরা কি বুঝ্ব'?

যো। আমি যোগবলে জেনিছি—তোমাদের সমস্ত বিপদ কেটে গেছে—এখন তোমাদের সকলকেই আমার সঙ্গে স্বদেশে যেতে হবে।

মু। আপনার আদেশ আমার পক্ষে শিরোধার্য্য। কিন্তু এ পুণ্যাশ্রম ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না; আর স্বদেশে ফিরে গিয়ে বিশেষ কোন ফল লাভ হবে না।

যো। পুণ্যাশ্রমে বাস কর্ব্বার এখনও তোমার অধিকার বা সময় হয় নাই; আর লাভালাভের বিষয় তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সংসারাশ্রমের কার্য্য তোমার দ্বারা সাধিত হ'তে এখনও অনেক বাকী—সে সমস্ত শেষ হ'লে যথাসময়ে তুমি নিজেই বুঝ্তে পার্ব্বে; আমার অনুমতিসাপেক্ষ হ'য়ে থাক্তে হবে না।

মু। না বুঝে একটা কথা ব'লিছি, অবোধ শিষ্য ব'লে সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন। আমাদের সকলের উপর স্বদেশে ফিরিবার আদেশ হ'লো—তবে বিজয়গোপালও আমাদের সঙ্গে যাবেন?

যো। হাঁ—ওঁদেরও যেতে হবে।

বি। এ বিষয় আমাকে ক্ষমা ক'র্ব্বেন, এই ভিক্ষা আপনার নিকট চাই। মুকুন্দদেবের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধিত হবে, সুতরাং ওঁর যাওয়া

আবশ্যক ; কিন্তু আমার দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হবার নয়—আমার জীবনধারণই বিড়ম্বনা মাত্র ! সংসারের সকল আশা ভরসাই আমার ফুরায়েছে—যে শিকল বহুকষ্টে একবার ভেঙ্গিছি, সাধ ক'রে আবার তাই নূতন ক'রে প'র্ব্বো কেন ?

যো। ভাঙ্গিবার গ'ড়িবার তুমি কে ? যিনি সকলের শিকল পরাচ্ছেন বা খুল্‌ছেন, তাঁরই ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর—স্রোতের জলে ভাসমান হও—যে দিকে টানিয়া লইয়া যায়, সেই দিকে চালিত হও। আর তোমার দ্বারা যদি সংসারের কোন কার্য্যই সাধিত না হ'তো, তা হ'লে তোমার অস্তিত্বেরও প্রয়োজন থাক্‌তো না। ইতিপূর্ব্বে কাশীধামে তোমার মুখে মুকুন্দদেবের বৃত্তান্ত শুনে ব'লেছিলেম—"সময় হ'লে আবার সাক্ষাৎ হবে"—স্মরণ হয় কি ? সেই সময় হ'য়েছে—এখন যাও—বধূমাতাকে সম্বাদ দেও—আর তোমরা সকলে প্রস্তুত হও।

মু। আপনি পরিশ্রান্ত হ'য়েছেন—এইখানে বিশ্রাম করুন্।

যো। আমি বিশেষ ক্লান্ত হই নাই। যা হোক্, আমি এই খানেই অপেক্ষা ক'চ্চি—তোমরা বিলম্ব ক'রো না।

(যোগানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

(গীত গাহিতে গাহিতে কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)।

হের রে নয়ন মেলি লীলাময়ের এই লীলা !
কাটিল আঁধার ঘোর, জুড়াইল প্রাণের জ্বালা !
বিচিত্র সংযোগ হেন, কে করিল সংঘটন ?
পুলকে পূরিল প্রাণ, সাঙ্গ হ'লো মায়াখেলা।

আর কি দুঃখের দিন, হ'লো বুঝি অবসান,
গাওরে তাঁহারি গুণ, ভ'রিয়ে হৃদয়—
"যতোধর্ম্মস্ততো জয়", বুঝিবে সবে নিশ্চয়,
সুজন পাবে আশ্রয়, ঘুচিবে কুজনছলা ॥

(যোগানন্দস্বামীর চরণে প্রণাম ও উপবেশন)।

যো। তোমার তপশ্চরণ সার্থক হ'য়েছে। আশ্রমের মঙ্গল ত ?

কৃ। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল। এখন্ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয় জান্তে ইচ্ছা করি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কতদিনে হবে ? এ ভার আর কতদিন বহন ক'র্ব্বো ? যদি অনুমতি হয়—

যো। অনুমতি দেবার এখনও সময় হয় নাই—যে ব্রত অবলম্বন করা গিয়েছে, তার পূর্ণাহুতি দিতে বাকী আছে। সম্প্রতি সেই কার্য্য সম্পন্ন ক'ত্তে সকলকেই গঙ্গাধরপুরে যেতে হবে—সেই সঙ্গে তুমিও যাবে।

কৃ। যে আজ্ঞা। তবে—

যো। আর "তবে" না—আজই যাত্রা ক'ত্তে হবে। তুমি প্রস্তুত হবে চল'—আমিও সেই অবসরে স্নানাহ্নিক সমাপন করি।

(উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। নটবর চক্রবর্ত্তীর বহির্বাটীর প্রাঙ্গণ।
বেদীর উপর কথকঠাকুর উপবিষ্ট।
(একপার্শ্বে কামদেব মুখোপাধ্যায় ও নটবর চক্রবর্ত্তী ;
অপর পার্শ্বে পল্লীস্থ নরনারীগণ আসীন)।

ক। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণচরণে কোটি কোটি প্রণাম—দেবী সরস্বতীর চরণে অসংখ্য প্রণাম—মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণে প্রণাম—এক্ষণে ব্রাহ্মণচরণরেণুতে প্রণাম ক'রে সনাতন ধর্ম্মকথা কই ; কথ্যতে—অবধীয়তাম্।

শ্রোতৃবর্গ। কথ্যতাম্।

ক। রাজা উত্তানপাদ মৃগয়ায় গমন ক'রে দৈবযোগে বনবাসিনী সুনীতির কুটীরে এসে উপস্থিত। ঋষিপত্নীগণ শুন্‌লেন যে মহারাজ উত্তানপাদ সুনীতির কুটীরে এসেছেন। "হ্যাগা ? চল না—যাই—রাজাকে দেখে আসি" ব'লে কতকগুলি নারী একত্রিতা হ'য়ে কুটীর-দ্বারে এসে উপস্থিতা—সুনীতির আদরের সহিত অভ্যর্থনা। সুনীতি (রাজার প্রতি) "ইহাঁদিগকে প্রণাম করুন্"। রাজার প্রণাম, ও ঋষিপত্নীদের আশীর্ব্বাদ। "মহারাজ ! সুখী হউন—ধর্ম্মে মতি থাক্ ; আজ আমাদের বড় শুভদিন—

রাজদর্শন হ'লো ; আর বহুদিনের একটী সংশয় আমাদের মনে আছে, তারও মীমাংসা হবার আজ উপায় হ'লো। আমরা সর্ব্বদাই মনে ক'ত্তেম, যদি কখন কোন রাজার দর্শন পাই, তবে আমাদের মনের অন্ধকার দূর হবে ; তাই জিজ্ঞাসা ক'রি, বলুন্ দেখি মহারাজ! "প্রজা যদি অপরাধী হয়, তার দণ্ডদাতা কে?" রাজা বল্লেন, "প্রজা যদি অপরাধী হয়, তার দণ্ডদাতা রাজা"। ঋষিপত্নীরা ব'ল্লেন, "ভাল মহারাজ! রাজা যদি দুর্বৃত্ত পাপাচারী হয়, তার দণ্ডদাতা কে?" (কামদেব ও তাহার পারিষদবর্গের দিকে কটাক্ষপাত)। রাজা উত্তানপাদের বিষম বিভ্রাট উপস্থিত—মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ব'ল্লেন— "রাজা—রাজা—যদি"। তখন ঋষিপত্নীরা ব'ল্লেন, "বুঝেছি মহারাজ! প্রজার বেলা দণ্ডদাতা রাজা, কিন্তু রাজার বেলা দণ্ডদাতা নাই—এইটী ভেবেছেন ; কিন্তু মহারাজ! ত্রিজগতের দণ্ডদাতা, খলের শাসনকর্ত্তা, সেই গোলোকবিহারী হরি আছেন তা কি জানেন না?"

(নেপথ্যে কোলাহল—বালক বালিকাদের
করতালির সহিত একরবে
"কালভৈরব কালো ফণি—ঘুঘু দেখেছ' ফাঁদ্ দে'খনি,"
("কাল্‌নিমে মামা," "ধেড়ে শুভঙ্কর," প্রভৃতি শব্দে চীৎকার)।

এ গোলমাল কিসের? ক্রমে নিকটে আস্‌ছে যে?

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার কোলাহল ও ক্ষিপ্তবেশে
ভৈরব ঘোষালের প্রবেশ)।

ভৈ। শালারা আমাকে যেন পাগল পেয়েছে! যেমন্ ছোঁড়ারা, তেম্‌নি ছুঁড়ী গুলো! আরে আমি ক'রিছি কি? বাবু রাজা হ'য়েছে

আমি মন্ত্রী হ'য়িছি—তা সাজ্‌বো না? (হাস্য হা-হা-হা)। মাথায় তাজ্ প'রিছি—গলায় ফুলের মালা প'রিছি—বাহবা! বাহবা! কেমন্ দেখাচ্চে! (নৃত্য করিতে করিতে ভূমে পতন, ও কামদেবকে দেখিয়া) আপনি এখানে? রাজতক্তে চলুন্—আহা! মাথার মুকুট বুঝি প'ড়ে গেছে? (নিজ সজ্জার দ্বারা কামদেবকে সজ্জীভূত করিবার উপক্রম)।

কা। (ভৈরবের হস্ত সজোরে ধরিয়া) কি আপদ্! কোথা থেকে এ পাপ এলো?

ভৈ। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) পাপ? পাপ? সে আবার কি? বাঘ্ না ভাল্লুক্? সে কি মানুষ খায়? তার চেহারা কেমন? (সরোদনে) তোমার দুটী পায়ে প'ড়ি, আমাকে ছেড়ে দেও বাবা! বড় বাবুকে জলে ঠেলে ফেলে দিতে ঐ নটবর শালা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল; বাবু সব জানে—আমার দোষ নাই বাবা! (নিম্নস্বরে) চুপ্—চুপ্—তারা এসেছে—বাগান-বাড়ীতে—বাগান বাড়ীতে—চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্চে, আমাকে ধ'ত্তে এসেছিল' (বিকট চীৎকারের সহিত) ঐ আস্‌ছে গো! পালাও—পালাও—সব পালাও (কম্প)।

কা। কি আশ্চর্য্য! গাঁজা খেয়ে খেয়ে লোক্‌টা হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেছে; যা মুখে আস্‌ছে তাই বক্‌ছে। নটবর! তুমি দুজন লোক সঙ্গে দেও—আমি ওকে বাড়ী নিয়ে যাই।

ন। আজ্ঞে না হুজুর! ও শালা সব ক'ত্তে পারে। আপনি এখানে থাকুন্—আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

(ভৈরবকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা)।

ভৈ। (রোষভরে) খবরদার্! জানিস্ আমি কে? রাজা কামদেব-চাঁদ বাহাদুর্‌কা মন্ত্রী! কৈ হায়? এ লোক্‌কো গর্দ্দান্ লেও—

ফাটক্ দেও। (ক্লান্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমে পতন, ও অর্দ্ধমূর্চ্ছিত-ভাবে শয়ন)।

কা। নটবর! এইবার ধরাধরি ক'রে—

(ক্ষুদীরাম হালদারের সহিত দারগা, জমাদার ও দুইজন
চৌকিদারের প্রবেশ—ক্ষুদীরামের দারোগার
প্রতি ইঙ্গিত—কথকতা-সভাভঙ্গ—
ও শ্রোতৃবর্গের পলায়ন)।

দা। এই যে সকলেরই দর্শন এইখানে পাওয়া গেল! (ভৈরব, ও নটবরকে দেখাইয়া জমাদার ও চৌকিদারের প্রতি) তোমরা এই দুজনকে গ্রেপ্তার কর—লাগাও হাতকড়ী। (কামদেবকে হাতকড়ী দিতে দিতে) ছোট বাবু! বেআদবী মাফ্ ক'র্বেন।

কা। (কুপিত ভাবে) তুমি জান, তুমি যা ক'চ্চো—সে জন্যে তোমাকে বিশেষ সাজা পেতে হবে? পরওয়ানা কৈ? চার্জ্জ কি?

দা। চার্জ্জ নানাবিধ; জালিয়াতি—নিম্‌খুন্—গুমী—ভ্রূণহত্যা—প্রভৃতি। আর সাজার কথা যে ব'ল্‌ছেন—এ সব কাজে সাজা দিতেও হয়, পেতেও হয়। (ক্ষুদীরামের দিকে ফিরিয়া) ক্ষুদীরাম বাবু! আপনি জমাদারকে সঙ্গে ক'রে একবার স্ত্রীলোকটাকে দেখিয়ে দিন।

(ক্ষুদীরাম হাল্‌দার ও জমাদারের প্রস্থান)।

কা। সমস্ত মিথ্যা চার্জ—কেবল অনুকূল সরকারের ফেরেবী। আচ্ছা—অনেক খেয়েছ' ত? হাতকড়ীটা খুলে নেও—আমি যাচ্চি।

দা। কথা বাত্রা বিবেচনা ক'রে ব'ল্‌বেন—আর একটা চার্জ বাড়্‌বে জানেন? হাতকড়ী খুলে দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই; কি ক'রি বলুন্? এখন্ চলুন্—থানায় যেতে হবে।

কা। আচ্ছা—একটু দাঁড়াও। (নটবরের সহিত জনান্তিকে পরামর্শ, ও তাহার অস্বীকারব্যঞ্জক শিরশ্চালন দেখিয়া প্রকাশ্যে তাহার প্রতি) সে কি হে? কাল্ যে দেওয়ানের নিকট হ'তে পাঁচ্‌শো টাকা আদায় ক'রে এনেছ! তারই না হয় কিছু দিয়ে আমাকে এখন্ এ দায় থেকে রক্ষা কর'—তোমরা থাক্‌তে আমাকে এ অপমান সহ্য ক'ত্তে হবে?

ন। (মস্তক চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) কি কর্ব্বো বলুন? নানা কাযে ফিত্তে হয়—সে টাকা সমস্ত চরচ হ'য়ে গেছে। আমাকে বরং ছেড়ে দিতে বলুন; আমি একবার দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

দা। না—তা হবে না। তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনি—তুমি এক জন বকেয়া বদ্‌মায়েস্!

ন। দেখ—মুখ সাম্‌লে কথা কও। ওসব চার্জ আমি এক তুড়ীতে উড়িয়ে দিতে পারি—

দা। (নটবরকে ধাক্কা দিয়া) চুপ্‌রও হারাম্‌জাদ্!

কা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) বুঝিছি—সব বুঝিছি; কিন্তু কামদেব শর্ম্মার হাত এড়ান বড় সহজ নয়—সব শালাকে জালে গেঁথে রেখেছি—

(অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী বামাঠাকুরুণকে লইয়া জমাদার ও ক্ষুদীরাম হাল্‌দারের পুনঃ প্রবেশ)।

বা। (সক্রন্দনে) দোহাই কোম্পানির! আমি অনাথা—কোন দোষের দোষী নই বাবা! আমি কিছু জানিনি বাবা! ও নটবর! তোর সাম্‌নে আমাকে এই বেইজ্জৎ ক'চ্চে! ওগো! আমার মরণ হ'লো না কেন?

জ। মাগী বড়া ধড়ীবাজ্ আছে। গোয়াল্মে ঘুস্ গেয়াথা; ঢুঁড়্তে ঢুঁড়্তে জান্ হায়রান্ হো গেয়া। আব্ রোনে লাগা—চুপরও।

দা। চল--সব থানায় চল। (ভৈরবকে দেখাইয়া) জমাদার! তুমি ওটাকে তোলো।

জ। (ভৈরবকে ঠেলিয়া) আরে এ ত বড়া বওরা হ্যায়। উঠ্—চল্ বে চল্। (হাতকড়ী দেওন)।

ভৈ। হাত বাঁধ্ছো? আবার বিয়ে দেবে? (বামাঠাকুরুণকে দেখিয়া) শ্বাশুড়ী ঠাকুরুণ! আমি "ভ্যা" ক'চ্চি—আর বাঁধ্তে হবে না।

জ। আরে চল্—জল্দি জল্দি চল্। সাধিকা আগে শ্বশুরবাড়ী চল্।

ভৈ। কিরণের ছেলে দেখ্তে যাব? আমার দৌহিত্র হ'য়েছে? হ্যাঁ—চল—চল—যাচ্চি। (উচ্চহাস্য) হা-হা—হা—কি মজা! আমার দৌহিত্র! হা—হা—হা!

জ। (ধাক্কা দিয়া) আরে—ছোড়্ পাগ্লাপন্—চল্ বে চল্।

ভৈ। (কুপিতভাবে) অম্নি শুক্ সামাদা যায়েগা? তোম্ কেমন ধারা আদ্মি? গাড়ী বোলাও—শেপাই শান্ত্রী বোলাও—তবে ত যায়্গা। (চৌকিদারদের দেখিয়া বিকট চীৎকারের সহিত) ও বাবা! এরা কারা? যমদূত না কি? দোহাই ম্যাজিষ্টার সাহেবের! আমি উইলের কিছু জানিনি—কেবল সাক্ষী হ'য়েছি বাবা! সার্ভোম সব জানে—

ক্ষু। (কামদেবের প্রতি) ছোট হুজুর! একবার মুখতুলে চাও দেখি। অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রেছ বাবা! অনেককে ভিটস্থ ঘুঘুস্থ করেছ—অনেক গৃহস্থকে চোখের জলে ভাসিয়েছ; ক্ষুদে মাতালের কথা তখন তেতো লাগ্তো—এখন ফলভোগ কর বাবা!

দীঘীর ধারে যে কথা ব'লেছিলেম্ মনে আছে কি? (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া নাকীস্থরে)—

"চিরদিন কখন সমান না যায়।"

এখন্ চল'—দিন কতক্ ঠাণ্ডা গারোদ উপভোগ ক'র্ব্বে চল'। কি বোল্‌বো, একেবারে দিব্বি ক'রে ছেড়েছি—নইলে এমন্ দিনে কতই রগোড় করা যেত।

(সকলকে লইয়া দারোগা, জমাদ্দার প্রভৃতির প্রস্থান, ও ভৈরব ঘোষালের উচ্চরবে "চিরদিন কখন সমান না যায়" নৃত্যের সহিত গাহিতে গাহিতে গমন)।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

কি। বাবু বাড়ী এসে পৌছুলেন, তিনি সঙ্গে এলেন না কেন? তবে কি হলো, মকর কি ব'ল্লে? তিনি কি মুক্ত হন নি? চারু দাদা—চারু তো কখনও কারুর সঙ্গে কলহ করেনি, কোনও কুসঙ্গে মেশেনি, তবে এমন্ শত্রু কে হ'লো যে তাকে লুকিয়ে আট্‌কে রাখ্‌লে? না জানি নিষ্ঠুরেরা তাঁরে কত কষ্ট দিচ্ছে। (চিন্তা) কয়েদ্ করে কেমন করে? বেঁধে রাখে কি? রূপ-কথায় শুনিছি রাজপুত্রকে কয়েদ্ করে বুকে পাথর চাপিয়ে রাখে। ও মাগো! তা হ'লে সে কোমল বুক্ যে একেবারে

ভেঙ্গে যাবে! তারা কি আহার দেয়? তিনি কি খেতে পাচ্ছেন? বুঝি পাচ্ছেন না; আর আমি পোড়ারমুখী রাক্ষুসী এখানে বসে খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি। কাঁদ্‌ছেন কি? তা হ'লে কে তাঁকে শান্ত করে? মকরের বাপের চিঠিতে লেখা আছে যে পুলিশের লোক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। আহা! কে সে পুলিসের লোক? সে কি মিষ্টি কথা বলে সান্ত্বনা দিতে জানে? চক্ষের জল ফেল্‌লে পুলিস্ কি তা মুছিয়ে দিতে জানে! লোকে বলে পুলিস্ সব জান্‌তে পারে, আমার মনের কথা কি তবে জান্‌তে পারে না? আমি কাছে থাক্‌লে যেমন ক'রে আঁচল দিয়ে তাঁর চখের জল পুঁছিয়ে দিতেম্, পুলিসের লোক আমার মন বুঝে তাকি দিতে পার্‌বে? দিও দিও—তোমার পায়ে পড়ি পুলিসের বাবু! জগদীশ্বর তোমার ভাল ক'র্‌বেন। আহা! কত কি ভাব্‌ছেন! বাড়ীর কথা, মার কথা, আমার কথা,—আমার কথা! না—না, তা ভাব্‌তে যাবেন কেন? আমি কে? দাদা বলি এই জন্যে? সে তো আমারই সুখ, আমারই প্রাণ জুড়োয়; না—না, তা জুড়োয় না। মন বল বল খুলে বল্? এখানে কেউ নেই—কেউ নেই—কেউ শুনতে আসেনি, আপনি বল্ আর আপনি শোন্। ভাই বড় আপনার, কিন্তু তোর পিপাসা তার চেয়ে বেশী! তার চেয়েও আপনার ক'র্‌তে চাস্। কিরি পোড়ারমুখীর তেষ্টা আর দাদা ব'লে মেটে না; সে চারুতে মিশে যেতে চায়, তাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে সর্ব্বস্ব কর্‌তে চায়। দুজনে দুজন থাক্‌বো অথচ এক্ হ'য়ে থাক্‌বো এক্ হয়ে যাব। চারুকে দেখ্‌বার জন্যে, তার সঙ্গে কথা কবার জন্যে, সে মধুর বচন শোন্‌বার জন্যে, সে চারুচরণ সেবা কর্‌বার জন্যে, এই দেহটা আলাদা থাকবে নইলে এক চারু-কিরণ চারু-কিরণ—

(যামিনীর প্রবেশ)।

যা। এই যে, হ্যাঁলা মকর! তুই এখানে? আয় আয় শীগ্‌গির আয়।

কি। এ্যাঁ—এ্যাঁ, কোথা? কি হ'য়েছে?

যা। শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গির আয়, ভারি আহ্লাদের কথা! তাড়াতাড়ি ক'রে গহনাগুলো আর বেনারসী কাপড়খানা প'রে নে চ।

কি। মাইরি! মাথা খাও মকর! সত্যি ব'ল্‌ছো?

যা। কি সত্যি ব'ল্‌ছি?

কি। এ্যাঁ—না—তা—

যা। আমি এ্যাঁও সত্যি ব'লিনি, নাও সত্যি ব'লিনি, তাও সত্যি ব'লিনি।

কি। তবে—তবে কিসের আহ্লাদ? কল্‌কেতা থেকে কি কোন সুখবর এসেছে?

যা। কার?

কি। মকর! তোর পায়ে পড়ি।

যা। তা পড়্‌না, আমি কি মানা ক'র্‌ছি!

কি। চা—চা—

যা। চা খা'বি?

কি। আমার মাথা খা মকর! ব'ল্‌ দাদার কোন সুখবর এয়েছে কিনা।

যা। না—কোন খপর আসেনি, খপর আবার কিসের?

কি। মকর! তুমি দাদার বিপদ নিয়ে ঠাট্টা ক'র্‌ছো?

যা। বালাই, বিপদ্‌ কিসের? চারু বাড়ী এসেছে।

কি। বাড়ী এসেচে! এই বাড়ীতে! তিনি এখানে আছেন? আর আমি টের পাইনে?

যা। এতেই প্রাণের টান্‌টা বোঝা যাচ্ছে; নে এখন গহনা টহনা প'রে নিয়ে চল।

কি। গহনা টহনা প'রে যাব কেন? কে যেতে ব'ল্লে?

যা। কে আর ব'ল্‌বে, সব্বাই; জ্যাঠাই মা—বাবা—চারুরও মনে মনে ইচ্ছে, সে কি আর মুখ ফুটে নিজে ব'ল্‌তে যাবে?

কি। মকর ভাই! তোরে কি ব'ল্‌বো, আহ্লাদের কথা বটে—কিন্তু আমার বড় লজ্জা ক'র্‌ছে।

যা। উহুহুঁ—লজ্জাবতী বেরাল আমার, সেজে গুজে আমোদ ক'রে উলু দিয়ে ক'নে——

কি। দূর যা—

যা। তবে থাক এইখানে ব'সে। আহা—হা, ক'নে তুদে আল্‌তায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে—না, উনি—এখানে দাঁড়িয়ে ন্যাক্‌রা করতে লাগ্‌লেন!

কি। ক'নে!

যা। হাঁা—হাঁা—ক'নে, দেখিস্ তো আয়, ঘর আলো করা ক'নে রূপ উথ্‌লে উঠ্‌ছে, যেখানটায় দাঁড়িয়েছে সেইখানটায় যেন কিরণ ছড়িয়ে প'ড়্‌ছে।

কি। ক'নে! তবে কি চারু—

যা। বে হ'য়ে গেছে, কল্‌কেতা থেকে বৌ এনেছে, মস্ত বড়মানুষের মেয়ে;—

কি। বেশ্।

যা। গাড়ি বোঝাই ক'রে জিনিস দিয়েছে—

কি। বেশ্।

যা। নগদ হাজার টাকা, জরির বিছানা মাদুর—

কি। বেশ্।

যা। চার্ ঘোড়ার বাইসারকেল্, রূপোর দের্খো, সোণার পাথর বাটি, কাঁঠালের আঁব্সত্ত।

কি। বেশ্।

যা। আর ক'নের যে রূপ! কি ব'ল্বো যেন মাইরি মাইরি; আমি তুমি তার এক্টা পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুলের যুগ্যিও নয়।

কি। না—না।

যা। না বইকি, একবার দেখ্সে।

কি। তুমি যাও।

যা। মশায়ের কি এখন্ অবসর নেই?

কি। না।

যা। বটে; তবে আমি যাই, জ্যাঠাই মাকে বলিগে যে চারু বড় মানুষের সুন্দর মেয়ে বে ক'রে এনেছে ব'লে, কিরি শুনে হিংসেয় ফেটে ম'র্ছে! অহঙ্কার ক'রে দেখ্তে এল না।

কি। ছিঃ ছিঃ! না—না, তা' ব'লো না।

যা। ব'ল্বো না? আমি এই চল্লেম্।

কি। মকর! তোমার পায়ে পড়ি, ও মকর! তোমার পায়ে পড়ি; আমি রাগ করিনি, দুঃখ করিনি। কেন ক'র্বো? আমার আহ্লাদ হ'য়েছে—খুব আহ্লাদ হ'য়েছে; চারু যদি বে ক'রে সুখী হয়, তবে আমার কেন আহ্লাদ হবে না? কিন্তু যাকে এত ভালবাসি সে বে ক'য়ে আন্লে কেমনতর আহ্লাদ হয় জানিনি ব'লে দেখাতে পাচ্ছিনি। মকর! তুমি কি কখনও কারুকে আপনার চেয়েও ভাল বেসেছ? ভায়ের চেয়েও? যদি বেসে থাক, তাকে সুন্দর মেয়ে বে ক'রে আন্তে দেখেছ কি? তা'হলে তখন তোমার কেমনতর আহ্লাদ হ'য়েছিল, বল—আমি তাই করি। ও কি মকর! তোমারও চোখ জলে ভ'রে এল কেন?

যা। তুই যে কি মনে করে দিলি! আমি তার বে দেখে যেমন আহ্লাদ করেছি অমনি ভালবেসে ফেলেছি; আগে তাকে চিন্তেম না।

কি। মকর! চারুদাদার বে হ'লো আর একজনের সঙ্গে!

যা। তা দাদার বে কবে আর দিদির সঙ্গে হয় বল? চিরকালই ত আর একজনের সঙ্গে হয়।

কি। কেন হয়?

যা। আ গেল যা! এই যে ব'ল্লেম; তবে কি ভাই-বোনে বে হবে না কি?

কি। আমি তো তাঁর ভগ্নী নই, কেউ নই, ছেলেবেলা সকলে দাদা বল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই ব'ল্‌তুম্। তবে কেন—

যা। কি? কি?

কি। আমার অদৃষ্টে—

যা। (করতালির সহিত) দুয়ো!—দুয়ো! ধরা প'ড়েছে—ধরা প'ড়েছে।

কি। না—না—ছিঃ!—তোর্ পায়ে পড়ি; আমি ব'ল্‌ছিলেম—চা—

যা। রু—

কি। কি?

যা। রণ। চারু-কিরণ! চারু-কিরণ। ভজ মন সীতারাম এইবারে লুকোচুরি ধরা প'ড়েছে।

কি। মকর! মকর! প্রাণের বড় আবেগে কি ব'লে ফেলেছি— আমার মাথা খাও কারুকে বোলো না, তুমিও এ কথা মন থেকে মুছে ফেল।

যা। মন থেকে কিছু মোছা কি সহজ মকর? আচ্ছা আমার কথা যদি মিছে হয় তা হ'লে আমায় কি দিবি?

কি। কি মিছে? তবে কি কেউ বাড়ী ফিরে আসোন?

যা। কেউ এসেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর কেউ আসেনি; বে এখনও হয়নি।

কি। হয়নি? হয়নি? মকর! আমার সঙ্গে এমন তামাসাও ক'র্‌তে আছে?

যা। তামাসা কি? বে হয়নি—কিন্তু শীগ্‌গির হবে, কথা বার্ত্তা সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

কি। ঠিক্ হয়েগেছে? তবে সে হওয়াই।

যা। হ্যাঁ, তা নিশ্চয়। কিন্তু ভাই! চমৎকার মেয়ে, সে কথাটা মিথ্যা বলিনি; কনের ছবি দেখ্‌লেম, মুখখানি যে সুন্দর!— তা ভাই! তুইও দেখ্‌লে খুসি হবি!

কি। সুন্দর? তোমার চেয়েও?

যা। আমি তার কাছে দাঁড়াতেও পারিনি। এই তুমি আমার চেয়ে যত সুন্দর, তার—দাঁড়া, আন্‌ছি—ছবিখানাই দেখাই। (প্রস্থানোদ্যত)।

কি। থাক্ থাক্, একদিন তো দেখ্‌তেই হবে, যদি পোড়া প্রাণ তার আগে না বেরোয়।

যা। দেখিস্ লো! দেখিস্, তবু সত্যি সতীন নয়, মুখের ছবি।

(প্রস্থান)।

কি। স্বার্থপর মন! এই কি ভালবাসা? তবে তার সুখে সুখী হচ্চোনা কেন? সে কি সুখী হয়েছে? চারু কি নিজে দেখে ইচ্ছে করে বে করেছে? আমায় কি চারু ভাল বাস্‌তো না? বাস্‌তো তো, কিন্তু বুঝি যে ভালবাসা আমি চেয়ে ছিলেম তা নয়,—

(যামিনীর পুনঃ প্রবেশ) ।

যা। এই দেখ্, একবার দেখ্, যদি দশটা চোখ্ থাকে তবে দশ চোখ্ দিয়ে দেখ্, যা বলেছি সত্যি কি না? রূপে আলো করেছে, কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। (মুখের নিকট দর্পণ ধারণ)।

কি। ওকি মকর ছিঃ! এই কি রঙ্গের সময়?

যা। রঙ্গ আবার কি? বল দেখি আমার কথা সত্যি কিনা? ক'নে সত্যি সুন্দরী কিনা?

কি। এতো একখানা আর্সি এনে ধ'রেছ; কৈ ছবি কৈ?

যা। নেকি আর কি! আর্সির ভেতর ছবি দেখ্তে পাচ্ছিস্ নে?

কি। মকর! প্রাণের ভেতর তুঁষের আগুন জল্‌ছিল, তোমায় দেখিয়ে ফেলেছি; তবে আর কাটা ঘায়ে নুন দেও কেন?

যা। ওলো কাটা ঘায়ে নুন নয়, এ পোড়ার ওপর চূণ—দিতে না দিতে ঠাণ্ডা! কেমন ক'নের মুখ দেখে প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল না?

কি। ভাই! সত্যি বল্—খুলে বল্—আসল কথা কি ব'ল্?

যা। আসল কথা হ'চ্ছে এই যে, শ্রীমান্ চারুচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ মহাশয়ের সঙ্গে রূপবতী গুণবতী বিদ্যাবতী যুবতী দাদাপতিবতী শ্রীমতী কিরণশশী দেবী ঘোষালসুতা ওরফে মুখুজ্যেগৃহিণী বনিতা হবার সম্বন্ধ ধার্য্য হয়ে গেছে, শুভকর্ম্ম শীঘ্র সম্পন্ন হবে।

কি। কর মকর! যত পার তামাসা কর; এখন সব সইবে—তোমার শ্লেষও সইবে।

যা। তা বৈ কি? গেল যদি বিরহের ক্লেশ, কল্লুমই বা দুটো শ্লেষ। তা আরও খানিক সও। এ বিবাহের ঘটক হ'চ্ছেন আমার বাবাচন্দ্র সরকার মহাশয়।

কি। মকর! যে বের্ কথা ব'ল্‌ছিলি, সত্যি তবে তা মিছে?

যা। আর সত্যি বের কন্যাপক্ষের মত প্রকাশ করেছেন স্বয়ং নব-বিরহিণী যামিনী সুন্দরী মকর-মণি।

কি। মকর! মকর! দিদি! তবে আর কোথাও বের কথা হয়নি?

যা। আ গেল যা! এখনকার্ ছোক্‌রারা কি আর দুটো দশটা বে করে?

কি। জ্যাঠাইমা কি বল্লেন ভাই?

যা। জ্যাঠাইমা ব'ল্লেন, আমি বৌমা ব'লে ডাক্‌তে পার্‌বো না; ঐ কিরণই ব'ল্‌বো।

কি। কিন্তু বাবু?

যা। বাবু যৎকিঞ্চিৎ কাবু, বুঝি বা দিনের বেলা গাঁদাল-ঝোল্, রাত্তির বেলা সাবু।

কি। সে কি?

যা। বাজী মাৎ ক'র্‌তে গে কাৎ হ'য়ে পড়েছেন! তিন পো তিন ছটাক হয়েইছিল, শেষ্ ভাইপোকে পাগল কর্‌তে গে পূরো চার্‌পো দাঁড়িয়েছে। সব খপরের সেরা সুখপর্ তোকে এখনও শোনায় নি।

কি। তবে কি তিনিও বেতে মত দেছেন?

যা। যিনি মত দেবার আসল কর্ত্তা, সব ভাল কাযে যাঁর মত, এই গঙ্গাধরপুরের লোক চিরকাল যাঁকে দেবতার মত মেনে এসেছে, তিনিই এ বেতে নিজে মত দেছেন। বল দেখি তিনি কে?

কি। এমন লোকতো ছিলেন ভাই! এক জ্যাঠামশায় কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তিনিতো স্বর্গে গেছেন।

যা। স্বর্গে যাবেন্ কি? তিনি যেখানে থাকেন সেইখানেই স্বর্গ, গঙ্গাধরপুর আজ স্বর্গ; আজ আবার এখানে মুকুন্দদেবের পায়ের ধুলো পড়েছে।

কি। এঁ্যা! জ্যাঠা মশাই! সে কি?

যা। বেঁচে আছেন, বাড়ী এসেছেন, অনেকের অনেক কথা বেরিয়ে পড়েছে। চল্ সব্ শুন্‌বি তখন।

কি। ভাই যামিনি! মকর! তুই কি ছদ্মবেশে সুবচনী? জ্যাঠা মশাই বেঁচে আছেন? বাড়ী এসেছেন? চারুর বিপদ কেটে গেছে? সেও বাড়ী এসেছে?

যা। (ভঙ্গী সহকারে) অথচ বে ক'রে আনেনি! আমার—আমার এই কিরণের—এই দাদা-বলানি কিরণের গলায় মালা দেবে! ওঃ! ওঃ! মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি জল ডিঙ্গে ডিঙ্গি খেলি।

কি। সত্যি বল্‌ছি মকর! আনন্দ আমার আজ ধরছে না, এত আহ্লাদ রাখি কোথায়?

যা। চারুর হৃদয়-বাক্সোয়! ঐ রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি কুলুপ্ দিয়ে।

কি। মকর, মকর!—

যা। আমার মকর মকর মকর!
চারুচাঁদের চকোর!
চাঁদে আজ কিরণ মাখামাখি,
চাঁদ্ বড় কি কিরণ বড়, জান্‌তে রইল বাকি॥

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাধরপুর। কামদেবের বৈঠকখানা।

কা। (পদচারণ করিতে করিতে স্বগত) যে স্বার্থকে এতদিন ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'ল্লেম—যার অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মী-

য়তা, চক্ষুলজ্জা, সকলই বিসর্জ্জন দিয়েছি—যার কুহকে প'ড়ে কোন প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য হতেই বিরত হইনি; সেই স্বার্থই আমাকে শেষ মজালে! স্বভাব-নিবন্ধনেই হোক্ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলেই হোক্, যে জাল সর্ব্বদা বিস্তার ক'রে ব'সে থাক্‌তে ভাল বাস্‌তেম—যার সূক্ষ্মতম কৌশলচক্রে কত সরলস্বভাব অসহায় নরনারী জড়ীভূত হয়েছে—আজ সেই জালের সুদৃঢ় বন্ধনে আমি নিজেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়িছি! যে সার্ব্বভৌম্‌কে, নটবরকে বন্ধুজ্ঞানে কত বিপদ্ হ'তে রক্ষা করিছি, প্রচুর অর্থ দিয়ে চিরকাল সাহায্য ক'রে এসিছি—তারাই আমাকে অকাতরে এই দুর্ব্বিপাকে ভাসালে! আর যে বড় বৌকে চিরকালটা অগ্রাহ্য ক'রে এসিছি—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভিন্ন কখন মুখের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করি নাই—আজীবন যার অনিষ্ট ক'রে এসেছি, সেই আমার এই বিপদের সময় নিজের সঞ্চিত তীর্থযাত্রার টাকা দিয়ে রক্ষা ক'ল্লে! কালের কি কুটিল গতি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ)—কিন্তু নটবরের আক্কেল কি? আমার খেয়ে মানুষ, আর আমাকেই একেবারে আমোলে আন্‌লে না? খাজাঞ্চি ব্যাটাই বা কি নিমোক্‌হারাম! বুড়ো ব্যাটা সময় বুঝে বেশ্ মোড়মাড়্ মেরে নিয়ে স'রেছে! তহবিলে একটা পয়সাও রেখে যায়নি! ব্যাটা পাজীর বেহদ্দ! (সরোষে) শালাদের এখন্ একবার দেখা পাই, তা হ'লে চিবিয়ে খেয়ে ফেলি! (চিন্তিতভাবে) এই সময় আবার শরীরটাও অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লো—ঘুস্‌ঘুসে জ্বর সেই দিন অবধি চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে! জ্বালার শান্তি হবে ব'লে বাগানবাড়ীতে গেলেম—সেখানে যেন ঘোষাল শালার হাউ হাউ শব্দ শুন্‌তে পাই; বাড়ীতে এলেম—এখানে নূতন বৌএর অকৃত্রিম সেবা যত্নে

আরও আমাকে অস্থির ক'রেছে ! ভাবতে গেলে, নূতন বৌএর দোষ কি ? কিন্তু যতই তার শুশ্রূষা বাড়্ছে, ততই আমার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অসহ্য হ'য়ে উঠ্ছে ! এখন্ যাই বা কোথায়, করিই বা কি ? তখন্ বুঝ্তে পাল্লেম না—কতকগুলা সম্পত্তি যদি নূতন বৌএর নামে বেনামী করে রাখ্তেম, তা হ'লে আর এ সময়ে আমাকে ভাব্তে হ'তো না। যা হোক্, এখন্ উকীল এসে পৌঁছিলে তবে একটা যুক্তি স্থির করা যায়—কেন বিলম্ব হ'চ্চে বুঝ্তে পাচ্চি না—(ভৃত্যের প্রবেশ)—কি রে ?

ভৃ। ডাক্তার বাবু ব'ল্লেন, তিনি এখনই আস্বেন।

কা। (বিরক্তির সহিত) কে ?

ভৃ। আজ্ঞে—ডাক্তার বাবু।

কা। ডাক্তার বাবু ! না উকীল বাবু ?

ভৃ। আজ্ঞে না—ডাক্তার বাবু।

কা। কি আপদ্ ! কে তোকে ডাক্তার বাবুকে ডাক্তে ব'ল্লে ?

ভৃ। আজ্ঞে—ছোট মা।

কা। (মুখবিকৃতির সহিত) আরে দূর তোর ছোট মা ! ডাক্তার বাবুকে কেন ? আমার কি হ'য়েছে ?

ভৃ। আজ্ঞে—তা ত জানিনি। ছোট মা ত তিন বার ডাক্তে ব'লে ছেন—এতক্ষণ ডাক্তার বাবুর দেখা পাইনি।

কা। তুই ডাক্তার বাবুকে ব'লে আয় আর আস্তে হবে না—আমার একটু মাথা ধ'রেছে মাত্র। আর তোর ছোটমাকে বলিস্ যে এখন্ ডাক্তার বাবুর অপেক্ষা উকীল কৌন্সলীর প্রয়োজন বেশী—বুঝিছিস্ ?

ভৃ। আজ্ঞে হাঁ—তাই—

কা। না—না—তোকে কিছু ব'ল্তে হবে না। যদি তোকে জিজ্ঞাসা

করে ব'লিস্, ডাক্তার বাবু এসেছিলেন—ঔষধ পত্র দিয়ে গেছেন। (ভৃত্যের প্রস্থান) আর ভাব্‌তে পারি না (ক্লান্তভাবে শয়ন)। ভৈরবের মত আমিও পাগল হব না কি? হ'তে পাল্লে মন্দ নয়! এ অবস্থায় জ্ঞানশূন্য হওয়া অপেক্ষা সুখ কি? (জৃম্ভণ ও নিদ্রাবেশ) নূতন বৌএর কাছে যদি সকল কথা প্রকাশ ক'ত্তে পাত্তেম, তা হ'লে বোধ হয়—(নিদ্রিত)।

(একদিক্ দিয়া যোগানন্দস্বামী, কৃপাচার্য্য, বিজয়গোপাল চৌধুরী ও সাধুচরণের—ও অপর দিক্ দিয়া মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ক্ষুদীরাম ও চারুচন্দ্রের প্রবেশ)।

বি। এ জীবনে কামদেব মুখোপাধ্যায় ও বিজয়গোপাল চৌধুরীর একত্র সাক্ষাৎ সংঘটন একটী অভাবনীয় ব্যাপার!

কা। (স্বপ্নাবেগে) উঃ দাদা! আপনার হত্যার নরকযন্ত্রণা এইখানেই আরম্ভ হয়েছে। ওকে? বিজয়গোপাল? চৌধুরি মহাশয়? ও আবার কে? বড় বাবু! দাদা! না—না। ভগবান্ রক্ষা কর রক্ষা কর, আমার জ্ঞান রাখ—জ্ঞান রাখ।

মু। কেন ভাই! অমন্ ক'র্‌চো কেন? তোমাকে পাতক স্পর্শে নাই—জগদীশ্বর আমার জীবন রক্ষা করেছেন।

কা। দাদা! আপনি বেঁচে? সত্যি বেঁচে? আবাল্য আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে এসেছেন,—আজ আমাকে রক্ষা করুন্—রক্ষা করুন্! আমার প্রাণ বধ ক'রে আমাকে রক্ষা করুন! যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

মু। কেন ভাই! ব্যাকুল হচ্চো? আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। যদি তোমার ভোগতৃষ্ণা এখনও না মিটে থাকে, বল, আবার আমি বনবাসী হ'তে প্রস্তুত আছি। তোমার সেই কমনীয় কান্তি—সেই সহাস্য বদন—সেই সাগ্রহ জিজ্ঞাসা-

বার কোথায়? ভেবেছিলেম্ দেশে ফিরে প্রসন্নমনে তোমার সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে তোমারই হাতে বিষয়ভার অর্পণ ক'রে আমি অবসর গ্রহণ ক'র্‌বো, কিন্তু আজ তোমার এ অবস্থা দেখে—তোমার প্রলাপের কাতরোক্তি শুনে, আমার হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ হ'চ্চে। (কামদেবের হস্তধারণ করিয়া) উঠ ভাই! পূর্ব্বের মত একবার "দাদা" বলে ডাক। সে সকল কথা আমি কিছুই তুল্‌বো না; সবাই জানে নদীর পাড়্ ভেঙ্গে জলে প'ড়ে গেছ্‌লেম্। ভগবানের কৃপায় যখন জীবন পেয়েছি, কেন ভাই! সেই ক্ষণস্থায়ী জীবনের বাকী কয়টা দিন মনঃকষ্টে কাটাই?

কা। দাদা! আপনি সত্যই দেবতা! কিন্তু আমি কেমন ক'রে বেঁচে থাক্‌বো? কেমন্ ক'রে এ মুখ দেখাব! বিষয় সম্পত্তি

মু। ছি ভাই! ধন সম্পত্তি কি সামান্য কথা! পৃথিবীর সম্পদও তোমার তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ! এক মার স্তনপান ক'রে আমরা উভয়েই মানুষ হয়েছি—এক বোঁটায় দুটী ফুলের ন্যায় উভয়েই বেড়ে উঠেছি—বল দেখি ভাই! শৈশবের সেই সখ্য—যৌবনের সেই ভালবাসা—অন্তরের সেই দৃঢ় বন্ধন কি কিছুতেই শিথিল হ'তে পারে? তুমি প্রকৃতিস্থ হও, আমি গুরু-সমক্ষে অঙ্গীকার কচ্চি—

যো। মুকুন্দ! ক্ষান্ত হও। (কৃপাচার্য্যের প্রতি) কৃপাচার্য্য! কিরণকে নিয়ে আস্‌তে বল। বিলম্ব হচ্চে কেন?

কৃ। এই যে, কিরণ আস্‌ছে। এস মা! এস (পরিচারিকার সহিত কিরণশশীর প্রবেশ)।

যো। কৃপাচার্য্য! এখন্ তোমার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত, তোমার কাহিনী এখন তুমি সকলের নিকট প্রকাশ কর।

কৃ। আমার প্রকৃত নাম হরিদাস ঘোষাল; আমি ভৈরব ঘোষালের সহোদর। যৌবনাবস্থায় আমি জুয়াখেলার নিতান্ত বশীভূত ও নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়াসক্ত ছিলেম্। প্রত্যহই অর্থের প্রয়োজন; কিছুতেই কুলান করিতে পারিতাম না। এই দাদার এক কন্যা-সন্তান হয়, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরেই বড়বৌ মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হন্—সন্তানটীও সূতিকাগারে মারা যায়। সেই দিনই শঙ্করপুরের বিজয়গোপাল চৌধুরীর এক কন্যাসন্তান হয়েছে আর আমাদের ধাত্রীরই কন্যা সেই থানে নিযুক্ত আছে এই শুনে দাদা আমাকে ব'ল্লেন্—"দেখ হরিদাস! নিত্যই তোমার টাকার দর্কার্ দেখ্‌ছি—আমি কিন্তু আর জোগাতে পারি না; তবে আজ রাত্রের মধ্যে যদি আমার মৃতসন্তানটীকে শঙ্করপুরের সূতিকাগারে রেখে তাদের জীবিত কন্যাটী এখানে এনে দিতে পার, তা হ'লে তুমি আজ রাত্রেই পঁচিশ টাকা পাও।" লোভ সম্বরণ করা আমার সাধ্য ছিল না—সেই দণ্ডেই বামাঠাকুরুণের পঞ্চাশ টাকা বন্দবস্ত করে তারই কোলে মৃত শিশু দিয়ে অঙ্গীকৃত কার্য্য ধাত্রীকন্যার ও বামাঠাকুরুণের সাহায্যে সমাধা কল্লেম্।

গো। (ক্ষুদীরামের প্রতি) ভাল কথা ক্ষুদীরাম! ধাত্রী ও ধাত্রীকন্যার কোন সন্ধান পেয়েছ কি?

ক্ষু। আজ্ঞে না; বিস্তর চেষ্টাতেও তাদের কোন সন্ধান পাই নাই।

গো। যাক্—তার পর কৃপাচার্য্য! বল?

কৃ। কন্যাটী আমার বড়ই আদরের ছিল। আমিই সাধ ক'রে তার নাম "কিরণশশী" রেখেছিলেম্। (কিরণকে দেখাইয়া) এই সেই কন্যা! কিছুদিন পরে গুরুদেবের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর সাধু উপদেশে মনের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল—তাঁরই সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে চলে গেলেম্। সেই

অবধি আমি দেশত্যাগী ; "কৃপাচার্য্য" আমার গুরুদত্ত নাম। বিজয়গোপাল ও তাঁর সহধর্ম্মিণীর নিকট আমি যেরূপ অপরাধী তুষানলেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না ; এখন্ অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁদের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করি !

সকলে। কি অদ্ভুত রহস্য !

কা। অ্যাঁ ! তবে কি কিরণ আমাদের হ'লো না ?

মু। কেন ভাই ! আমি যা শুনেছি তাতে যেন বোধ হয় কিরণকে ভগবান্ চারুর জন্যই গড়েছেন। এ দুটীর সম্মিলন গুরুদেবেরও ইচ্ছা ; আমাদেরও সাধ—তবে কেন ভ্রাতষ্পুত্রবধূ ক'রে কিরণকে স্বগোত্রে নাও না ? স্নেহের সম্বন্ধ শোণিতের সম্বন্ধে দৃঢ়ীভূত হউক !

যো। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। (এক হস্তে চারুচন্দ্রকে ও অপর হস্তে কিরণশশীকে ধরিয়া মুকুন্দদেব ও বিজয়গোপালের নিকট রাখিয়া) এক্ষণে আমার কার্য্য আমি কল্লেম্ ; তোমাদের কার্য্য তোমরা কর।

বি। কিরণ ! মা আমার ! দেবগুরু-প্রসাদে আজ আমরা হারানিধি ফিরে পেলাম্।

কি। বাবা ! এত সুখ যে আমার ভাগ্যে ছিল কখনও ভাবি নি।

বি। (চারুর হস্তের উপর কিরণের হস্ত রাখিয়া) বাবা চারু ! আমার অন্ধের ধন কিরণকে আজ তোমার হাতে সমর্পণ কল্লেম্— যত্ন আদরে রাখ্বে। (নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি) কিরণ ! মা ! পূর্ব্ব-সুকৃতি-বলে যে শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী তুমি পেলে জগতে এরূপ সংঘটন বড়ই দুর্লভ। এখন তোমরা গুরুজনদিগকে প্রণাম কর। (যোগানন্দের দিকে ফিরিয়া) গুরুদেব ! আপনি নব বর-বধূর প্রণাম গ্রহণ ক'রে আশীর্ব্বাদ করুন্।

যো। শিখরিজেব শিবাঙ্ক-সুশোভিনা
জলধিজেব হরেহৃর্দয়েশ্বরা।
শতমখস্য যথা চ পুলোমজা
ভব তথা দয়িতা ত্বমপি প্রিয়া ॥

শিবইব কুরু পত্নীমাত্মদেহার্দ্ধভাগাং
হরিরিব নিয়তং ত্বং প্রীণয় প্রাণকান্তাম্।
নিয়তিপুরুষকারৌ নিত্যসক্তৌ যথা তা—
বধিগতসুখভোগৌ দম্পতী সম্ভবেতাম্॥

আশীর্ব্বাদ করি যেন সর্ব্বনিয়ন্তা নারায়ণের চরণে ফলাফলের সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে এবং সকলের তুষ্টিসাধন ক'রে আপন আপন কর্ত্তব্যপালনে সক্ষম হও। এই সংসারবৃক্ষ কল্পতরু, ইহাতে অমৃতফলের অভাব নাই। যদি ইচ্ছাক্রমে বিপথে না যাও তবে এই তরুর শান্তি-ছায়ায় উপবেশন ক'রে আজীবন অমৃত আস্বাদন কর্‌তে পার্‌বে।

কা। এস বাবা! এস মা! আমি আশীর্ব্বাদ কখনও করি নি—আশীর্ব্বাদ কখনও শিখি নি। আজ শিখলেম্ যে, "ধর্ম্মপথে থাক" ইহা অপেক্ষা আর আশীর্ব্বাদ সংসারে নাই; তাই বলি আমার নিকট হইতে এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

যো। চল কৃপাচার্য্য! তোমার আমার কার্য্যক্ষেত্র এ নয়।

(এক দিক্ দিয়া যোগানন্দ ও কৃপাচার্য্যের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রতিবেশিণীগণের প্রবেশ)।

গীত।

প্রেমেরি তুফানে, ভাসিল দুজনে, সাধ সব পূরিল। (সখিরে
অনুরাগ-ভরে, গাঁথা প্রেমডোরে, মণি কি শোভিল! (সখিরে
আয় লো আয়! দেখ্‌বি ত্বরা, উজান বহে প্রেমের ধারা,
প্রেমতরঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গে মাতিব মোরা—
ফুলহারে মজিয়ে দিয়ে দেখ্‌বো বল ভাল কি কেমন ভাল।
ঘুচিল আঁধার-রাশি, পোহাইল অমানিশি,
প্রেমাকাশে যুগল তারার ধরে না হাসি—
কিরণভরা চারুচাঁদে হেরে নয়ন ভুলিল॥

(যবনিকা পতন)।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।